পিরামিডের দেশে নীল বিপ্লব

মোবারক পতনের দিনগুলি

আবুল কালাম আজাদ

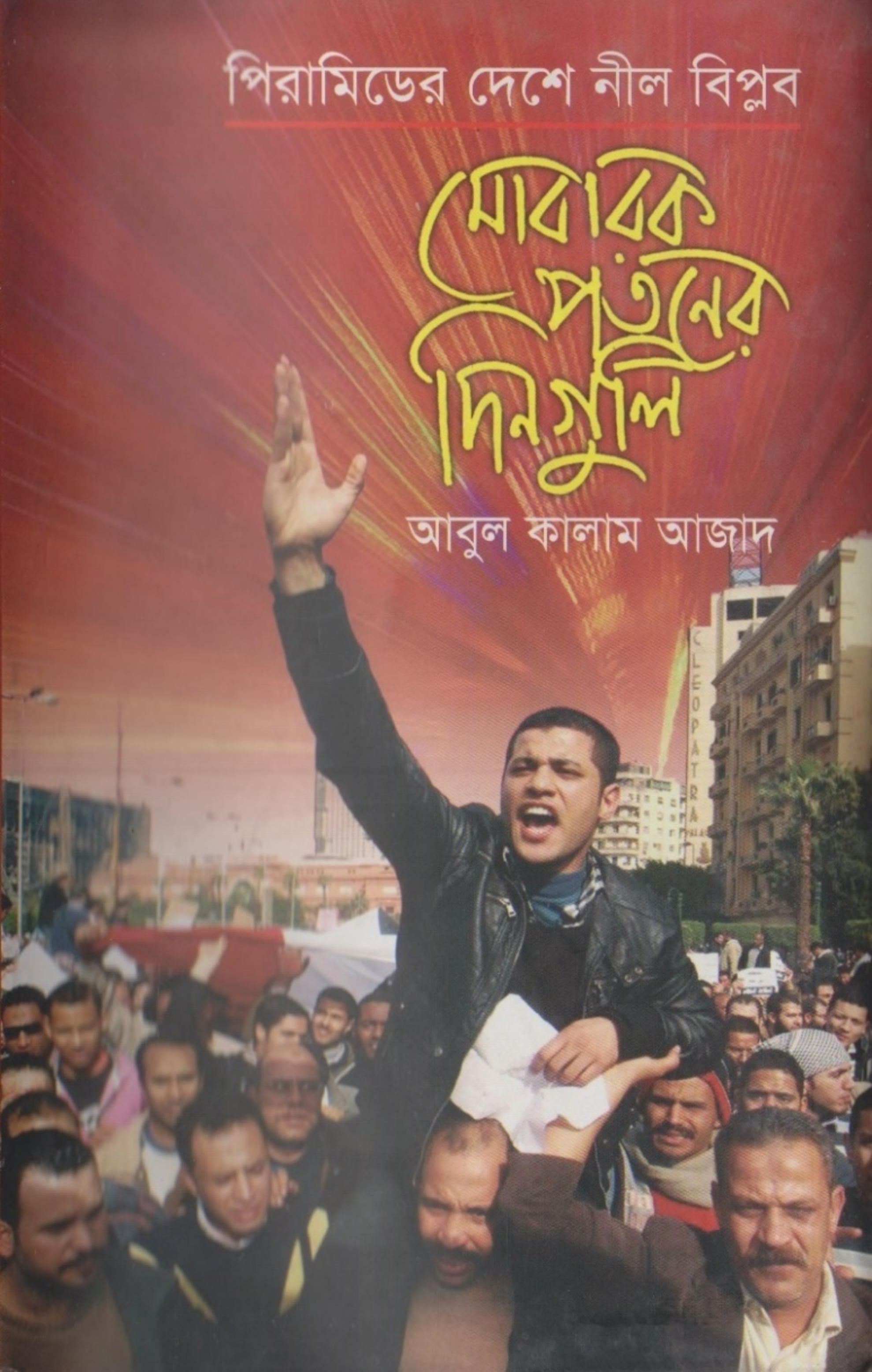

আবুল কালাম আজাদ

পিতা শেখ মো: আব্বাস আলী, মাতা মরহুমা ফাতিমা বেগম। জন্ম ১৯৮৬ সালের মার্চ মাসে বাগেরহাটের মোল্লাহাট উপজেলার সারুলিয়া গ্রামের সম্ভ্রান্ত মুসলিম পরিবারে। চার ভাই এক বোনের মধ্যে তিনি দ্বিতীয়। শৈশব-কৈশোর কেটেছে নানাবাড়ী বরিশালের নলছিটি উপজেলার হদুয়ার রাজাবাড়িয়া ও ঝালকাঠীর নেছারাবাদে। পরে বাকেরগঞ্জ থানা সদর, দুধল ও কবিরাজ গ্রামে। মাদরাসা শিক্ষাবোর্ডের অধীনে বাকেরগঞ্জ মুজাহেদিয়া কারামতিয়া দাখিল মাদরাসা হতে দাখিল, তা'মিরুল মিল্লাত কামিল মাদরাসা থেকে যথাক্রমে আলিম, ফাজিল ও ২০০৬ সালে হাদীস বিভাগে কামিল ডিগ্রীতে উত্তীর্ণ হন। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে সমাজবিজ্ঞান অনার্সে অধ্যয়নরত অবস্থায় মিশর সরকারের স্কলারশিপ পেয়ে দেশত্যাগ করেন। বর্তমানে পৃথিবীর অন্যতম প্রাচীন বিদ্যাপিঠ আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মতত্ত্ব অনুষদের তাফসীর বিভাগে অধ্যয়নরত।

আবুল কালাম আজাদ সাহিত্য-সংস্কৃতি আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত থেকে বিভিন্ন কার্যক্রম অব্যাহত রেখেছেন। তিনি আদর্শিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের পথিকৃত মরহুম কবি মতিউর রহমান মল্লিকের সান্নিধ্যে থেকে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর সাথে দীর্ঘদিন কাজ করার মাধ্যমে, সাংস্কৃতিক আন্দোলনে দায়িত্ব পালন করেছেন। তার স্বকণ্ঠে গাওয়া গানের অ্যালবাম 'আল্লাহ মহান' ও যৌথভাবে সাইমুম শিল্পীগোষ্ঠীর ২৫ বছর পূর্তি উৎসবের অ্যালবাম 'উৎসবের গান' সাড়া জাগিয়েছে। তিনি পত্রপত্রিকায় লেখালেখির পাশাপাশি দিগন্ত টেলিভিশন, দৈনিক নয়া দিগন্ত ও শীর্ষ নিউজ'র মিশর প্রতিনিধি হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন।

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

www.pathagar.com

কাছ থেকে দেখা

প্রাচীন ঐতিহ্যের লীলাভূমি মিশরের যুববিপ্লব। জুলুম, নির্যাতন আর বর্বরতার কালো অধ্যায় রচনা করেছিল খোদাদ্রোহী ফেরাউন। বিপরীতে সত্যের আহ্বায়ক ছিলেন হযরত মুসা আ.। তারই ধারাবাহিকতায় ২৫ জানুয়ারি ২০১১ ত্রিশ বছর ধরে ক্ষমতাসীন হুসনি মুবারকের পতনের বিক্ষোভে ফেটে পড়ে মিশরবাসী। বর্তমান আরব বিশ্বে গণতন্ত্রের লেশমাত্র আছে এমন দেশ খুঁজে পাওয়া দুস্কর। ১৯৫২ সালের সামরিক অভ্যুত্থানের পর মিশরের সেনাবাহিনী ক্ষমতার মসনদ দখল করে আছে। একদলীয় শাসন ব্যবস্থা ভেঙে চুরমার করে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠায় মিশরীয় জনগণ যে বিপ্লব করলো, তখন মধ্যপ্রাচ্যের সবচেয়ে শক্তিশালী এ সেনাবাহিনী কী কারণে নিরব ভূমিকা পালন করেছে?

২৫ জানুয়ারি থেকে ১১ ফেব্রুয়ারি রাজধানী কায়রোর তাহরির স্কোয়ার, আলেক্সান্দ্রিয়া, পোর্ট সৈয়দ, ইসমাইলিয়া, সিনাই, আসিউত, সারকিয়া ও পিরামিড এলাকাসহ ৩০টি জেলায় গণআন্দোলনের মুখে মুবারক সরে যেতে বাধ্য হন।

টেলিফোন যোগাযোগ বিচ্ছিন্ন। গুগল, ফেসবুক, টুইটারসহ ইন্টারনেট যোগাযোগও তাই। বহিস্কার আল জাজিরা। বিবিসি, সিএনএনও চাপের মুখে। কোন যোগাযোগের মাধ্যম ছাড়া কিভাবে বিপ্লব সংগঠিত হলো? নীল নদীর তীরে ফেরাউনের কান্না। তাহরীর স্কোয়ারসহ সারাদেশে পুলিশ বাহিনীর হামলা। জালিমের অত্যাচারে অতিষ্ঠ জনতার বিস্ফোরণে মোবারকের পদত্যাগে বিজয়ের বাঁধ ভাঙ্গা উল্লাসে মেতে উঠে ৮ কোটি মানুষ।

মিশরের এ ঐতিহাসিক বিপ্লবে হাসান আল বান্নার প্রতিষ্ঠিত মুসলিম ব্রাদারহুড, প্রাচীন আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকবৃন্দ, ড. ইউসুফ আল কারযাভি, আরব লীগ মহাসচিব আমর মূসা, নোবেল বিজয়ী আল বারাদি, আইমান নূর, আহমাদ জুয়েল, বিপ্লবের আহ্বায়ক ওয়াইল গুনাইম, মিশরীয় মিডিয়া, শিশু-কিশোর, নারী-পুরুষ সর্বস্তরের মানুষ কী ভূমিকা পালন করেছিল? যার কারণে ছলচাতুরি আর নানা কৌশল অবলম্বন করেও মুবারক ক্ষমতায় টিকে থাকতে পারলেন না?

বিক্ষোভের সময় মিশরে অবস্থানরত প্রবাসীদের দিনগুলোসহ কাছ থেকে দেখার বিরল অভিজ্ঞতার বাস্তব চিত্র তুলে ধরা হয়েছে এই বইয়ে।

www.pathagar.com

পিরামিডের দেশে নীল বিপ্লব

মোবারক পতনের দিনগুলি

আবুল কালাম আজাদ

হিশাম পাবলিকেশন

www.pathagar.com

পিরামিডের দেশে নীল বিপ্লব
মোবারক পতনের দিনগুলি
আবুল কালাম আজাদ

প্রকাশক : গাজী নাজির আহমেদ
হিশাম পাবলিকেশন
মক্কা টাওয়ার ১৩/সি মেরাদিয়া
খিলগাঁও, ঢাকা-১২১৯
ফোন : ৭২১৯৪৫০, ০১৮১১৪০৮৩০০

গ্রন্থস্বত্ব : লেখক

প্রকাশকাল : মে ২০১১

প্রচ্ছদ : হামিদুল ইসলাম

অক্ষর বিন্যাস : মিডিয়া ভিলেজ, মগবাজার, ঢাকা

মুদ্রণ : আল ফালাহ্ প্রিন্টিং প্রেস

মূল্য : একশত পঞ্চাশ টাকা মাত্র

Pyramider Deshe Nil Biplob
Mobarok Potoner Dinguli
by Abul Kalam Azad
e-mail : azad_cairo@yahoo.com
Published by Hisham Publication

ISBN : 978-984-33-2061-9

www.pathagar.com

উৎসর্গ

যারা স্বৈরশাসক পতনের মধ্যদিয়ে গণমানুষের দাবি আদায়ের লক্ষ্যে যুগের পর যুগ আন্দোলন-সংগ্রাম করে গেছেন।

আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের সেই সব ছাত্র-শিক্ষক যারা মোবারকের নির্যাতনে অন্ধ-বধির-পঙ্গুত্ব বরণ করেছেন এবং মিসরের যুব বিপ্লবে শহীদ হয়েছেন।

www.pathagar.com

বেকারত্বের মহা অভিশাপে প্রকৌশলী হয়েও মোহাম্মদ বু আজিজি কোন চাকরি না পেয়ে জীবন বাঁচাতে ফুটপাথে আশ্রয় নেয়। তার হকার ব্যবসায় হামলা চালায় পুলিশ। কারো কাছে বিচার না পেয়ে রাজপথে গায়ে আগুন ঢেলে আত্মহত্যা করলে শুরু হয় তিউনেশিয়ার বেন আলীর পতনের বিক্ষোভ।

সে বিপ্লবের আগুনের লেলিহান শিখা ছড়িয়ে পড়ে মিসরে। ২৫ জানুয়ারি ২০১১ মোবারকের ত্রিশ বছরের শাসনাবসানের গণবিদ্রোহ শুরু হয়। বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ, ৮৪৬ জন শহীদ আর ছয় শতাধিক আহত বিক্ষোভকারীদের আর্তচিৎকারে ভীত নড়ে ওঠে মোবারক মসনদের। ফলে ১১ ফেব্রুয়ারি পদত্যাগ করতে বাধ্য হন তিনি। ২০০৬ সালের নভেম্বর থেকে মিসরের অনেক কিছুই চোখে পড়ে। ওবামার মিসর সফর, সাবেক শাইখুল আযহার ড. মুহাম্মদ সাইয়্যেদ তনত্বয়ীর মৃত্যুতে শোকাহত মিসর, পার্লামেন্ট নির্বাচনসহ তাহরীর স্কয়ারের যুববিপ্লব।

দিগন্ত টেলিভিশন, দৈনিক নয়া দিগন্ত আর শীর্ষ নিউজের জন্য সংবাদ সংগ্রহে বিদ্রোহের দিনগুলো কাটে তাহরীর স্কয়ারেই। কাছ থেকে দেখা সেই সব ঘটনাবলী বাংলা ভাষাভাষী পাঠক-পাঠিকাদের কাছে তুলে ধরার জন্যই এ ক্ষুদ্র প্রয়াস।

উৎসাহ আর প্রেরণা দিয়েছেন ফালাহ-ই-আম ট্রাস্টের চেয়ারম্যান জনাব মকবুল আহমদ।

দিগন্ত টেলিভিশনের উপ-নির্বাহী পরিচালক মজিবুর রহমান মনজু, প্রধান বার্তা সম্পাদক রাশিদুল ইসলাম। দৈনিক নয়া দিগন্তের সম্পাদক মহিউদ্দীন আলমগীর, নির্বাহী সম্পাদক সালাহউদ্দিন বাবর, বার্তা সম্পাদক মাসুমুর রহমান খলিলী, সিনিয়র সাংবাদিক হাসান শরীফ। ফ্রিল্যান্স সাংবাদিক হিসেবে আমার প্রেরিত বিক্ষোভচলাকালীন ঘটনাবলী সম্বলিত সংবাদগুলো দর্শক-পাঠকদের উদ্দেশ্যে প্রকাশ করায় তাদের কাছে আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। বিপ্লবের একজন প্রত্যক্ষদর্শী হিসেবে রেডিও তেহরান পর পর আমার দুটি সাক্ষাৎকার প্রচার করে। আমি তাদের কাছেও কৃতজ্ঞ।

সংবাদ সংগ্রহে মিসরে নিযুক্ত বাংলাদেশ দূতাবাসের রাষ্ট্রদূত মিজানুর রহমানের সার্বক্ষণিক যোগাযোগের মাধ্যমে পরামর্শ দিয়েছেন। এছাড়া সহপাঠী আবু ইউসুফ, আব্দুল মান্নান, ইসা আহমদ ইসহাক, সাদেকুর রহমান, হাবীবুর রহমানের সহযোগিতা ভুলবার নয়।

বই প্রকাশে দিক-নির্দেশনা দিয়ে ঋণী করেছেন বন্ধুবর কবি আহমদ বাসির ও নাজমুস সায়াদাত।

হিশাম পাবলিকেশনের পরিচালক গাজী নাজির আহমেদ ও সরদার ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান গোলাম ফারুকের সার্বিক সহযোগিতার ফলে বইটি প্রকাশ করা সম্ভব হয়েছে।

অতি অল্প সময়ের মধ্যে বইটি প্রকাশ করতে গিয়ে তথ্যগত বা মুদ্রণজনিত কিছু ভুল-ত্রুটি থাকা স্বাভাবিক- যা ক্ষমা সুন্দর দৃষ্টিতে দেখার জন্য অনুরোধ করছি।

আবুল কালাম আজাদ
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়
কায়রো, মিসর।
০৯ মে ২০১১
আলাপন : +২০১৬১৯৪৬২৫৪

www.pathagar.com

ভেতরে যা আছে

মিসরে বিক্ষোভ, মোবারকের পদত্যাগ দাবি ১২
চার্চে বোমা হামলা ১২
মুসলিম বিশ্ব ঐক্যের লক্ষ্যে কারযাভির মহাসম্মেলন ১৩
আমর মুসার হুঁশিয়ারি ১৩
পার্লামেন্ট ভেঙ্গে নতুন নির্বাচনের দাবি ব্রাদারহুডের ১৪
পুলিশসহ পাঁচজন নিহত ১৪
যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান ১৪
সৌদি প্রিন্সের আশঙ্কা ১৫
স্বপরিবারে পালালেন মোবারকের ছেলে১৫
কায়রোয় বিশ লাখ লোকের সমাবেশ ১৫
বিক্ষোভে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় ১৬
শক্তি প্রয়োগে সেনাবাহিনীর অস্বীকৃতি ১৬
ঘোড়া ও উটে চড়ে মোবারক সমর্থকদের হামলা ১৭
কায়রোতে বিক্ষোভকারী ও মোবারকের সমর্থকদের সংঘর্ষ ১৮
বান কি মুনের বিবৃতি ১৯
মোবারক পদত্যাগের আল্টিমেটাম ১৯
বিক্ষোভকারীদের খামেনির স্বাগতম ২০
দুই বাংলাদেশী নিহতের গুজব ২০
থানায় আগুন : গণবিক্ষোভ জোরদার ২১
গণবিদ্রোহে নিহত শতাধিক ২১
মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল ২৩
ইসরাইলের ভূমিকা ২৩
ওবামার প্রতিক্রিয়া ২৪
আল বারাদি গৃহবন্দী ২৪
ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে অভিযান ২৫
কারফিউ উপেক্ষা করে গণবিস্ফোরণ ২৬
মোবারককে নিয়ে সংশয়ে যুক্তরাষ্ট্র ২৭
লাগাতার ধর্মঘটের ডাক ২৯
বিক্ষোভে আরব লীগ মহাসচিব ৩১
সেনাকর্মকর্তাদের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্টের আলোচনা ৩২
দলীয় প্রধানের পদ ছেড়েছেন মোবারক ৩৩
দুর্বার 'নীল বিপ্লব' ৩৬
অনড় মোবারক : বিপরীতে অটল বিক্ষোভকারীরা ৩৮
মোবারকের সময় ক্ষেপণের ফাঁদ ৪০
মোবারকের পতন ৪২
অবশেষে মোবারকের পদত্যাগ ৪৪
মোবারক পতনে বিশ্বজুড়ে উল্লাস ৪৬
মোবারক পতনে নারীদের অবদান ৪৭
বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার ঘোষণা ৪৭

www.pathagar.com

কায়রোয় আনন্দের বন্যা ৫০
মোবারক পতনের প্রথম জুমা ৫০
মোবারক পতনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত ৫১
মোবারক পদত্যাগে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া ৫৩
এক নজরে হোসনি মোবারক ৫৪
রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের তাগিদ বিশ্বনেতাদের ৫৬
খতিবদের বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ ৫৮
মিসরে সামরিক নেতৃত্ব ৫৮
মিসরের সংবিধান নিয়ে বিতর্ক ৬০
সংবিধান স্থগিত, বিলুপ্ত পার্লামেন্ট ৬১
দুই মাসের মধ্যে গণভোট ৬৩
সংবিধান সংশোধন : গণভোট অনুষ্ঠিত ৬৫
অন্তর্বর্তী সংবিধান প্রণয়নে কমিটি গঠন ৬৬
রাজনৈতিক দল গড়তে চায় মুসলিম ব্রাদারহুড ৬৭
মন্ত্রিসভায় রদবদল, ব্রাদারহুডের প্রত্যাখ্যান ৬৮
গাজা সীমান্ত উন্মুক্ত ৬৯
তাহরির স্কোয়ারে ফের দশ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ ৭০
ক্ষমা চেয়েছে সেনাবাহিনী ৭১
বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী! ৭১
মোবারকের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ও সম্পদ জব্দ ৭২
প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে আমর মুসা ৭২
পার্লামেন্ট নির্বাচন সেপ্টেম্বরে ৭৩
নভেম্বরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন ৭৩
মিসরের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট ৭৪
মোবারক পতনের নেপথ্যে ৭৪
মোবারকের বিচার দাবি ৭৫
সাবেক প্রধানমন্ত্রী রিমান্ডে ৭৬
মোবারক স্বপরিবারে গৃহবন্দী ৭৬
দুই পুত্রসহ হোসনি মোবারক গ্রেফতার ৭৬
বিলুপ্ত মোবারকের দল ৭৭
মৃত্যুদণ্ডই হোসনি মোবারকের শেষ পরিণতি! ৭৭
সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কারাদণ্ড ৭৭
গণতান্ত্রিক বিপ্লব : ১০০ জনের মধ্যে শীর্ষে গোনিম ৭৮
ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি বাতিল ৭৮
কুরআনি আইনের পক্ষে জনগণ ৭৮
নীল নদের পানি বন্ধে ইসরাইলের দুরভিসন্ধী ৭৮
খুলে দেওয়া হচ্ছে রাফাহ সীমান্ত ৭৯
রাজনৈতিক দল গঠন করেছে মুসলিম ব্রাদারহুড ৭৯
ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে মিসরের আহ্বান ৭৯
গণবিদ্রোহের দিনলিপি ৮০
শেষ কথা ৮২
তাহরির স্কোয়ারে ড. ইউসুফ আল কারজাভির ঐতিহাসিক খুতবা ৮৩
হাসনাইন হাইকলের একটি সাক্ষাৎকার ৯৪
মোহাম্মদ আল বারাদির সাক্ষাৎকার ৯৭
ওয়াইল গানিমের সাক্ষাৎকার ১০৩

www.pathagar.com

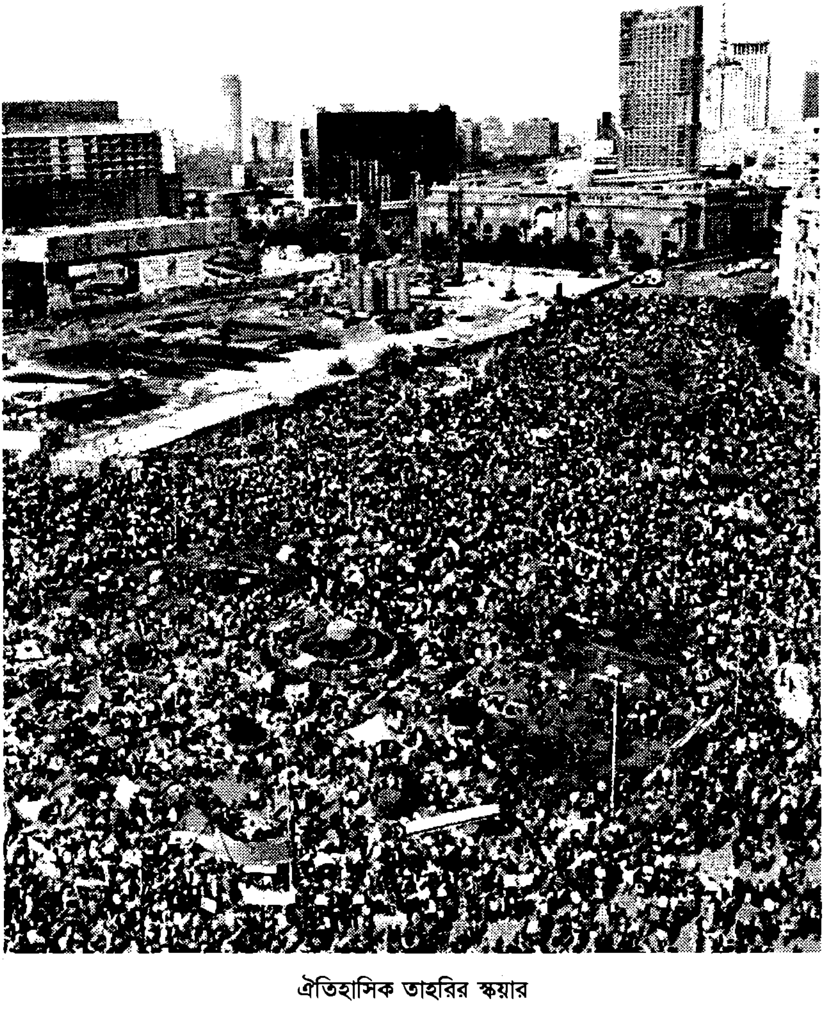

ঐতিহাসিক তাহরির স্কয়ার

www.pathagar.com

পরিবেশক

রিমঝিম প্রকাশনী
বুকস এন্ড কম্পিউটার কমপ্লেক্স
৪৫ (৩য় তলা) বাংলাবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১৭৩৯২৩৯০৩৯

তাসনিয়া বই বিতান
৪৯১/১ ওয়ারলেস রেলগেট
মগবাজার, ঢাকা।
মোবাইল : ০১১৯০২৬৫৫০৩

বাতিঘর
১৭ (৩য় তলা) ফরেন স্টুডেন্ট সিটি
আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়
আব্বাসিয়া, কায়রো, মিসর।
মোবাইল : +২০১৬১৯৪৬২৫৪, +২০১৪০৭৩৮৬৭৫
e-mail : azad_cairo@yahoo.com

www.pathagar.com

২৫ জানুয়ারি।

মঙ্গলবার।

তাহরির স্কয়ার।

কায়রো, মিসর।

প্রায় আড়াই হাজার বছর আগে এখানেই পতন হয়েছিল খোদাদ্রোহী ফেরাউনের। কে জানত স্বৈরশাসক মোবারকেরও পতন ঘটবে এই জায়গাতেই! ইতিহাসের পাতায় আবার নাম লিখবে এই নীল নদ তীরবর্তী তাহরির স্কয়ার।

মিসর।

আফ্রিকার সর্ব উত্তর-পূর্বের দেশ। ১ লাখ ২ হাজার বর্গ কিলোমিটারের প্রায় চৌকোণা আকৃতির দেশটায় ৮ কোটি ৪৫ লাখ মানুষের বাস। শিক্ষার হার ৫৭ শতাংশেরও বেশি। শতকরা ৯০ ভাগ মুসলমান।

পুরো পশ্চিম সীমান্তে লিবিয়া এবং গোটা দক্ষিণ জুড়ে সুদানের অবস্থান। পিরামিড, নীল নদ, বাতিঘর, তুর পাহাড়, সুয়েজ খাল, আলেক্সান্দ্রিয়া লাইব্রেরি, আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়সহ ঐতিহাসিক প্রাচীন স্থাপনার জন্য শিক্ষা ও পর্যটন কেন্দ্র হিসেবে সারাবিশ্বে বিখ্যাত এই দেশ।

রাজনৈতিক দিক দিয়ে আরব বিশ্বের মধ্যে মিসর খুব গুরুত্বপূর্ণ। আরবে জনসংখ্যার দিক দিয়েও বৃহত্তম এ দেশ। আরব বিশ্ব ও আফ্রিকা মহাদেশের রাজনৈতিক-কূটনৈতিক ময়দানে খুবই গুরুত্বপূর্ণ রাজধানী কায়রো। আরব লীগের সদর দফতর এই নগরের তাহরির স্কয়ারে।

www.pathagar.com

মিসরে বিক্ষোভ, মোবারকের পদত্যাগ দাবি

মিসরে তিউনিসিয়ার আদলে সরকারবিরোধী আন্দোলন চাঙ্গা করতে মঙ্গলবার বিরোধী দলগুলো 'ক্রোধ দিবস' পালন করেছে। মোবারকের পদত্যাগ, পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দেওয়া, জরুরি আইন প্রত্যাহার, মধ্যবর্তী ঐক্য সরকার সংবিধান সংশোধন, স্বচ্ছতা ও ন্যায়বিচার, দরিদ্র বেকারত্ব দূরীকরণ ও কর্মসংস্থানের দাবিতে ওয়েল গুনাইম ও আসমা মাহফুজের নেতৃত্বে সামাজিক ওয়েবসাইট ফেসবুক ও টুইটারের মাধ্যমে মিসরের রাজধানী কায়রোতে বিক্ষোভের আয়োজন করা হয়।

সরকার অবশ্য আগেই হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, আইনশৃঙ্খলার অবনতি ঘটানোর যারা চেষ্টা করবে তাদের গ্রেফতার করা হবে। ইতোপূর্বে ২০০৮ সালের ৬ এপ্রিল সরকারবিরোধী প্রতিবাদকে নির্মমভাবে দমন করে। কিন্তু বিরোধীরা সরকারের হুঁশিয়ারি উপেক্ষা করে বিক্ষোভে যোগ দিয়ে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগ দাবি করে।

মিসরের বিরোধীদলীয় কর্মীরা তিউনিসিয়ার বিপ্লবের ধারা অনুসরণ করে নিজেদেরে মধ্যে ই-মেইল ও মোবাইল বার্তা বিনিময় করে বিক্ষোভ সমাবেশের আয়োজন করে। তারা রাজধানী কায়রোর একটি আদালত ভবনের বাইরে সমবেত হয়ে সরকারের বিরুদ্ধে স্লোগান দেয়। এ সময় তারা 'হোসনি মোবারক নিপাত যাক, গামাল, তোমার বাবাকে বলো মিসরীয়রা তাকে ঘৃণা করে' ইত্যাদি স্লোগান দেয়। বিক্ষোভকালে পুলিশ চার পাশ ঘিরে রাখে।

চার্চে বোমা হামলা

মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় ইংরেজি নববর্ষের শুরুতে একটি চার্চের বাইরে আত্মঘাতী বোমা হামলার হলে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক দেশটির খ্রিষ্টান ও মুসলিম সম্প্রদায়কে ঐক্যবদ্ধ থাকার আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, মিসরে অস্থিতিশীলতা সৃষ্টির জন্য এই বোমা হামলায় বিদেশী হাত রয়েছে।

গির্জায় হামলার পর খ্রিষ্টানদের সাথে মুসলমান ও পুলিশের অনেক জায়গায় সংঘর্ষের ঘটনা ঘটে। মিসরে গির্জায় হামলার ঘটনাকে বর্বর ও জঘন্য কাজ বলে মন্তব্য করে এর নিন্দা জানিয়েছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা।

আলেক্সান্দ্রিয়ার সিদিবেচর এলাকায় আল কিদ্দিসিন চার্চে নববর্ষের প্রার্থনাকালে আত্মঘাতী বোমা হামলায় ২১ জন নিহত ও ৭০ জন আহত হয়।

www.pathagar.com

মুসলিম বিশ্ব ঐক্যের লক্ষ্যে কারযাভির মহাসম্মেলন

আহলে সুন্নাহ আল আশায়েরা আল মাতুরিদিয়া আহলে হাদিস ও মাজহারের অনুসারীসহ সব মুসলমানকে স্বীয় মতের ভিন্নতা এবং পারস্পরিক বিতণ্ডা থেকে উর্ধ্বে অবস্থান করে মুসলিম ঐক্যকে মজবুতকরণে গত ২৫ জনুয়ারি পৃথিবীর প্রাচীন ও পাঁচ লক্ষাধিক ছাত্রছাত্রীর শিক্ষাকেন্দ্র আল আজহারের উদ্যোগে আজহার আন্তর্জাতিক সম্মেলন কেন্দ্রে মহাসম্মেলনের আয়োজন করা হয়।

মিসরের গ্র্যান্ড ইমাম শাইখুল আজহার ড. আহমদ তৈয়্যেবের সভাপতিত্বে সম্মেলনে প্রধান অতিথি ছিলেন ইন্টারন্যাশনাল স্কলারস ইউনিয়ন ফর মুসলিমের চেয়ারম্যান কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ও ডিন ড. ইউসুফ আল-কারযাভী।

প্রধান অতিথি তার বক্তব্যে বলেন, অমুসলিমদের চ্যালেঞ্জ মোকাবেলায় মুসলমানদের সব শক্তি বিদ্যমান শুধু ঐক্যের প্রয়োজন। একশ্রেণীর লোক যুগ যুগ ধরে মুসলিম ঐক্য বিনষ্টে মারাত্মক চক্রান্ত করে আসছে। এ ছাড়া একজন মুসলিম অন্য মুসলিমকে কাফের ফতোয়া দিয়ে ঐক্যের পথকে বিনষ্ট করছে। আমরা সবাই মুসলমান। কাজেই মুসলিম বিশ্বের ঐক্যের ভিত্তি মজবুত করতে সাধারণ মানুষের চেয়ে আলেমদের বেশি সোচ্চার ভূমিকা পালন করতে হবে।

সম্মেলনে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে আগত শ্রেষ্ঠ আলেমদের মধ্যে সিরিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর বিখ্যাত চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ আইয়েদ আল বুতি, সৌদি মজলিসে শূরা সদস্য ও উম্মুল কোরা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রফেসর ড. শরীফ হাতেম আল আইউনি, সুদানের সাবেক ধর্মমন্ত্রী ড. ইছাম আল বশির, মিসরের রাষ্ট্রীয় মুফতি আলী জুমযা আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলর ড. আব্দুল্লাহ আল হোসাইনি, রাবেতা আলম আল ইসলামীর ভাইস চেয়ারম্যান ড. আব্দুল ফাদিল আল কাউসি, বিশিষ্ট চিন্তাবিদ ড. মুহাম্মদ ইমারা আব্দুউ, ড. সালিম আল আওয়ালি, মরক্কোর ড. মোস্তফা হোসাইন হামজা, মিসরের ধর্মমন্ত্রী ড. মাহমুদ হামদি যাকজুক, জেদ্দার ড. আহমদ আল বাইগুনি ও ড. উমর কামেলসহ মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম দেশের রাষ্ট্রদূত, কাউন্সিলরসহ হাজার হাজার প্রবাসী ছাত্রছাত্রী উপস্থিত ছিলেন।

বক্তারা বলেন, বিদআত ও সুন্নাতকেন্দ্রিক সহিংসতা বা বাড়াবাড়ি বন্ধ করে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

কারযাভির নেতৃত্বে আল আযহারে যখন আলেম-ওলামারা সংগঠিত হচ্ছে ঠিক সেই সময়ে একই দিনে তাহরীর স্কয়ারে চলে বিক্ষোভ। দুটিই যেন একইসূত্রে গাঁথা।

আমর মুসার হুঁশিয়ারি

আরব লীগ মহাসচিব আমর মুসা হুঁশিয়ার করে দিয়ে বলেছেন, জনগণের ক্ষোভ নজিরবিহীন উচ্চতায় পৌঁছে গেছে। যেকোনো মুহূর্তে তা বিপ্লবে রূপ নিতে পারে। তখন সেই বিপ্লব সামলানো সরকারের পক্ষে কঠিন হয়ে দাঁড়াবে।

তিনি তিউনিসিয়ার সাম্প্রতিক উত্তেজনাকে গোটা আরব বিশ্বে অবনতিশীল অর্থনৈতিক

www.pathagar.com

অবস্থার সাথে সম্পর্কিত বলে মন্তব্য করেন।

আরব লীগ প্রধান আরও বলেন, দারিদ্র্য, বেকারত্ব ও সাধারণ মন্দায় আরব জনগণের হৃদয় ভেঙে গেছে।

পার্লামেন্ট ভেঙ্গে নতুন নির্বাচনের দাবি ব্রাদারহুডের

মিসরের বৃহত্তম ও সুসংগঠিত বিরোধী দল ব্রাদারহুড ২৮ নভেম্বর ২০১১ অনুষ্ঠিত নির্বাচনের মাধ্যমে গঠিত পার্লামেন্ট ভেঙ্গে দিয়ে নতুন করে নির্বাচনের দাবি জানিয়েছেন। একই সাথে সংবিধানে সংশোধনী এনে নিরপেক্ষ ও স্বচ্ছ প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের ব্যবস্থা করারও দাবি জানান সংগঠনটি।

তিউনিসিয়ায় গণ-অভ্যুত্থানে সরকার পতনে উৎসাহিত হয়ে একইভাবে মিসরের বর্তমান প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে উৎখাতের আশা করেছি মুসলিম ব্রাদারহুডসহ বিরোধী রাজনৈতিক শক্তি।

পুলিশসহ পাঁচজন নিহত

প্রচণ্ড গণবিক্ষোভে উত্তাল মিসর। সরকারি নিষেধাজ্ঞা উপেক্ষা করে চলমান বিক্ষোভে ইতোমধ্যেই পুলিশসহ পাঁচজন নিহত হয়েছেন।

বৈপ্লবিক অভ্যুত্থানের মুখে মিসরে এ ধরনের বিক্ষোভ, আন্দোলন নিষিদ্ধ করার ঘোষণা দিয়েছে। বিক্ষোভ মিছিলে কেউ যোগ দিলেই পুলিশ তাদের পাকড়াও করবে বলে হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করা হয়।

২৬ জানুয়ারি কায়রোর তাহরির স্কয়ারে সকালে কয়েক শ' লোক সমবেত হন। আদালত কমপ্লেক্সের বাইরেও অনেকে সমবেত হন। মঙ্গলবারের বিক্ষোভের সূচনাও হয়েছিল এখান থেকে। সকাল থেকেই রাস্তায় রাস্তায় বিপুল পুলিশ মোতায়েন রাখা হয়। সাদা পোশাকেও অনেক পুলিশ মোতায়েন ছিল। এতে সকাল থেকে অস্বস্তিকর পরিস্থিতি বিরাজ করতে থাকে। 'ষষ্ঠ এপ্রিল মুভমেন্ট' নামের তরুণদের একটি দল প্রতিবাদের আহ্বান জানায়।

কোনো ধরনের মিছিল, প্রতিবাদ, আন্দোলন, বিক্ষোভ করতে দেয়া হবে না মর্মে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় হুঁশিয়ারি সত্ত্বেও সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে (ফেসবুক ও টুইটার) জড়ো হওয়া হাজার হাজার কায়রোবাসী বিক্ষোভে নামেন। বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষে এক পুলিশসহ পাঁচজন নিহত হয়। বিক্ষোভ দমনে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ও পানিকামান ব্যবহার করলে বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইটপাটকেল ছোড়ে।

যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান

ওয়াশিংটনে হোয়াইট হাউজ বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার সুযোগ দেওয়ার জন্য মিসরীয় সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেছে, এটা জাতিটির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ

www.pathagar.com

সুযোগ। বিবৃতিতে বলা হয়, মিসরের উচিত রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সংস্কার করা, যাতে মিসরবাসীর জীবনমানের উন্নতি হয়। যুক্তরাষ্ট্র মিসর ও মিসরীয় জনগণের সাথে কাজ করতে আগ্রহী।

সৌদি প্রিন্সের আশঙ্কা

সৌদি রাজপরিবারের সদস্য প্রিন্স তুর্কি আল ফয়সাল বলেছেন, মোবারকের ভবিষ্যৎ অনিশ্চয়তাপূর্ণ। মিসরীয়দের লক্ষ্য কী তা এখনো দেখার বাকি আছে। আমার মনে হয়, তিউনিসিয়ার ঘটনা সবাইকে অবাক করেছে, মিসরের পরিণতি দেখার জন্য আমাদের আরো কিছুদিন অপেক্ষা করতে হবে।

স্বপরিবারে পালালেন মোবারকের ছেলে

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ছেলে গামাল মোবারক তার পরিবার নিয়ে ব্রিটেনে পালিয়ে গেছেন। তাকেই মোবারকের উত্তরসূরি বিবেচনা করা হচ্ছিল। মোবারক প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার পর কোনো ডেপুটি নিয়োগ করেননি। বিক্ষোভকারীরাও তার বিরুদ্ধে সবচেয়ে বেশি সোচ্চার। কায়রোর পশ্চিমাঞ্চলের একটি বিমানবন্দর থেকে গামাল তার স্ত্রী ও কন্যাকে নিয়ে বিমানযোগে ব্রিটেন চলে যান।

কায়রোয় বিশ লাখ লোকের সমাবেশ

আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল তাহরির স্কোয়ারে (স্বাধীনতা চত্বরে) ২০ লাখের বেশি লোক সমবেত হয়। স্কোয়ার ও আশপাশের এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। সর্বস্তরের মানুষ এতে যোগ দেয়। সকাল থেকে মোবারক-বিরোধী আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্র তাহরির স্কোয়ারে দলে দলে লোক জড়ো হতে শুরু করে। অনেকে খাবার ও পানীয় সাথে নিয়ে আসে। অনেক পিতা-মাতা তাদের সন্তানদেরও সাথে আনেন। উৎসবমুখর তাহরির স্কোয়ারে গান-বাজনা ও মোবারক-বিরোধী স্বতঃস্ফূর্ত স্লোগান দিতে দেখা যায়।

আন্দোলনকারীরা তাদের বিক্ষোভের সপ্তাহ পূর্তি উপলক্ষে তাহরির স্কোয়ারে ১০ লাখ লোকের সমাবেশ করার ঘোষণা দিয়েছিল। রাত থেকেই স্কোয়ার ছিল সরগরম। চলে হাতে হাতে লিফলেট বিলি। যাতে লেখা ছিল, 'এসো, তোমরাও শামিল হও এই বিপ্লবে। ভাইয়ের রক্তে তোমার হাত রাঙিও না।' তাদের এই আহ্বানে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যায়। কেউ কেউ আকাশে টহলরত হেলিকপ্টারের উদ্দেশে বলেন, মোবারককে সাথে নিয়ে যাও।

গণজমায়েতের চার দিকে সেনাবাহিনী নিরাপত্তা বলয় তৈরি করে। অস্ত্র নিয়ে কেউ যাতে ঢুকতে না পারে সে জন্য প্রত্যেককে তল্লাশি করে চত্বরে ঢুকানো হয়। তবে পূর্বঘোষণা অনুযায়ী সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীর বিরুদ্ধেই মারমুখী হয়নি। আকাশে হেলিকপ্টার টহল দিতে থাকে।

মহাসমাবেশে নোবেল জয়ী মোহাম্মদ আল বারাদি শুক্রবারের মধ্যে মোবারককে

www.pathagar.com

পদত্যাগ করতে বলেছেন। তিনি বলেন, আমি আশা করছি, মোবারক আর রক্তপাত চাইবেন না।

প্রেসিডেন্টের বাসভবনে কাঁটাতারের বেড়া দেয়া হয়। স্কোয়ারে অল্প কিছু লোককে মোবারকের পক্ষেও স্লোগান দিতে দেখা যায়। তবে তারা কম লোকেরই মনোযোগ আকর্ষণ করতে পেরেছিল। সুয়েজ, সিনাই, আলেক্সান্দ্রিয়াসহ বেশ কয়েকটি শহরেও লাখ লাখ লোকের সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। মিসরে ব্যাংক, স্কুল ও স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ রয়েছে।

বিক্ষোভে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়

প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই মিসরের প্রাচীন ঐহিত্যাবাহী আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয় বিদেশি পরাশক্তির কর্তৃত্ব থেকে দেশটির স্বাধীনতা সার্বভৌমত্ব রক্ষার্থে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে আসছে। তারই ধারাবাহিকতায় মোবারক পতন আন্দোলনেও শায়খুল আযহারের মুখপাত্র সাবেক রাষ্ট্রদূত ড. রেদা আত তাহতায়ী পদত্যাগ জমা দিয়ে বিক্ষোভের প্রথম দিন থেকে শেষ দিন পর্যন্ত তাহরির স্কয়ারে অবস্থান নেন। বিক্ষোভে বিশ্ববিদ্যালয়ের হাজার হাজার ছাত্র-ছাত্রীসহ শিক্ষকরাও অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবাসী ছাত্র-ছাত্রীদের অধিকাংশ বিক্ষোভকারীদের পক্ষ অবলম্বন করেন।

অবশ্য শায়খুল আযহার ড. আহমদ তৈয়্যেব বিক্ষোভকারীদের বিপক্ষে অবস্থান নিয়ে স্থানীয় মিডিয়ায় বিবৃতি প্রদান করেন। যা মিশরীয় জনগণের মধ্যে ব্যাপক সমালোচিত হয়।

শক্তি প্রয়োগে সেনাবাহিনীর অস্বীকৃতি

সেনাবাহিনী মোবারককে জানিয়ে দিয়েছে, তারা বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগ করবে না এবং তারা 'জনগণের বৈধ অধিকারের প্রতি শ্রদ্ধাশীল'। গণমিছিলের ডাক দেয়ার পরপরই সেনাবাহিনীর পক্ষ থেকে তাদের অবস্থান স্পষ্ট করে এই বিবৃতি দেয়া হয়।

সেনাবাহিনী জানায়, 'মিসরের মহান জনগণের উদ্দেশে আমরা জানাতে চাই, আপনাদের সশস্ত্র বাহিনী জনগণের বৈধ অধিকারের ব্যাপারে সচেতন, তারা মিসরের জনগণের বিরুদ্ধে কখনওই শক্তি প্রদর্শন করবে না। সেনাবাহিনীকে মিসরের সবচেয়ে ক্ষমতাধর প্রতিষ্ঠান হিসেবে গণ্য করা হয় এবং এই প্রথমবার তারা চলমান বিক্ষোভ নিয়ে কোনো মন্তব্য করল। জনতা এ ঘোষণাকে উৎফুল্লভাবে স্বাগত জানায়।

কায়রোতে মার্কিন দূত : যুক্তরাষ্ট্রের পররাষ্ট্র দফতর জানিয়েছে, মিসরে নিযুক্ত সাবেক মার্কিন রাষ্ট্রদূত ফ্রাংক উইসনারকে বিশেষ দূত হিসেবে কায়রো পাঠানো হয়েছে। তিনি কায়রোতে কার কার সাথে আলোচনায় মিলিত হবেন তা পররাষ্ট্র দফতর থেকে বলা হয়নি। মার্কিন সরকার এখন আর মোবারকের ওপর ভরসা রাখছে না। তাকে সরিয়ে দেয়ার উপায় খুঁজছে।

www.pathagar.com

আল বারাদির আহ্বান : আন্তর্জাতিক পরমাণু সংস্থার (আইএইএ) সাবেক প্রধান ও শান্তিতে নোবেলজয়ী মোহাম্মদ এলবারাদি 'নিজের পিঠ রক্ষা' করতে চাইলে অবিলম্বে মোবারককে পদত্যাগ করতে বলেছেন। তার এ মন্তব্য মিসরের চলমান বিক্ষোভে গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলবে বলে মনে করা হচ্ছে।

উইকিলিকসের ভাষ্য : মিসরের বিক্ষোভে মার্কিন ইন্ধন : গোপন তথ্য ফাঁস করে আলোড়ন সৃষ্টিকারী ওয়েবসাইট উইকিলিকস মার্কিন কূটনৈতিক তারবার্তার সূত্র ধরে জানিয়েছে, মার্কিন সরকার মিসরীয় গণ-আন্দোলন সৃষ্টির জন্য তিন বছর ধরে কাজ করছে। ২০০৮ সাল থেকে মার্কিন কূটনীতিকদের বিভিন্ন উদ্যোগের কথাও ওয়েবসাইটটি তুলে ধরে। এ দিকে নবনিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সুলেইমানের সাথে মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট বুশের সূচিত 'সন্ত্রাসের বিরুদ্ধে যুদ্ধে' তিনি গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন।

ঘোড়া ও উটে চড়ে মোবারক সমর্থকদের হামলা

মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে তাহরির স্কোয়ারে বিক্ষোভরতদের ওপর সরকার সমর্থকদের অতর্কিত হামলায় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ হয় কায়রোতে। ২০ লাখ লোকের সমাবেশ শেষে ছয় থেকে সাত লাখ বিক্ষোভকারী মোবারকের পতন না হওয়া পর্যন্ত সেখানে অনড় অবস্থান গ্রহণ এবং বিক্ষোভ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণা দেয়ার পর এ হামলার ঘটনা ঘটে।

সন্ধ্যার দিকে ঘোড়া ও উটে চড়ে এসে কয়েক শত মোবারক সমর্থক হঠাৎ করে বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলে পড়ে। শুরু হয় রক্তক্ষয়ী সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টাধাওয়া। উভয়পক্ষ একে অপরের দিকে বৃষ্টির মতো পাথর ছুড়ে মারে। শেষ খবর পাওয়া পর্যন্ত সংঘর্ষে অন্তত ৫০০ জন আহত হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের দাবি, পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনীর লোকরা সাধারণ পোশাকে এসে হামলা চালিয়েছে। তাদের দাবির সপক্ষে তারা হামলাকারীদের কয়েকজনের পকেট থেকে পাওয়া পুলিশের আইডি কার্ড সাংবাদিকদের প্রদর্শন করে। বিক্ষোভকারীরা আরো বলেছে, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকে নস্যাৎ করতে হোসনি মোবারক 'দস্যু বাহিনী' দিয়ে হামলা চালিয়েছে।

পরবর্তী জুমার নামাজের পর আরো বড় ধরনের বিক্ষোভে অংশ নেয়ার কর্মসূচি দিয়েছে আন্দোলনকারীরা। বিকেলে হোসনি মোবারকের প্রাসাদের সামনে সমাবেশ করা হবে বলে জানা গেছে, বিক্ষোভকারীদের পক্ষ থেকে শুক্রবারকে 'ডে অব ডিপারচার' বা 'প্রস্থান দিবস' হিসেবে ঘোষণা করা হয়েছে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, নিয়মমাফিক ক্ষমতা হস্তান্তর এই মুহূর্তেই শুরু হওয়া উচিত। ওবামা ছাড়াও ফ্রান্স, ব্রিটেন, তুরস্কসহ অন্যান্য বিশ্ব নেতাদের চাপের মুখে পড়েছেন মোবারক। মোবারক তার ভাষণে বিক্ষোভকারীদের কঠোর হস্তে দমনের যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন তাকে রীতিমতো উসকানি বলে মন্তব্য করেছেন মুসলিম ব্রাদারহুড প্রধান মোহাম্মদ বদি।

www.pathagar.com

ক্ষমতা বদল পরে নয়, এখনই হওয়া উচিত : এরদোগান

তুরস্কের প্রেসিডেন্ট রজব তাইয়েব এরদোগান বলেছেন, মিসরের ক্ষমতা বদল পরে নয়, এখনই হওয়া উচিত। তিনি বলেন, এই মুহূর্তে সাময়িকভাবে একটি প্রশাসনের হাতে ক্ষমতা দেয়া গুরুত্বপূর্ণ। জনগণ চায় মোবারক ভিন্ন ধরনের পদক্ষেপ নিক। মিসরের বর্তমান প্রশাসন স্বল্পসময়ে গণতান্ত্রিক পরিবেশের সূচনা করার ব্যাপারে জনগণের আস্থা অর্জন করতে পারেনি বলে মন্তব্য করেন এরদোগান। তিনি আরো বলেন, কায়রোর ঘটনাবলি দেখে মনে হয়েছে আগাম ক্ষমতা হস্তান্তর পরিকল্পনা ঘোষণা না করা পর্যন্ত জনগণ শান্ত হবে না।

দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তর করুন : সারকোজি

ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজিও দ্রুত ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মোবারকের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। এক বিবৃতিতে এ আহ্বান জানানোর পাশাপাশি ক্ষমতা হস্তান্তরপ্রক্রিয়া শান্তিপূর্ণভাবে সম্পন্ন করার ওপর গুরুত্বারোপ করেন সারকোজি।

শান্ত থাকতে অনুরোধ সেনাবাহিনীর

হোসনি মোবারকের শাসনাবসানের দাবিতে বিক্ষোভরত জনগণকে শান্ত থাকার আহ্বান জানিয়েছে মিসরের সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনীর এক মুখপাত্র বলেন, আপনাদের বার্তা পৌঁছে গেছে, আপনাদের দাবি শোনা হয়েছে। এখন মিসরে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনতে সহায়তা করুন।

কায়রোতে বিক্ষোভকারী ও মোবারকের সমর্থকদের সংঘর্ষ

তাহরির স্কোয়ারে সরকারবিরোধী মিছিলে মোবারকের সমর্থকরা হামলা চালালে ভয়াবহ সংঘর্ষ হয়। এ সময় উভয় পক্ষ একে অপরকে লক্ষ্য করে পাথর ছুড়ে বলেও জানা যায়। সংঘর্ষের ঘটনায় প্রায় ১০ জন আহত হন। তবে সেনাবাহিনী এতে হস্তক্ষেপ করেনি। চলমান সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেয়া মোহাম্মদ জুমুর জানান, মোবারকের এনডিপি'র (ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টি) কর্মী ও সাদা পোশাকের পুলিশ বিদ্রোহ দমনে এ স্থানে হামলা করে। বেশ কয়েকটি দল এ সংঘর্ষে অংশ নেয় এবং অনেককে লাঠি ব্যবহার করতে দেখা যায়।

কায়রোতে অ্যামনেস্টি ইন্টারন্যাশনালের প্রতিনিধিকে আটক করেছে পুলিশ।

বিক্ষোভকারীরা সফল না হওয়া পর্যন্ত কোনো অবস্থাতেই স্থান ছাড়বে না বলে ঘোষণা দিয়েছেন। মোনা সাইফ নামে এক নারী আলজাজিরা টেলিভিশন চ্যানেলে ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেন, 'মোবারক যতক্ষণ না যাচ্ছেন ততক্ষণ আমরাও যাবো না।'

মুসলিম ব্রাদারহুড নেতা মোহাম্মদ বদি ওই হামলার নিন্দা করে মোবারককে পদত্যাগে বাধ্য করতে মিসরের সাহসী যুবকদের আরো দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার আহ্বান জানিয়েছেন। বিশ্বখ্যাত ইসলামি চিন্তাবিদ ইউসুফ কারজাভিও হামলার তীব্র সমালোচনা করে মোবারকের স্বৈরশাসনকে ফেরাউনের আমলের চেয়েও জঘন্য হিসেবে অভিহিত করেন। মোবারকের পতন না হওয়া পর্যন্ত তিনি আন্দোলন চালিয়ে যেতে মিসরীয়দের প্রতি আহ্বান জানান।

www.pathagar.com

হামলার পর মিসর সরকারের ওপর পশ্চিমা চাপ বৃদ্ধি পায়। ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, স্পেন ও যুক্তরাজ্য এক যুক্ত বিবৃতিতে এ ঘটনার তীব্র নিন্দা ও মোবারককে পদত্যাগের আহ্বান জানিয়েছে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র বিক্ষোভকারীদের ওপর সরকার সমর্থকদের এ হামলাকে জঘন্য ও শোচনীয় বলে আখ্যায়িত করেছে।

নোবেলজয়ী সংস্কারবাদী নেতা মোহাম্মদ এলবারাদি ইতোমধ্যে যুক্তরাষ্ট্র ও ইসরাইলকে আশ্বস্ত করেছেন, পরবর্তী সরকার তাদের বিরোধী হবে না।

বান কি মুনের বিবৃতি

মিসরের কায়রোতে প্রেসিডেন্ট মোবারকবিরোধী বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলার ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব বান কি মুন। তিনি এ ধরনের হামলাকে 'অগ্রহণযোগ্য' বলে মন্তব্য করেন। তিনি বলেন, মিসরে শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর হামলা অগ্রহণযোগ্য ও নিন্দনীয়। মোবারকবিরোধী আন্দোলনের নবম দিনে তিনি এ কথা বলেন।

ব্রিটেনের প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরনের সাথে বৈঠক শেষে বান কি মুন সাংবাদিকদের বলেন, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভকারীদের ওপর যেকোনো ধরনের হামলা অগ্রহণযোগ্য এবং আমি এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি। ক্যামেরনও রাজধানী কায়রোতে ভয়াবহ দৃশ্যের ঘটনায় তীব্র নিন্দা জানান এবং সম্পূর্ণ অগ্রহণযোগ্য বলে মন্তব্য করেন।

মোবারক পদত্যাগের আল্টিমেটাম

'শুক্রবার হবে প্রেসিডেন্ট হিসেবে হোসনি মোবারকের শেষ দিন। শনিবার থেকে মিসর হবে গণতান্ত্রিক দেশ'। আন্দোলনকারীরা এ ঘোষণা দিয়েছেন, তারা আজও আন্দোলনের প্রধান কেন্দ্র তাহরির স্কোয়ারে সমবেত হবেন। ইতোমধ্যেই তারা শুক্রবারের মধ্যে মোবারককে পদত্যাগের আলটিমেটাম দিয়েছিলেন। ফলে আজকে জুমার মধ্যেই মোবারক পদত্যাগের ঘোষণা না দিলে তারা তার বাড়ি ঘেরাওয়ে রওনা হতে পারেন। মোবারকসমর্থকরা আবার ফিরে এলে ভয়াবহ কিছু ঘটে যেতে পারে। পরিস্থিতি খুবই উত্তেজনাকর। মোবারক অবশ্য ক্ষমতা না ছাড়তে অনড় রয়েছেন। বিক্ষোভকারীদের ওপর বুধবার ও গতকাল সকালে সরকারি সমর্থকদের হামলায় নিহতের সংখ্যা বেড়ে দাঁড়িয়েছে ১৩তে। আহত হয়েছেন অন্তত দুই হাজার।

বিদেশি ছাত্র ও পর্যটকরা আতঙ্কে : মিসরে অবস্থানরত বিদেশী ছাত্র, শ্রমিক ও পর্যটকরা বেশ আতঙ্কে রয়েছেন। পরিস্থিতি ভয়াবহ হয়ে উঠতে পারে বলে তারা আশঙ্কা করছেন। প্রবাসীরা যে যেভাবে পারছেন মিসর ছাড়ছেন। উদ্বেগ, উৎকণ্ঠা নিয়ে বিপুলসংখ্যক লোকের বিমানবন্দরে ভিড় করতে দেখে একজন সেটাকে 'হাশরের ময়দান' হিসেবে অভিহিত করেন। সেখানে তিলধারণেরও জায়গা নেই। কে কার আগে মিসর ত্যাগ করবেন, তা নিয়ে চলছে প্রতিযোগিতা। প্রয়োজনের চেয়ে বিমানের সংখ্যা খুবই কম। মালয়েশিয়া সেখানে অবস্থানরত তাদের প্রায় ১০ হাজার ছাত্রকে সরিয়ে নিচ্ছে। এ জন্য তারা প্রয়োজনীয় বিমানও ভাড়া করেছে।

www.pathagar.com

ইন্দোনেশিয়া ইতোমধ্যে ১৪-১৫টি বিমানে করে তাদের প্রায় আট হাজার ছাত্রকে সরিয়ে নিয়েছে। বিশেষ করে পশ্চিমা ও ইহুদিদের মধ্যে আতঙ্ক বিরাজ করছে বেশি। মিসরে অবস্থানরত মার্কিন নাগরিকদের জন্য কঠোর ভ্রমণ সতর্কতা জারি করেছে যুক্তরাষ্ট্র। পাশাপাশি যেসব নাগরিক মিসর ত্যাগ করতে আগ্রহী তাদের বিলম্ব না করে 'অতি সত্বর' বিমানবন্দরের দিকে যাওয়ার আহ্বান জানানো হয়েছে।

বিক্ষোভকারীদের খামেনির স্বাগতম

ইরানের সর্বোচ্চ ধর্মীয় নেতা আয়াতুল্লাহ্ আলী খামেনি আরব বিশ্বে 'ইসলামি মুক্তি আন্দোলনকে' স্বাগত জানিয়ে মিসর ও তিউনিসিয়ার জনগণকে ধর্মকে কেন্দ্র করে পশ্চিমাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানিয়েছেন। তেহ্রানে জুমার নামাজের খুতবায় ৭১ বছর বয়সী খামেনি বলেন, মধ্যপ্রাচ্যে অভ্যুত্থান ঘটেছে।

দুই বাংলাদেশী নিহতের গুজব

মিসরের আলেক্সান্দ্রিয়ায় দুই বাংলাদেশী নাগরিক নিহত হয়েছেন বলে গুজব ছড়িয়ে যায়। বাংলাদেশী শ্রমিকদের একটি ক্যাম্পে অবস্থানরত একজন বাংলাদেশী জানান, সকালের দিকে দুই ব্যক্তি দৌড়ে তাদের কাছে এসে আশ্রয় চান। তারা বাংলায় কথা বলছিলেন। কিন্তু এর পরপরই সাদা পোশাকের নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা চোর চোর বলে সেখানে প্রবেশ করে ওই দুই ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে গুলি করে হত্যা করে। তাৎক্ষণিকভাবে তাদের পরিচয় জানা যায়নি। কেউ কেউ বলছেন, তারা মিসরীয়। মিসরে বাংলাদেশ দূতাবাসও বিষয়টি নিশ্চিত করতে পারেনি।

মিসরে নিযুক্ত বাংলাদেশের হাইকমিশনার মিজানুর রহমানের সাথে যোগাযোগ করা হলে তিনি জানান, তিনি পরিস্থিতির ওপর নজর রাখছেন। তবে অন্যান্য দেশের মতো তিনি নিজস্ব বিমানযোগে বাংলাদেশীদের সরিয়ে নেয়ার কোনো পরিকল্পনা গ্রহণ করতে পারেননি। তিনি সবাইকে নিরাপদে থাকার অনুরোধ করেছেন।

১১ বাংলাদেশী মুক্ত : রামাদান সিটিতে আটক ১১ বাংলাদেশীকে মুক্ত করা হয়েছে। বিদেশীদের ইন্ধনে এই আন্দোলন চলছে– এ প্রচারণা জোরদার করতে মোবারকপন্থীরা এ কাজ করে। মোবারকপন্থীরা বিদেশীদের খোঁজে ঘরে ঘরে তল্লাশি চালায়। জানা গেছে, একটি গার্মেন্ট কারখানায় কর্মরত ওই বাংলাদেশী শ্রমিকরা তাদের ঘরে অবস্থান করার সময় মোবারকপন্থীরা বাইরে থেকে ঘরটি তালাবদ্ধ করে সেনাবাহিনীকে খবর দিলে তারা এসে তাদের থানায় নিয়ে যায়। তবে সংশ্লিষ্ট কোম্পানির আইনজীবী গিয়ে তাদের মুক্ত করে আনেন।

পাঁচ বাংলাদেশী উদ্ধার : মিসরের উত্তাল পরিস্থিতিতে নিখোঁজ হওয়া পাঁচজনকে উদ্ধার করেছেন বাংলাদেশী প্রবাসীরা। নাসের সেনাক্যাম্পে তাদের খুঁজে পাওয়া যায়। উদ্ধারকৃতরা গার্মেন্টশ্রমিক। সবাইকে সন্দেহজনকভাবে আটক করেন সেনাসদস্যরা। পাসপোর্ট দেখানোর পর সেনাসদস্যরা গতকাল তাদের ছেড়ে দেন। এ দিকে বিভিন্ন দেশ নিজেদের নাগরিকদের সরিয়ে নেয়ার ব্যবস্থা নিলেও বাংলাদেশের তরফ থেকে

www.pathagar.com

এ রকম কোনো ব্যবস্থা নেয়া হয়নি। বাংলাদেশীরা খুব জরুরি কাজ ছাড়া ঘরের বাইরে যাচ্ছেন না।

এ দিকে মিসরে নিযুক্ত বাংলাদেশের রাষ্ট্রদূত মিজানুর রহমান জানান, মিসরে অবস্থানরত বাংলাদেশীদের দেশে ফিরিয়ে নিতে এখনো কোনো উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়নি। তবে পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সাথে এ নিয়ে যোগাযোগ রক্ষা করা হচ্ছে। চলে যাওয়ার সিদ্ধান্ত হলে বাংলাদেশ দূতাবাসের লোকজন, ছাত্র, শ্রমিক, পর্যটক মিলে সব বাংলাদেশী একযোগে দেশে ফিরবো।

থানায় আগুন : গণবিক্ষোভ জোরদার

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ৩০ বছরের শাসনের বিরুদ্ধে টানা তৃতীয় দিনের মতো বিক্ষোভ হয়। সরকারি নিষেধাজ্ঞা ও দমন-পীড়ন উপেক্ষা করেই আন্দোলন অব্যাহত রয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, বিক্ষোভকারীরা সকালে সুয়েজের দু'টি থানায় আগুন দেয়। এর আগে পুলিশ থানা ত্যাগ করে।

কায়রোতে বিক্ষোভকারীরা টায়ারে আগুন ধরিয়ে দেয় ও পুলিশের দিকে পাথর ছোড়ে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, একটি গুরুত্বপূর্ণ বাণিজ্যিক জেলার রাজপথ দিয়ে যাওয়ার সময় শত শত বিক্ষোভকারীকে লক্ষ্য করে পুলিশ টিয়ার গ্যাস নিক্ষেপ করে ও তাদের ধাওয়া করে। বিক্ষোভকারীরা পুলিশকে লক্ষ্য করে ইট-পাটকেল নিক্ষেপ করে। তথ্য মন্ত্রণালয়ের পার্শ্ববর্তী একটি এলাকায় বেশ কিছু দোকানপাট ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

গণবিদ্রোহে নিহত শতাধিক

মিসরে সরকার ভেঙে দেয়ার ঘোষণায় গণবিক্ষোভ তো থামেইনি, বরং প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে তা আরো জোরদার হয়েছে। প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক অবশ্য সাফ জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি পদত্যাগ করবেন না। ৩০ বছরের শাসনামলে গত ২৯ জানুয়ারি প্রথমবারের মতো ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগ দিয়েছেন তিনি। মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রেসিডেন্টের কাছ থেকে পদত্যাগের নির্দেশ পাওয়ার পর আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। এরপর নতুন প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ দিয়েছেন প্রেসিডেন্ট। গণবিক্ষোভে পুলিশের সাথে সংঘর্ষে শতাধিক ব্যক্তি নিহত হয়েছে বলে খবরে বলা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা রাজধানী কায়রোয় নীলনদ তীরবর্তী ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দফতর ও অন্যান্য শহরে শাখা কার্যালয়গুলো পুড়িয়ে দিয়েছেন। সরকারবিরোধী আন্দোলনের নেতা নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ এল বারাদিকে গৃহবন্দী করা হয়েছে বলে জানিয়েছেন উচ্চপর্যায়ের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা। প্রেসিডেন্টকে অবশ্যই সরে দাঁড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন এল বারাদি। কায়রোয় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর মধ্যে সংঘর্ষের ঘটনাও ঘটেছে। মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, জনগণের অধিকারের প্রতি মিসরের প্রেসিডেন্টের সম্মান দেখানো উচিত। ক্ষমতা আঁকড়ে থাকা প্রেসিডেন্ট হোসনি

www.pathagar.com

মোবারকের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ। জনগণের দাবি মেনে নিতে মিসর সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইরান। মিসরে ভ্রমণে সতর্কতা জারি করেছে জাপান।

মিসরজুড়ে নৈরাজ্য ও লুটপাট : সারা মিসরজুড়ে পাড়া-মহল্লায় রাজনৈতিক অস্থিরতার সুযোগে লুটপাট ও চুরি ডাকাতির তৎপড়তা চরমে। এসময় বিক্ষোভকারীরাই স্বেচ্ছাসেবক পাহারাদল গঠন করে লুটপাট ও চুরি-ডাকাতি প্রতিরোধে নামে। স্বেচ্ছাসেবক পাহারাদলকে স্বনাক্ত করতে তারা ডান হাতে সাদা ব্যান্ড বেধে নেয়।

নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রী : প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক নতুন প্রধানমন্ত্রী ও ভাইস প্রেসিডেন্টের নাম ঘোষণা করেছেন। গত ২১ জানুয়ারি ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নিয়েছেন গোয়েন্দা প্রধান ও সাবেক জেনারেল ওমর সোলায়মান। ৩০ বছরের শাসনামলে এই প্রথম তিনি কাউকে ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে নিয়োগ দিলেন। সোলায়মান প্রেসিডেন্টের বিশ্বস্ত লোক হিসেবে পরিচিত। প্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ দেয়া হয়েছে বিমান বাহিনীর সাবেক কমান্ডার ও সাবেক বেসামরিক বিমান চলাচলমন্ত্রী আহমদ শফিককে। পুত্রকে উত্তরসূরি করতে হোসনি মোবারকের পরিকল্পনা রয়েছে বলে ব্যাপকভাবে ধারণা করা হতো। আন্দোলনের ফল হিসেবে এ পদক্ষেপের পর ওই ধারণার আপাতত অবসান হলো। এর মাধ্যমে ঘোষিত সেপ্টেম্বরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে মোবারক প্রার্থী হচ্ছেন না বলেও ধারণা করেছেন বিশ্লেষকরা। ৭৪ বছর বয়সী ওমর সোলায়মান দীর্ঘদিন ধরে ফিলিস্তিন-ইসরাইল শান্তি প্রক্রিয়ায় মিসরের নীতিনির্ধারণে ঘনিষ্ঠ ভূমিকা রেখে আসছেন।

মোবারক চলে যাও : বিক্ষোভকারীদের দাবি– সরকার নয়, প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগ চাই। আর তাই মোবারকের ভাষণের পরও কয়েক লাখ বিক্ষোভকারী রাস্তায় নেমে আসেন। তারা জড়ো হন আন্দোলনস্থল তাহরির স্কোয়ারে 'ইরহিল মোবারক' অর্থাৎ 'মোবারক, চলে যাও'– এ স্লোগান দিয়েছেন তারা। সেনাবাহিনী ট্যাংক নিয়ে পাশেই অবস্থান করছিল। বিক্ষোভের পঞ্চম দিনে বিক্ষোভকারীরা দেশটির বিভিন্ন শহরে জড়ো হন। তাদের এক দাবি– 'মোবারক নিপাত যাক'। মিসরের রাষ্ট্রীয় টিভি জানায়– কায়রো, সুয়েজ ও আলেক্সান্দ্রিয়া শহরে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছে। গত শুক্রবার গভীর রাতে রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে দেয়া ভাষণে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার ঘোষণা দেয়ার পরও রাতভর কারফিউ উপেক্ষা করে জনতা বিক্ষোভ করেছেন। মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে জনতা অনড় এবং তার পতন না হওয়া পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেন না বলে ঘোষণা দিয়েছেন।

পদত্যাগে অস্বীকৃতি : প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ করতে অস্বীকৃতি জানিয়েছেন। তিনি দেশে রাজনৈতিক সহিংসতা এড়াতে জাতীয় সংলাপ আহ্বান করেছেন। প্রবল গণবিক্ষোভের মুখে ইতোমধ্যেই মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়েছেন তিনি। শুক্রবার রাতে জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি মন্ত্রিসভা ভেঙে দেয়ার ঘোষণা দেন। নতুন মন্ত্রিসভা শিগগিরই গঠন করা হবে বলে তিনি জানান। মোবারক ৩০ বছর ধরে ক্ষমতায় রয়েছেন। তিনি পদত্যাগ তো করবেনই না, উল্টো বিক্ষোভ দমনে তিনি আরো সৈন্য ও ট্যাংক নামানোর নির্দেশ দিয়েছেন। এর আগে পুলিশকে সহায়তা

www.pathagar.com

করতে শুক্রবার কায়রোয় সেনা মোতায়েন করা হয়। গত ২৫ জানুয়ারি মঙ্গলবার গণবিক্ষোভ শুরু হওয়ার পর প্রেসিডেন্ট মোবারক এই প্রথম জাতির উদ্দেশে ভাষণ দিলেন।

মন্ত্রিসভার পদত্যাগপত্র দাখিল

মিসরের মন্ত্রিসভার সদস্যরা গতকাল আনুষ্ঠানিকভাবে পদত্যাগপত্র দাখিল করেছেন। জাতির উদ্দেশে দেয়া ভাষণে তিনি মন্ত্রিসভার সদস্যদের পদত্যাগ করার নির্দেশ দেন। এরপর গতকাল তারা পদত্যাগপত্র দাখিল করলেন। এর আগে মন্ত্রিসভার সদস্যরা প্রধানমন্ত্রী আহমাদ নাজিফের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক বৈঠকে অংশ নেন। মিসরে চলমান আন্দোলন ও গণবিক্ষোভের মুখে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক এ ব্যবস্থা নিলেন। তবে মোবারকের নেয়া এ ব্যবস্থায় দেশটির গণবিক্ষোভ আরো জোরদার হয়েছে।

নিহত শতাধিক, তীব্র উত্তেজনা : সরকারবিরোধী গণবিক্ষোভে আন্দোলনের ৫ম দিনে অন্তত ১০০ জন নিহত হয়েছেন। এর মধ্যে সুয়েজ শহরে ১৩ জন, আলেক্সান্দ্রিয়ায় ২৩ জন, রাজধানী কায়রোয় পাঁচজন ও মানসুরা শহরে দুইজন নিহত হয়েছেন। এ ছাড়া আহত হয়েছেন এক হাজার ২০ জন। সাধারণ জনতা ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ-সহিংসতার পর রাজধানী কায়রো কার্যত যুদ্ধবিধ্বস্ত শহরে পরিণত হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা শুধু কায়রোতে প্রায় ৯০টি পুলিশের গাড়ি জ্বালিয়ে দেয়। রাস্তায় রাস্তায় পুলিশ ও সেনাবাহিনীর পুড়ে যাওয়া বহু গাড়ি পড়ে রয়েছে। এ ছাড়া বহু থানায় আগুন দিয়েছেন বিক্ষুব্ধ জনগণ। ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দফতরে অগ্নিসংযোগ করা হয়েছে।

সান্ধ্য আইন উপেক্ষা : সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকলেও রাতে কায়রোর বিভিন্ন জায়গায় গুলির আওয়াজ শোনা গেছে। মিসরের বিভিন্ন শহরে গণবিক্ষোভ আরো তীব্র হওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে সারা দেশে যে সান্ধ্য আইন জারি করা হয়েছিল তা বাড়ানো হয়েছে। এখন স্থানীয় সময় বিকেল ৪টা থেকে সকাল ৮টা পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বহাল থাকবে বলে জানানো হয়েছে। সান্ধ্য আইন উপেক্ষা করে রাস্তায় নেমে এসেছেন জনগণ। এর আগে সান্ধ্য আইন শুধু কায়রো, সুয়েজ আর আলেক্সান্দ্রিয়ায় জারি করা হয়েছিল। মিসরে ২৮ জানুয়ারি শুক্রবার মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেয়া হয়েছিল। শনিবার আংশিকভাবে মোবাইল ফোন চালু করা হয়েছে। তবে ইন্টারনেট প্রায় সম্পূর্ণ বন্ধ করে রাখা হয়েছে।

পুলিশের গুলি : মিসরে বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালিয়েছে পুলিশ। ফলে রাজধানী কায়রোয় হাজার খানেক বিক্ষোভকারী স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ভবনে ভাঙচুর চালাতে যান। এ সময় পুলিশ তাদের ওপর গুলি ছোড়ে।

ইসরাইলের ভূমিকা

মিসরের চলমান গণবিক্ষোভ সম্পর্কে যেকোনো ধরনের মন্তব্য করা থেকে বিরত

www.pathagar.com

থাকার জন্য ইসরাইলি মন্ত্রীদের নির্দেশ দেয়া হয়েছে। প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এ নির্দেশ দিয়েছেন বলে দৈনিক *হারেৎজ* পত্রিকা জানিয়েছে। ইসরাইলের একজন মন্ত্রী নাম প্রকাশ না করার শর্তে বলেছেন, মিসরের চলমান আন্দোলন দমনে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক সফল হতে পারবেন বলে মনে হয় না। তার এ মন্তব্যের পর প্রধানমন্ত্রী নেতানিয়াহু ওই নির্দেশ দিয়েছেন। এ সম্পর্কে তিনি বলেন, মিসরের আন্দোলনের গতি-প্রকৃতি তিনি নিজেই এবং পররাষ্ট্রমন্ত্রী লিবারম্যান পর্যবেক্ষণ করছেন। মধ্যপ্রাচ্যে মিসর হচ্ছে ইহুদিবাদী ইসরাইল ও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের সবচেয়ে বিশ্বস্ত ও ঘনিষ্ঠ মিত্র। মিসরে চলমান গণ-আন্দোলন সফল হলে ভূ-রাজনৈতিক ক্ষেত্রে ইসরাইল অনেকটাই সমস্যাগ্রস্ত হয়ে পড়বে বলে মনে করা হচ্ছে।

সেনাবাহিনী গুলি চালাবে না : নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক এক উর্ধ্বতন সেনাকর্মকর্তা বলেছেন, সেনাবাহিনী একজন মিসরীয় নাগরিকের বিরুদ্ধেও গুলি চালাবে না। তিনি বলেছেন, বর্তমান সমস্যার একমাত্র সমাধান হচ্ছে হোসনি মোবারকের পদত্যাগ। ওই সেনাকর্মকর্তার বরাত দিয়ে আলজাজিরা টেলিভিশন এ খবর দিয়েছে। কারফিউ বলবৎ থাকলেও সুয়েজ শহরে জনগণের বিরুদ্ধে কোনো ধরনের অ্যাকশনে যায়নি সেনাবাহিনী। তারা সেখানে অনেকটা দর্শকের ভূমিকায় রয়েছেন। কায়রো ও অন্যান্য অনেক শহরেও সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারী লোকজনকে চা ও খাবার সরবরাহ করেছে এবং ট্যাংকের ওপর একসাথে ছবি তুলেছে। এগুলোকে জনগণের প্রতি সেনাবাহিনীর সমর্থনের প্রতীক বলে মনে করা হচ্ছে।

ওবামার প্রতিক্রিয়া

মোবারকের ভাষণের পর এক প্রতিক্রিয়ায় মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, জনগণের অধিকারের প্রতি মিসরের প্রেসিডেন্টের সম্মান দেখানো উচিত। তিনি বলেছেন, তিনি মিসরের রাজনৈতিক সঙ্কট নিয়ে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের সাথে টেলিফোনে কথা বলেন। বিক্ষোভ নিয়ন্ত্রণে সহিংসতার আশ্রয় না নেয়ার জন্য তিনি মোবারকের প্রতি আহ্বান জানান। দেশটিতে রাজনৈতিক সংস্কারের জন্য সুনির্দিষ্ট পদক্ষেপ নেয়ার জন্যও তিনি মোবারকের প্রতি আহ্বান জানান। মিসরের সার্বিক পরিস্থিতি নিয়ে ওবামা শুক্রবার রাতে হোসনি মোবারকের সাথে আধা ঘণ্টা টেলিফোনে কথা বলেন।

আল বারাদি গৃহবন্দী

মিসরের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের নেতা ও নোবেল শান্তি পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ এল বারাদিকে কায়রোয় গৃহবন্দী করা হয়েছে। এর আগে বারাদি গণবিক্ষোভের প্রতি সমর্থন জানিয়ে রাজপথে নামতে গেলে পুলিশ বাধা দেয়। হোসনি মোবারককে অবশ্যই সরে দাঁড়াতে হবে বলে মন্তব্য করেন এল বারাদি। ফ্রান্সটোয়েন্টিফোর নামের একটি টেলিভিশনকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি এ মন্তব্য করেন। এল বারাদি বলেন, 'প্রেসিডেন্ট মিসরের জনগণের বার্তা বুঝতে পারছেন না। তার ভাষণ হতাশাজনক।

www.pathagar.com

মোবারকের শাসনের পতন না হওয়া পর্যন্ত বিক্ষোভ চলবে, তা আরো তীব্র হবে। প্রেসিডেন্টের উচিত কাল নয়, আজই পদত্যাগ করা। এতেই মিসরের কল্যাণ।' গিজা শহরের একটি মসজিদের পাশে এক চত্বরে পুলিশ এল বারাদির সমর্থকদের ওপর লাঠিচার্জ করেছে। আল বারাদির সমর্থকরা পুলিশের হাত থেকে রক্ষা করার জন্য তাকে ঘিরে রাখলে পুলিশ তাদের লাঠিপেটা করে। এল বারাদি বৃহস্পতিবার কায়রোতে ফিরে আসেন এবং হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে বিক্ষোভে অংশ নেয়ার ঘোষণা দেন।

ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে অভিযান

রাতে 'নিষিদ্ধ' বিরোধী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে পুলিশ অভিযান চালায় বলে খবরে বলা হয়েছে। ইসলামপন্থী সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড এর আগে ঘোষণা দেয়, তারা বিক্ষোভে অংশ নেবে। মুসলিম ব্রাদারহুড তাদের নিজস্ব ওয়েবসাইটে অভিযোগ করেছে, সরকার ইন্টারনেট আর মোবাইল সংযোগ ব্যাহত করেছে, 'যাতে মিসরীয় জনগণের কণ্ঠ বিশ্বের মানুষের কাছে না পৌঁছায়'।

আন্দোলনের ঢেউ ইয়েমেন ও জর্ডানে : একই সাথে সানার মিসরীয় দূতাবাসের সামনে বিক্ষোভকারীরা সাদা পোশাকের পুলিশের বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় বিক্ষোভকারীরা 'বেন আলি দেশ ছেড়েছেন' এবং 'তিউনিসিয়ার পতন হয়েছে, এরপর মিসর এবং তার পরের বার ইয়েমেন' বলে স্লোগান দিতে থাকেন। জর্ডানের রাজধানী আম্মানে মিসর দূতাবাসের সামনে কয়েক হাজার লোক মোবারক সরকারবিরোধী বিক্ষোভে অংশ নেন।

মোবারকের পক্ষে আবদুল্লাহ : প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করেছেন সৌদি বাদশাহ আবদুল্লাহ। একই সাথে মিসরের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিনষ্ট করায় বিক্ষোভকারীদের সমালোচনাও করেন তিনি। রাষ্ট্রীয় বার্তা সংস্থা সৌদির এসপিএ গতকাল এ তথ্য জানিয়েছে। রোববার সকালে বাদশাহ আবদুল্লাহ মরক্কো থেকে মোবারককে টেলিফোন করেন বলে ওই প্রতিবেদন সূত্রে জানা যায়। টেলিফোনে আলাপকালে তিনি মতপ্রকাশের স্বাধীনতার নামে মিসরের নিরাপত্তা ও স্থিতিশীলতা বিঘ্নিত করায় অবাঞ্ছিত অনুপ্রবেশকারীদের সমালোচনা করেন। এ সময় তিনি আরো বলেন, 'যেকোনো মূল্যে সৌদি আরব মিসরের সরকার ও জনগণের পাশে দাঁড়াবে'।

ইরানের আহ্বান : জনগণের দাবি মেনে নিতে মিসর সরকারের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইরান। ইরানের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের মুখপাত্র রমিন মেহমানপারাস্ত বলেছেন, তেহরান প্রত্যাশা করে মিসরের রাজনৈতিক নেতারা জনগণের অধিকার ও দাবির প্রতি গুরুত্ব দিয়ে সেগুলো মেনে নেবেন। এ ছাড়া পুলিশ ও নিরাপত্তা বাহিনী দিয়ে জনগণের গণতান্ত্রিক আন্দোলন স্তব্ধ করার মতো চিন্তা থেকেও বিরত থাকবে মিসর সরকার। তিনি বলেন, মিসরজুড়ে যে ইসলামি পুনর্জাগরণের ঢেউ উঠেছে, তা স্তব্ধ করার জন্য নির্যাতনের পথ বেছে নেয়া কোনোভাবেই গ্রহণযোগ্য হতে পারে না।

জাপানের সতর্কতা জারি : উত্তেজনাপূর্ণ মিসরে ভ্রমণে গতকাল সতর্কতা জারি করেছে

www.pathagar.com

জাপান সরকার। মিসরে হাজার হাজার বিক্ষোভকারীর সাথে সরকারি বাহিনীর সংঘর্ষের ঘটনা অব্যাহত থাকায় ভ্রমণকারীদের মিসর সফর বাতিল করার পরামর্শ দেয়া হয়েছে। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় থেকে বলা হয়েছে, মিসরের কোথাও ভ্রমণ অথবা অবস্থানের পরিকল্পনা থাকলে নিরাপত্তাহীনতার কারণে বাতিল করার জন্য ভ্রমণকারীদের সতর্ক করা হচ্ছে।

আন্দোলনের সূত্রপাত : তিউনিসিয়ার গণবিক্ষোভে অনুপ্রাণিত হয়ে প্রেসিডেন্ট মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে তার বিরোধীরা সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেসবুক ও টুইটারে সংগঠিত হয়ে গত মঙ্গলবার থেকে দেশে বিক্ষোভ শুরু করে। শুক্রবার সুয়েজ, আলেক্সান্দ্রিয়া, ইসমাইলিয়াসহ বড় শহরগুলোতে গণবিক্ষোভ ব্যাপক আকার ধারণ করে। বিক্ষোভকারীদের ঠেকাকে পুলিশ রাবার বুলেট, কাঁদানে গ্যাস ও জলকামান ব্যবহার করে। অন্তত এক হাজার বিক্ষোভকারীকে গ্রেফতার করা হয়। 'তীব্র আন্দোলনের জুমাবার' ঘোষণা দিয়ে বিক্ষোভে নামেন জনতা। 'সরে যাও, সরে যাও, হোসনি মোবারক'– বলে স্লোগান দেন তারা। সুয়েজ নগরীর কেন্দ্রস্থলে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ বাধে। মানসুরা, আসওয়ান, মিনিয়া, আসুইত ও সিনা উপদ্বীপের আল আরিশে বিক্ষোভকারীদের সাথে পুলিশের সংঘর্ষ হয়। বিক্ষোভকারীরা কায়রোয় ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির সদর দফতর ও অন্যান্য শহরে শাখা কার্যালয়গুলোতে আগুন ধরিয়ে দেন। বিক্ষোভ প্রবল হচ্ছে দেখে সরকার ইন্টারনেট সংযোগ বন্ধ করে দেয়।

কারজাভির আহ্বান : বিখ্যাত ইসলামিক স্কলার ড. ইউসুফ আল কারজাভি বলেছেন, মিসরে হোসনি মোবারক শাসনামলের পতনের সূচনা হয়েছে। জাতীয় প্রতিষ্ঠানে হামলা না করার জন্য তিনি বিক্ষোভকারীদের প্রতি আহ্বান জানান।

কায়রোয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ে হামলার সময় তিন বিক্ষোভকারী নিহত হয়েছেন। বিক্ষোভকারীরা রাতে কারফিউ উপেক্ষা করে কায়রো ও আলেক্সান্দ্রিয়ার রাজপথে নেমে আসেন। সেনাবাহিনী অবশ্য বলেছে, কেউ কারফিউ ভাঙলে বিপজ্জনক হতে পারে। দেশের গোলযোগপূর্ণ সব জায়গায় নিরাপত্তাব্যবস্থা বাড়ানো হয়েছে। বিখ্যাত ব্যবসায়ী ও প্রেসিডেন্টের পুত্রের বিশ্বস্ত সহযোগী আহমেদ এজ ক্ষমতাসীন দল থেকে পদত্যাগ করেছেন। ব্রাদারহুড এক বিবৃতিতে মিসরে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছে। দেশটির কেন্দ্রীয় ব্যাংক এক বিবৃতিতে বলেছে, আজ রোববার দেশটিতে সব ব্যাংক বন্ধ থাকবে।

কারফিউ উপেক্ষা করে গণবিস্ফোরণ

গণবিক্ষোভে উত্তাল হয়ে উঠেছে মিসর। প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতনের দাবিতে লাখ লাখ লোক মিসরজুড়ে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। বিক্ষোভকারী জনতা ক্ষমতাসীন এনডিপি পার্টির সদর দফতর ও পররাষ্ট্রমন্ত্রণালয়সহ বেশকিছু ভবনে আগুন ধরিয়ে দেয়। বিক্ষোভকারীদের দমাতে কারফিউও জারি করা হয়। বিকেলে রাস্তায় সেনাবাহিনীও নামানো হয়।

বিকেলে সামরিক যানও রাস্তায় দেখা যায়। সামরিক গাড়ি দেখে জনতা সেনাবাহিনীর

www.pathagar.com

সমর্থন কামনা করে স্লোগান দিতে থাকে। কায়রোয়তে জনতা বলতে থাকে, কোথায় সেনাবাহিনী? আসুন, দেখে যান, পুলিশ আমাদের সাথে কি করছে। আমরা সেনাবাহিনী চাই। এরপর পরই পুলিশ তাদের ছত্রভঙ্গ করার জন্য কাঁদানে গ্যাস নিক্ষেপ করে।

এ বিক্ষোভ চলাকালে এ পর্যন্ত মোট সাতজন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছে। নিহতদের পাঁচজন বিক্ষোভকারী ও দু'জন পুলিশ সদস্য। মানবাধিকার পর্যবেক্ষণ সংস্থা জানায়, মিসরের রাজধানী কায়রো, সুয়েজ, আলেকজান্দ্রিয়া ও অন্যান্য নগরীতে গণবিক্ষোভে আট বিক্ষোভকারী ও এক পুলিশ সদস্য নিহত হয়েছে।

মুসলিম ব্রাদারহুডের ঘোষণা : মিসরের বৃহত্তম বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুড বৃহস্পতিবার ঘোষণা করে, শুক্রবারের বিক্ষোভ-সমাবেশে তারাও অংশ নেবে। এর পরপরই ব্রাদারহুডের সদস্যদের গ্রেফতারের অভিযান শুরু হয়। দলটির আইনজীবী আবেদেল মোনাইম আবদেল মাকসুদ জানান, গত বৃহস্পতিবার রাতে অভিযান চালিয়ে মুসলিম ব্রাদারহুডের কমপক্ষে ২০ সদস্যকে গ্রেফতার করা হয়েছে।

তাহরির স্কয়ারে হিলারি : এ দিকে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন মিসর সরকারের প্রতি গণতান্ত্রিক আচরণের আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি ইন্টারনেট ও মোবাইল যোগাযোগ ব্যবস্থায় কোনো প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করার আহ্বান জানান। জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব বান কি মুন সহিংসতার আশ্রয় না নেয়ার জন্য মিসরীয় নেতৃবৃন্দ ও জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

মোবারককে নিয়ে সংশয়ে যুক্তরাষ্ট্র

এ দিকে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে নিয়ে আস্থা-অনাস্থার দোলাচলে যুক্তরাষ্ট্রের কর্মকর্তারা। উইকিলিসের ফাঁস করা কূটনৈতিক বার্তায় এ কথা বলা হয়েছে। যুক্তরাষ্ট্র এখনো মিসরকে অন্যতম স্থায়ী ও গুরুত্বপূর্ণ মিত্র দেশ হিসেবেই মনে করে।

তবে মিসরের পরবর্তী নেতা নির্বাচন, অর্থনৈতিক সংস্কার ও রাজনৈতিক বিরোধীদের প্রতি কঠোর আচরণে প্রেসিডেন্ট মোবারকের ওপর হতাশ মার্কিন কর্মকর্তারা।

ওয়াশিংটনে মার্কিন কূটনীতিকদের পাঠানো বার্তায় দেখা গেছে, ওয়াশিংটন এখনো কায়রোকে ইরানের পরমাণু কর্মসূচি, ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মধ্যে শান্তি প্রচেষ্টাকে গতিশীল করা, গাজার ইসলামিক গোষ্ঠী হামাসের সদস্যদেরকে কঠোর পরিস্থিতির মধ্যে রাখা প্রভৃতি বিষয়ে এখনো মিত্র বলে মনে করে।

তা ছাড়া, ইরানের ইসলামিক মৌলবাদের বিরুদ্ধে মিসর উদার মনোভাব বিকাশে কাজ করে।

বিক্ষোভকারীদের দখলে কায়রো

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে অটল বিক্ষোভকারীরা এখনো মিসরের রাস্তাগুলো দখল করে রেখেছেন। রাতে সংস্কারপন্থী নেতা আল বারাদি

www.pathagar.com

তাহরির স্কয়ারে বিক্ষোভকারীদের সাথে যোগ দেন। তিনি হ্যান্ড মাইক নিয়ে বিক্ষোভকারীদের মধ্যে অবস্থান করে মিসরবাসীকে তাহরির স্কয়ারে সমবেত হওয়ার আহ্বান জানান। কায়রোর আকাশপথে জঙ্গিবিমানের টহলও দেখা গেছে।

বিক্ষোভকারীরা সকালেই রাজধানীতে বিক্ষোভের কেন্দ্রস্থল তাহরির স্কয়ারের (স্বাধীনতা চত্বর) নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করেন। সকাল থেকেই হাজার হাজার বিক্ষোভকারী কায়রোসহ মিসরজুড়ে বিক্ষোভ করতে থাকেন। তারা ভাইস প্রেসিডেন্ট ও প্রধানমন্ত্রীর নিযুক্তিকে প্রহসন হিসেবে উল্লেখ করে মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে অটল রয়েছেন এবং দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত রাজপথ ত্যাগ না করার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

পুলিশকে কোথাও দেখা যায়নি। নগরীতে বিপুল সেনসদস্য উপস্থিত থাকলেও তারা বিক্ষোভে কোনো ধরনের হস্তক্ষেপ করছে না। তাহরির স্কয়ারে অনেক বিক্ষোভকারী সেনাবাহিনীর ট্যাংক ও সাঁজোয়া গাড়িতে চড়ে শ্লোগান দিচ্ছে। অনেক সৈন্যকেও মোবারকবিরোধী বিক্ষোভকারীদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন দেখা গেছে।

সেনাবাহিনী সহযোগী হলো : একটি ট্রাক ফাঁকা গোলাবর্ষণ করে জনতাকে ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা করলে জনতা ভয় না পেয়ে সামনে এগিয়ে যায়। তখন একজন কমান্ডার ওই ট্রাকটিকে ঘটনাস্থল ত্যাগ করার নির্দেশ দেন। ট্রাকটি স্থান ত্যাগ করলে হাজার হাজার বিক্ষোভকারী উল্লাসে ফেটে পড়েন। অনেকে ট্যাংকে চড়ে উল্লাস প্রকাশ করে এবং সৈন্যদের জড়িয়ে ধরে।

বেশ ক'টি রাজনৈতিক দল এক যুক্ত বিবৃতিতে সংস্কারবাদী নেতা নোবেল পুরস্কার বিজয়ী ব্যক্তিত্ব মোহাম্মদ আল বারাদিকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করার সুযোগ দেয়ার আহ্বান জানিয়েছে। এছাড়া বিক্ষোভকারীরা স্লোগান দেন– 'মোবারক তোমার জন্য বিমান অপেক্ষা করছে।'

আলজাজিরা বন্ধ : মিসর সরকার কাতারভিত্তিক সম্প্রচারমাধ্যম আলজাজিরার সব ধরনের কার্যক্রম নিষিদ্ধ করেছে। এ ছাড়াও আলজাজিরার লাইসেন্স বাতিল করা হয়েছে ও সম্প্রচারমাধ্যমটির সব কর্মীর কাছ থেকে দেশটিতে তাদের অনুমতিপত্র প্রত্যাহার করা হয়েছে। একই সঙ্গে বিক্ষোভকারীদের সংগঠিত হওয়ার মাধ্যম ফেসবুক টুইটারসহ সকল প্রকার সামাজিক ওয়েবসাইটগুলো বন্ধ করে রাখা হয়। ইতোপূর্বে মোবাইল ফোনের নেটওয়ার্কও বন্ধ করা হয়।

জেল থেকে হাজারো কয়েদির পলায়ন : আলেক্সান্দ্রিয়া, সুয়েজসহ মিসরের বিভিন্ন স্থান থেকে হাজার হাজার কয়েদি কারাগার ভেঙে পালিয়ে গেছে। বিক্ষোভ চলার সময় কায়রো কারাগারের কয়েদিরা নিরাপত্তারক্ষীদের অভিভূত করে কারাগারের দেয়াল ভেঙে পালিয়ে যায়। তবে মুসলিম ব্রাদারহুট প্রধান মুহাম্মদ বদির নিষেধাজ্ঞা থাকার দরুণ সুযোগ থাকা সত্ত্বেও রাজবন্দীরা পালায়নি। পর্যায়ক্রমে আইনের মাধ্যমে ৩০ হাজার নেতা-কর্মীদের মুক্তির আশ্বাস দেন তিনি।

ধনীরা পালাচ্ছেন : অব্যাহত বিক্ষোভের মধ্যে ধনী মিসরীয় ও আরব ব্যবসায়ীরা রাজধানী ছাড়ছেন। ইতোমধ্যে ১৯টি ব্যক্তিগত বিমানযোগে ব্যবসায়ীদের পরিবার ও অর্থসম্পদ নিয়ে দুবাই চলে যান। মিসরের অর্থনীতির ৭২ শতাংশ নিয়ন্ত্রিত হয় বেসরকারি মাধ্যমে এবং অনেকেই সৃষ্ট পরিস্থিতির সুযোগ নিতে পারে বলে আশঙ্কা

www.pathagar.com

করা হচ্ছে। এ ছাড়া অনেক ব্যবসায়ী সরকারি দলের সাথে সম্পর্ক ছিন্ন করারও ঘোষণা দিচ্ছেন।

সেনাবাহিনীর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ : বিভিন্ন দেশের অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে, লাখো বিক্ষোভকারীর উপস্থিতিতে স্বৈরাচারবিরোধী আন্দোলন তুঙ্গে উঠলে আতঙ্ক নিয়ে উপস্থিত হয় সেনা ট্যাংক। সাধারণভাবে প্রায় সব জায়গায় এ দৃশ্য দেখা গেলেও মিসরে কিছুটা ভিন্নতা লক্ষ করা যাচ্ছে। বিক্ষোভের প্রতি সহনশীলতার পরিচয় দিয়ে সামরিক বাহিনী প্রমাণ করেছে তারা মিসরীয় সমাজকে শ্রদ্ধা করে এবং তারা এ সমাজেরই অংশ। আর এ পরিস্থিতিই চলমান সংকটে সেনাবাহিনীকে কিংমেকারে পরিণত করেছে। অনেকেই মনে করছেন, জনপ্রিয়তা অটুট রেখেই সেনাবাহিনী আইনশৃঙ্খলা প্রতিষ্ঠার চ্যালেঞ্জ মোকাবেলা করতে পারবে।

বিচারপতিরাও বিক্ষোভে যোগ দিলেন : কয়েকশ বিচারপতি তাহরির স্কয়ারে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে ঐকমত্য পোষণ করেন। তারা দ্রুত মোকাবককে ক্ষমতা ত্যাগ করার জন্য চাপ প্রয়োগ করতে থাকেন।

লাগাতার ধর্মঘটের ডাক

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগ দাবিতে বিক্ষোভে বিক্ষোভে মিসর এখনো উত্তাল। তারা শুক্রবারের মধ্যে মোবারককে দেশত্যাগ করতে বলেছে। সোমবার থেকে লাগাতার ধর্মঘট শুরু হয়েছে। শক্তি প্রদর্শনের জন্য মঙ্গলবার রাজধানী কায়রোর আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল তাহরির স্কয়ারে ১০ লাখ লোকের সমাবেশের আহ্বান জানানো হয়েছে। তবে মিসর ও বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে 'স্থিতিশীলতা' বজায় রাখার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট মোবারক সরকারের সমালোচনা বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে ইসরাইল।

ঈদ মোহাম্মদ নামের একজন বিক্ষোভকারী ও সংগঠক বলেন, 'সারা রাত ধরে আলোচনায় সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে যে, মঙ্গলবার ১০ লাখ মানুষের মিছিল করা হবে। এ ছাড়া আমরা অনির্দিষ্টকালের জন্য সাধারণ ধর্মঘট করারও সিদ্ধান্ত নিয়েছি।' খালের শহর সুয়েজের শ্রমিকরা রোববার রাতে প্রথম এই ধর্মঘট আহ্বান করেন।

মোহাম্মদ ওয়াক্ত নামের অন্য এক বিক্ষোভকারী জানান, 'আমরা সুয়েজের শ্রমিকদের সাথে যোগ দেবো এবং যত দিন পর্যন্ত আমাদের দাবি মানা না হচ্ছে তত দিন আমরা এই ধর্মঘট অব্যাহত রাখব।

মিসরে গণবিক্ষোভ গতকাল সপ্তম দিবসে গড়িয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনীর সাথে সংঘর্ষে ১৫০ জন নিহত হয়েছেন। রাজপথে সেনা ও ট্যাংক মোতায়েন রয়েছে। আকাশে জঙ্গিবিমান ও হেলিকপ্টার টহল দিচ্ছে। তবে বিক্ষোভকারীদের সাথে সৈন্যদের বিরোধ বা সংঘর্ষ হয়নি, বরং তাদের মধ্যে সহাবস্থানের মনোভাব দেখা গেছে। অনেক স্থানে বিক্ষোভকারীদের সাথে সৈন্যদের খাবার ভাগাভাগি করে নিতে দেখা যায়। হাজার হাজার বিক্ষোভকারী রাজধানীর তাহরির স্কয়ারে অবস্থান নিয়েছে। তাদের মধ্যে কেউ কেউ কারফিউ উপেক্ষা করে তাঁবু খাটিয়ে রাত যাপন করছেন। কায়রোর

www.pathagar.com

রাস্তায় পুলিশের উপস্থিতি আবার দেখা গেলেও তারা মূলত যানবাহন চলাচল নিয়ন্ত্রণের কাজ করছিল।

এল বারাদি বিক্ষোভকারীদের সাথে যোগ দিলেও আন্দোলনের নেতৃত্ব এখনো পরোক্ষভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের হাতেই রয়েছে। জেলখানা থেকে যেসব কয়েদি পালিয়ে গিয়েছিল তাদের মধ্যে ব্রাদারহুডের ৩০ জন নেতা রয়েছেন বলে মিথ্যা অভিযোগ করা হয়। ব্রাদারহুড সংগঠনের নেতা ইসাম আল ইরিয়ান ও সাদ আল কাটাটনিও জনতার সামনে বক্তৃতা করেন।

প্রেসিডেন্ট মোবারক বিক্ষোভকারীদের দমাতে দেশব্যাপী কারফিউ জারি করলেও বিক্ষোভকারীরা তা অমান্য করে বিক্ষোভ করছে।

বিক্ষোভ থামাতে সরকারের কোনো উদ্যোগই কাজে আসছে না। গণতান্ত্রিক সংস্কারের লক্ষ্যে প্রেসিডেন্টের নির্দেশ অনুযায়ী নতুন প্রধানমন্ত্রী ইতোমধ্যে কাজ শুরু করেছেন। বেকারত্ব হ্রাস ও নতুন কর্মসংস্থান সৃষ্টিসহ উন্নয়ন ও সংস্কারের কথা বলে মোবারক ক্ষমতায় টিকে থাকার শেষ চেষ্টা করছেন।

কাতারভিত্তিক সংবাদমাধ্যম আলজাজিরার ছয় সাংবাদিককে আমার খুব কাছ থেকে গ্রেফতার করা হয়েছে। পরে তাদের মুক্তি দেয়া হলেও তাদের সব সরঞ্জাম জব্দ করা হয়েছে।

আল বারাদিকে দায়িত্ব প্রদান : মুসলিম ব্রাদারহুড ও অন্যান্য বিরোধী রাজনৈতিক দল প্রেসিডেন্ট মোবারক সরকারের সাথে সংলাপ চালানোর দায়িত্ব দিয়েছেন মোহাম্মদ এল বারাদিকে। মুসলিম ব্রাদারহুডসহ কয়েকটি দল মিলে ন্যাশনাল কোয়ালিশন ফর চেঞ্জ গঠন করেছে।

সরকার পরিবর্তন : মিসরে নতুন সরকার গঠিত হয়েছে। এতে পুরনো মুখেরই প্রাধান্য রয়েছে। তবে অর্থমন্ত্রী ইউসুফ বুট্রোস ঘালির স্থলাভিষিক্ত হয়েছেন জাওলাত আল মালাত। একটি সূত্র জানায়, নতুন অর্থমন্ত্রী অডিট অফিসে দায়িত্বে থাকাকালে দুর্নীতি দমনে ইতিবাচক ভূমিকা রেখে প্রশংসিত হয়েছিলেন। আর নতুন স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হয়েছেন সাবেক কারাগার প্রধান জেনারেল মাহমুদ ওয়াজদি। বিক্ষোভকারীদের প্রথম দাবি ছিল স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবিব আল আলদির পদত্যাগ। নতুন মন্ত্রিসভায় মোবারক তার দীর্ঘ দিনের প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল হোসেইন তানতাভিকে বহাল রেখেছেন এবং সেই সাথে উপপ্রধানমন্ত্রীর বাড়তি দায়িত্বও দিয়েছেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ আবুল ঘেইটকেও বহাল রাখা হয়েছে। তবে মন্ত্রিসভায় মিসরে শ্রদ্ধাভাজন কয়েকজনকেও নেয়া হয়েছে। তাদের মধ্যে রয়েছেন সাহিত্যব্যক্তিত্ব জাবের আসফুরকে সংস্কৃতিবিষয়ক মন্ত্রী। মোবারক ইতঃপূর্বে আহমদ শফিককে প্রধানমন্ত্রী পদে নিযুক্ত করেছিলেন। মোবারক জেনারেল মুরাদ মোয়াফিকে দেশের নতুন গোয়েন্দা প্রধান হিসেবে নিয়োগ দিয়েছেন। রাষ্ট্রীয় মালিকানাধীন পত্রিকা *আল আহরাম* জানায়, সদ্যনিয়োগপ্রাপ্ত গোয়েন্দাপ্রধান মুরাদ সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান ওমর সুলাইমানের স্থলাভিষিক্ত হলেন। সাবেক গোয়েন্দাপ্রধান সুলাইমান শনিবার ভাইস প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেন। মিসরের অর্থনীতিতে মারাত্মক প্রভাব পড়ছে। নিত্যপণ্যের সরবরাহও হ্রাস পাচ্ছে। বিশ্ববাজারেও মিসরের রাজনৈতিক উত্তাপ অনুভূত হচ্ছে।

www.pathagar.com

তেলের দাম গতকাল ব্যারেলপ্রতি দাঁড়ায় ১০০ ডলার। মোবারক রোববার আলোচনার জন্য রাজনৈতিক দলগুলোর প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন। তিনি বলেন, এ ধরনের আলোচনায় গণতান্ত্রিক অগ্রগতি সাধিত হবে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে তিনি অর্থনৈতিক দুর্দশার কথা জানিয়ে শান্তিপূর্ণভাবে বিক্ষোভ করারও আহ্বান জানান।

ইসরাইলের সমর্থন : পশ্চিমা নেতাদের বেশির ভাগ মোবারক সরকারের বিপক্ষে অবস্থান নিলেও ইসরাইল চাচ্ছে তাকে রক্ষা করতে। দৈনিক *হারেটজ* পত্রিকা গতকাল জানায়, মিসর ও বৃহত্তর মধ্যপ্রাচ্যে 'স্থিতিশীলতা' বজায় রাখার স্বার্থে প্রেসিডেন্ট মোবারক সরকারের সমালোচনা বন্ধ করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপের প্রতি জরুরি তারবার্তা পাঠিয়েছে ইসরাইলি পররাষ্ট্র দফতর। মোবারক সরকারের প্রতি ইসরাইলের এই সমর্থন প্রকাশ বিক্ষোভকারীরা কিভাবে নেবে তা এখনো জানা যায়নি। আলজাজিরা রোববার জানায়, ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু মিসরের চলমান পরিস্থিতি উদ্বেগের সাথে পর্যবেক্ষণ করছেন। উল্লেখ্য, মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলোর মধ্যে মিসরই ইসরাইলের সবচেয়ে ঘনিষ্ঠ। অনেক ইসরাইলি মনে করছেন, ১৯৭৯ সালে ইরান বিপ্লবের প্রতি তদানীন্তন মার্কিন প্রেসিডেন্ট জিমি কার্টারের মতো করেই মিসর নিয়ে বারাক ওবামা ভাবছেন। ইসরাইল মনে করছে, মিসরে বিক্ষোভকারীরা জয়ী হলে ক্ষমতা চূড়ান্তভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের হাতেই যাবে। আর তাতে ইসরাইলের বেশ সমস্যা হবে। মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন নিয়মতান্ত্রিকভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরের আহ্বান জানিয়েছেন। সাবেক ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী টনি ব্লেয়ার বলেছেন, মিসরে রাজনৈতিক পরিবর্তন অনিবার্য। সিনিয়র একজন মার্কিন কর্মকর্তার উদ্ধৃতি দিয়ে ফ্রান্স ২৪ টেলিভিশন চ্যানেল জানায়, প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার জাতীয় নিরাপত্তা সহকারীগণ মনে করেন, মোবারকের সময় শেষ হয়ে গেছে।

বিক্ষোভে আরব লীগ মহাসচিব

সকাল থেকেই দলে দলে মানুষ তাহরির স্কোয়ারে জমায়েত হতে থাকে। জুমার নামাজের আগেই তাহরির স্কোয়ার ও এর আশপাশ এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। বিক্ষোভকারীরা 'মোবারক নিপাত যাক', 'আজ শেষ দিন', 'মিসর আজ মুক্ত' প্রভ"তি স্লোগান দেয়। ১১ দিন ধরে চলা আন্দোলনের সফল পরিণতির জন্য জুমার দিনটিকে মোবারকের 'বিদায় দিবস' নির্ধারণ করা হয়।

এদিকে আরব লিগের মহাসচিব ও মিসরের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী আমর মুসাও আন্দোলনে শরিক হন। তিনিও মিসরের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হতে চান। আমর মুসা বলেন, মোবারক শিগগিরই পদত্যাগ করবেন বলে মনে হয় না। তিনি বলেন, আমার মনে হয় তিনি আগস্ট পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকবেন।

মিসরের প্রতিটি মসজিদে জুমার নামাজের পর মোবারকের পতন ও আন্দোলন সফল হওয়ার জন্য বিশেষ দোয়া করা হয়। মিসরের আলেমসমাজও আন্দোলনের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনেকেও আন্দোলনে শরিক হন।

রাষ্ট্রায়ত্ত আল-আহরাম ছাড়া মিসরের সব প্রিন্ট ও ইলেকট্রনিক মিডিয়া এখন

www.pathagar.com

আন্দোলনকারীদের পক্ষে অবস্থান নিয়েছে।

মোবারকের আশঙ্কা : এক সাক্ষাৎকারে মোবারক দাবি করেন, এখনো তার নেতৃত্ব দেশের প্রয়োজন। তিনি বলেন, 'আজ যদি আমি পদত্যাগ করি তবে দেশে বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে'। তিনি আরো জানান, দীর্ঘ সময় ক্ষমতায় থাকার কারণে তিনি চরমভাবে বিরক্ত এবং এখনই পদত্যাগ করতে প্রস্তুত।

পদত্যাগের দাবির প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করা হলে মোবারক বলেন, 'আমার সম্পর্কে লোকে কী বলল, তাতে কিছু যায়-আসে না। এখন পর্যন্ত দেশই আমার কাছে গুরুত্বপূর্ণ।'

এ বিষয়ে তিনি মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামাকে বলেন, 'মিসরীয় সংস্কৃতি এবং এ অবস্থায় আমি পদত্যাগ করলে দেশের পরিস্থিতি কী হবে সে সম্পর্কে আপনার কোনো ধারণা নেই।'

একই সাথে কায়রোর তাহরির চত্বরে সহিংসতার জন্য সরকার দায়ী নয় বলে দাবি করেন তিনি। তিনি এ জন্য বিরোধী মুসলিম ব্রাদারহুডকে দায়ী করেন।

সেনাকর্মকর্তাদের সাথে ভাইস প্রেসিডেন্টের আলোচনা

মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাসাদ থেকে সরানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন দেশটির নতুন ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সামরিক কর্মকর্তারা। মোবারকের প্রতি 'সঠিক সিদ্ধান্ত' গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন ওবামা। তবে মোবারককে এখনই পদত্যাগের কথা বলেননি তিনি।

দেশটির অর্থমন্ত্রী জানিয়েছেন, সরকার বিরোধীদলগুলোকে আলোচনার প্রস্তাব দিয়েছে। জবাবে দেশটির প্রধান বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুড বলেছে, মোবারক পদত্যাগ করলেই কেবল আলোচনা, অন্যথায় নয়। ভেঙে পড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেছেন মোবারক।

মিসরের ব্যাংকগুলো আজ খুলবে। পুঁজিবাজার সোমবার খুলবে বলা হলেও বাস্তবে তা না-ও হতে পারে। সিনাই উপত্যকায় মিসর-ইসরাইল গ্যাস পাইপলাইনে ভয়াবহ বোমা হামলা হয়েছে।

আন্দোলনের দ্বাদশ দিনে তাহরির স্কোয়ারে ছিল লোকে লোকারণ্য। প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধানের পদ ছেড়েছেন। মোবারকের ছেলেসহ পদত্যাগ করেছেন দলটির অন্য শীর্ষ নেতারাও। খবর বিবিসি, রয়টার্স, আলজাজিরা ও তেহরান রেডিও'র।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সামরিক নেতাদের বৈঠক : ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলায়মান ও শীর্ষ সামরিক নেতারা প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে সময় বেঁধে দেয়া এবং কায়রোর প্রেসিডেন্সিয়াল প্রাসাদ থেকে তাকে সরানোর বিষয়ে আলোচনা করেছেন। নাম প্রকাশ না করে ও মিসরীয় কর্মকর্তাদের উদ্ধৃত করে এ খবর নিশ্চিত করা হয়। ওই বৈঠকে যেসব বিষয়ে আলোচনা হয়েছে তার মধ্যে আছে, মোবারককে শারম আল শেখে পাঠানো হবে অথবা তাকে দীর্ঘ মেডিক্যাল চেকআপের জন্য বার্ষিক

www.pathagar.com

চিকিৎসাছুটিতে জার্মানি পাঠানো হবে। তাকে সম্মানের সাথে বিদায় দেয়া হবে। এ সম্মানজনক বিদায়ের ফলে তিনি মিসরের রাজনীতি থেকে অনেকটা 'সমূলে উৎখাত' হবেন।

দলীয় প্রধানের পদ ছেড়েছেন মোবারক

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির প্রধানের পদ ছেড়েছেন। দলটির অন্য শীর্ষ নেতারাও পদত্যাগ করেছেন। শনিবার মিসরের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে বলা হয়েছে, ক্ষমতাসীন দলের প্রধানের পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন হোসনি মোবারক। এ ছাড়া মোবারকের ছেলে গামাল মোবারকসহ অন্য শীর্ষ নেতারাও পদত্যাগ করেছেন। দলটির সেক্রেটারি জেনারেলের পদে সাফায়েত এল-শেরিফের জায়গায় এসেছেন হোসাম বাদরাবি। বাদরাবি দলের পলিটিক্যাল ব্যুরোর প্রধান হিসেবে মোবারকের ছেলেরও স্থলাভিষিক্ত হলেন। দেশটির রাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ ওমর আশুর বলেছেন, 'এটা বেশ গুরুত্বপূর্ণ। বোঝা যাচ্ছে, সরকার দাবি মানতে বাধ্য হচ্ছে। তবে এটা যথেষ্ট নয়।' তিনি জানান, এ পদক্ষেপে বিক্ষোভকারীরা সন্তুষ্ট হবেন না। তাদের একটাই দাবি– প্রেসিডেন্ট পদ ছাড়তে হবে মোবারককে।

'সঠিক সিদ্ধান্ত' গ্রহণের আহ্বান ওবামার : মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের প্রতি 'সঠিক সিদ্ধান্ত' গ্রহণের আহ্বান জানিয়েছেন যুক্তরাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। পাশাপাশি মোবারককে অবিলম্বে ক্ষমতা হস্তান্তরের যে আহ্বান জানিয়েছিলেন, তা-ও পুনর্ব্যক্ত করেন ওবামা। মিসরে চলমান সরকারবিরোধী আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে ওবামা এ আহ্বান জানান। তবে মার্কিন প্রেসিডেন্ট মোবারককে এখনই পদত্যাগের কথা বলেননি।

ওয়াশিংটনে সাংবাদিকদের উদ্দেশে দেয়া বক্তব্যে ওবামা বলেন, 'সমগ্র বিশ্ব তাকিয়ে আছে'। মোবারককে এখনই পদত্যাগের আহ্বান না জানালেও ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া অবিলম্বে শুরুর আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন ওবামা। মোবারকের উদ্দেশে তিনি বলেন, 'জনগণ কী বলছে, তা তার (মোবারক) শোনা প্রয়োজন এবং এ থেকে বিচার-বিবেচনা করে সামনে এগোতে হবে। সেটিই হবে সুশৃঙ্খল, অর্থবহ, সেটিই গুরুত্বপূর্ণ।'

মন্ত্রীদের সাথে মোবারকের বৈঠক : সরকারবিরোধী বিক্ষোভে ভেঙে পড়া অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের চেষ্টায় গতকাল মন্ত্রীদের সাথে বৈঠক করেছেন হোসনি মোবারক। বৈঠকের পর অর্থমন্ত্রী সামির রিদওয়ান জানান, রোববার ব্যাংক খুলবে। তিনি অর্থনৈতিক অবস্থাকে 'অত্যন্ত ভয়ানক' বলে উল্লেখ করেন। প্রেসিডেন্টের সাথে বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন প্রধানমন্ত্রী, অর্থমন্ত্রী, তেলমন্ত্রী এবং বাণিজ্য ও শিল্পমন্ত্রী। বৈঠকে কেন্দ্রীয় ব্যাংকের গভর্নরকে ডাকা হয়। বাণিজ্যমন্ত্রী সামিহা ফৌজি জানান, জানুয়ারিতে রফতানি ৬ শতাংশ কমে গেছে। কয়েক দিন ধরে বন্ধ ছিল ব্যাংক ও পুঁজিবাজার। বিক্ষোভে অনেক শিল্পকারখানাও বন্ধ রাখা হয়। রাষ্ট্রীয় সংবাদ মাধ্যম জানায়, পরিকল্পনা অনুযায়ী সোমবারও পুঁজিবাজার খোলা হবে না।

www.pathagar.com

মিসর-ইসরাইল গ্যাস পাইপলাইনে বোমা : মিসরের উত্তর সিনাই উপত্যকায় একটি গ্যাস পাইপলাইনে বোমা হামলা হয়েছে। ওই পাইপলাইনের সাহায্যে মিসর থেকে ইসরাইলে গ্যাস সরবরাহ করা হতো। মিসরের রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন একজন সরকারি কর্মকর্তার বরাত দিয়ে বলেছে, পরিস্থিতি খুবই ভয়াবহ। তিনি জানান, এক স্থান থেকে অন্য স্থানে বিস্ফোরণ ঘটেই চলেছে। অন্য একটি নিরাপত্তা সূত্র বলছে, গ্যাস পাইপলাইনটি জর্ডান থেকে ইসরাইলে গেছে। এ বিস্ফোরণের ফলে ইসরাইল মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে বলে মনে করা হচ্ছে। স্থানীয়রা জানান, আগুনের লেলিহান শিখা অন্তত ৪০ হাত উঁচুতে উঠেছে। পরিস্থিতি মোকাবেলায় জরুরি ভিত্তিতে সেখানে সেনাবাহিনী পাঠানো হয়েছে। পাইপলাইনে গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে। এ ঘটনা তদন্তে এরই মধ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়েছে। ইসরাইলের মোট গ্যাস চাহিদার ৪০ শতাংশ মিসর সরবরাহ করে। ইসরাইলকে ২০ বছর ধরে গ্যাস সরবরাহ করার জন্য গত ডিসেম্বরে মিসর নতুন করে এক হাজার কোটি ডলারের একটি চুক্তি সই করেছে।

বিক্ষোভের দ্বাদশ দিবস : গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টিতেও কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ অব্যাহত রয়েছে। টানা ১২ দিন ধরে অব্যাহত রয়েছে এ গণবিক্ষোভ। এ দিকে আলেক্সান্দ্রিয়া শহরে বিক্ষোভকারীরা এখন 'মোবারকের পদত্যাগ চাই' স্লোগান পরিবর্তন করে তার বিচারের দাবি জানিয়ে স্লোগান দিচ্ছেন। মেঘাচ্ছন্ন কায়রোর কেন্দ্রস্থলে গুলির শব্দ শোনা গেছে বলে এএফপি খবর দিয়েছে। ইরানের প্রেস টিভি দমকল বাহিনীর গাড়ির নিচে এক ব্যক্তির চাপাপড়া এবং জলকামানবাহী গাড়ি থেকে দুই প্রতিবাদীর লাফিয়ে পড়ার দৃশ্য প্রচার করেছে। মিসরের প্রতিবাদী জনতা যে কতটা বিপদের মধ্যে রয়েছে এসব দৃশ্য থেকে তা ফুটে উঠেছে। এ দিকে ইউরোপীয় জোট গ্রিসের প্রধানমন্ত্রী জর্জ পাপান্দ্রুকে মিসরে পাঠানোর উদ্যোগ নিয়েছে। তিনি প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের কাছে এই জোটের একটি চিঠি হস্তান্তর করবেন বলে কথা রয়েছে।

মোবারকের পদত্যাগের গুজব : মিসরে মার্কিন সমর্থিত স্বৈরশাসক হোসনি মোবারক পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে খবর ছড়িয়ে পড়েছে। মিসরজুড়ে লাখ লাখ মানুষের টানা ১২ দিনের মহাবিক্ষোভের মুখে তিনি এ সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে। পদত্যাগের গুজব ছড়িয়ে পড়ার পর রাজধানী কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে অবস্থানকারী লাখো জনতা গগনবিদারী স্লোগান দিয়ে এ খবরকে স্বাগত জানান এবং আনন্দ-উল্লাসে ফেটে পড়েন। তবে হোসনি মোবারক চূড়ান্তভাবে পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবেন না বলে ঘোষণা দেন। নেদারল্যান্ডসের একটি টেলিভিশনও একজন টুইটার ব্যবহারকারীর বরাত দিয়ে মোবারকের পদত্যাগের খবর দিয়েছে। লন্ডনের *গার্ডিয়ান*ও এমন খবর পরিবেশন করেছে। এ ছাড়া মোবারক সরকারের দুই মন্ত্রী দেশ ছেড়ে পালানোর সময় গ্রেফতার হয়েছেন। তবে নিরপেক্ষ কোনো সূত্র থেকে এ খবর নিশ্চিত হওয়া যায়নি।

প্রধানমন্ত্রী বললেন– মোবারক থাকুন : মিসরের প্রধানমন্ত্রী আহমেদ শফিক বলেছেন, বাস্তবতার পরিপ্রেক্ষিতে প্রেসিডেন্টের চলে যাওয়া ঠিক হবে না। বিবিসিকে আহমেদ শফিক বলেন, মঙ্গলবার প্রেসিডেন্ট মোবারক সেপ্টেম্বরের নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা না

www.pathagar.com

করার যে ঘোষণা দিয়েছেন, এটিই তার ক্ষমতা থেকে সরে দাঁড়ানোর শামিল। তিনি বলেন, 'সেই ঘোষণার পর কার্যত প্রেসিডেন্ট ইতোমধ্যে সরেই গেছেন। কিন্তু এই ৯ মাস তাকে আমাদের প্রয়োজন।'

প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে লড়বেন বারাদি : শান্তিতে নোবেলজয়ী আল বারাদি বলেছেন, মিসরের জনগণ যদি চান তবে তিনি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেবেন। এর আগে অস্ট্রিয়ার একটি সংবাদপত্রে খবর প্রকাশিত হয়, আল বারাদি মিসরের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেবেন না।

এই প্রতিবেদন প্রত্যাখ্যান করে শুক্রবার আল বারাদি প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নেয়ার ব্যাপারে তার আগ্রহ ব্যক্ত করেন। আলজাজিরাকে দেয়া টেলিফোন সাক্ষাৎকারে আল বারাদি অস্ট্রিয়ার সংবাদপত্রে প্রকাশিত প্রতিবেদন সম্পর্কে বলেন, 'এটি সত্য নয়। মিসরের জনগণ যদি পরিবর্তনের এই ধারা চালিয়ে যেতে আমাকে পাশে চান তবে আমি তাদের হতাশ করব না।' তবে অবাধ ও নিরপেক্ষ নির্বাচনের ক্ষেত্র তৈরি হলেই কেবল তিনি নির্বাচনে অংশ নেবেন।

বিপাকে বিদেশীরা : এ পরিস্থিতিতে মিসরে অবস্থানরত বিদেশীরা 'ভয়ানক' পরিস্থিতির শিকার হচ্ছেন। মিসরীয়দের ধারণা, লুটপাটের সাথে বিদেশীরাই জড়িত। এ সন্দেহ থেকে আক্রোশের শিকার হচ্ছেন বিদেশীরা। এর শিকার হয়ে এক বিদেশী মারা গেছেন বলেও জানা গেছে। ধারণা করা হচ্ছে, তিনি ভারতীয়। কী সরকার পক্ষের, কী বিরোধী পক্ষের– সবাই বিদেশীদের দেখলেই সন্দেহ করছেন। এ পরিস্থিতিতে এরই মধ্যে অনেক দেশ তাদের নাগরিকদের সরিয়ে নিয়েছে। কেনিয়া, নাইজেরিয়া ও থাইল্যান্ড রাষ্ট্রীয় বিমান পাঠিয়ে তাদের অনেক নাগরিককে সরিয়ে নেয়। বর্তমান অবস্থায় ওই দেশে যেকোনো অপরাধের জন্য বিদেশীকে দায়ী করা হচ্ছে। ফলে মিসর ছাড়ছে প্রবাসীরাও।

গাড়িতে পিষ্ট হয়ে নিহত ১৪ : আন্দোলনের কেন্দ্রভূমি তাহরির স্কোয়ারের কাছে হঠাৎ একটি গাড়ি জনতার ওপর উঠে গেলে ১৪ জন নিহত হন। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, আবদুল মুনিম রিয়াদ এলাকায় শুক্রবার রাত ১টা ২০ মিনিটে হঠাৎ একটি গাড়ি বিক্ষোভকারীদের ওপর উঠে যায়। এতে ঘটনাস্থলেই ১৪ জন মারা যান। আলজাজিরা টেলিভিশনে সরাসরি ঘটনাটি দেখানো হয়। বিক্ষোভকারীরা জানান, আন্দোলনের তোড়ে খেই হারিয়ে ফেলা সরকার বিরোধীদের ছত্রভঙ্গ করার হীন উদ্দেশ্যে ন্যক্কারজনক ঘটনাটি ঘটিয়েছে। তারা এ ঘটনার নিন্দা জানান।

দৈনিক ক্ষতি ৩১ কোটি ডলার : মিসরে চলমান রাজনৈতিক সঙ্কটে দৈনিক ৩১ কোটি মার্কিন ডলার ক্ষতি হচ্ছে। ক্রেডিট অ্যাগ্রিকোল ব্যাংক এ তথ্য জানিয়েছে। অর্থনীতিবিদরা বলেছেন, এ বছর মিসরের অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি ৫.৩ ভাগ থেকে ৩.৭ ভাগে নেমে আসবে। ইতোমধ্যেই দেশটিতে নিত্যপ্রয়োজনীয় খাদ্যদ্রব্যের দামও বেড়ে গেছে। মিসরে এখন পর্যটন শিল্পের পুরো মওসুম, যা শেষ হবে মে মাসের শেষ দিকে। কিন্তু বিমান সংস্থাগুলো হাত গুটিয়ে বসে আছে। পর্যটক আসা তো দূরের কথা, বরং মিসর ছেড়েছেন অনেকেই। সুয়েজ খাল যদিও খোলা আছে, ডেনমার্কের বিশ্ববিখ্যাত জাহাজ কোম্পানি এপি মোল্লের মার্সক ক্যানেলের টার্মিনালসহ বেশ কিছু কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে। হাউজিং কোম্পানি লাফার্জও তাদের কার্যক্রম বন্ধ রেখেছে।

www.pathagar.com

গুলিবিদ্ধ সাংবাদিকের মৃত্যু : মিসরে সরকারবিরোধী বিক্ষোভ-সহিংসতা চলাকালে গুলিবিদ্ধ এক সাংবাদিকের মৃত্যু হয়েছে। নিহত সাংবাদিকের নাম আহমেদ মোহাম্মদ মাহমুদ। তিনি মিসরের রাষ্ট্রীয় দৈনিক *আল-আহরামে* কাজ করতেন। তার স্ত্রীর জানিয়েছেন, ২৯ জানুয়ারি নিজের বাসার বারান্দায় দাঁড়িয়ে সহিংসতার চিত্র ধারণের সময় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন মাহমুদ। হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তার মৃত্যু হয়।

দুর্বার 'নীল বিপ্লব'

মিসরের বিক্ষোভকারীরা 'নীল বিপ্লব' চূড়ান্ত পরিণতিতে নিয়ে যেতে আরো দুর্বার আন্দোলন গড়ে তোলার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন। প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে ৮ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আবারো ২০ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা করছেন তারা। সরকারের পক্ষ থেকে বিরোধী দলগুলোর সাথে আলোচনা শুরু হলেও প্রেসিডেন্টকে ক্ষমতাচ্যুত করার আন্দোলন থেকে বিক্ষোভকারীদের কোনোভাবেই সরানো যাচ্ছে না।

প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে চতুর্দশতম দিনের মতো তাহরির স্কোয়ারসহ মিসরজুড়ে বিক্ষোভ চলে। 'নীল বিপ্লব' সফল না হওয়া পর্যন্ত মাঠ ছাড়বেন না বলে বিক্ষোভকারীরা তা সুস্পষ্টভাবে জানিয়ে দিয়েছেন তারা। রাজনৈতিক সংস্কার পরিকল্পনায় বিরোধীদের অন্তর্ভুক্তির প্রস্তাব যথাযথ নয় উল্লেখ করে তারা তা প্রত্যাখ্যান এবং আবারো মোবারকের পদত্যাগের জোরালো দাবি তুলেছেন। সালমা আল তারজি নামে এক কর্মী বলেন, রাজনৈতিক দলগুলো এই আন্দোলন শুরু করেনি। তাই তারা আমাদের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে না। বিক্ষোভকারীরা বিভিন্নভাবে নিজেদের মনোবল চাঙ্গা রাখার চেষ্টা করে যাচ্ছেন।

তা ছাড়া বিক্ষোভকারীরা এই আশঙ্কাও করছে, তারা আন্দোলন ছেড়ে দেয়ামাত্র সরকারি বাহিনী তাদের ওপর নির্মমভাবে নির্যাতন শুরু করবে। এ ব্যাপারে প্রধানমন্ত্রী আহমদ শফিকের প্রতিশ্রুতিতে তারা আশ্বস্ত হতে পারছে না। সাদ শিবাহি নামের এক আন্দোলনকারী জানান, নিরাপত্তা বাহিনীর সদস্যরা চেকপয়েন্টগুলোতে আমাদের চিনে রাখছে। তাদের ভয় পাওয়ার জন্য এটাই যথেষ্ট।

সরকারবিরোধী শীর্ষব্যক্তিত্ব নোবেলজয়ী আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সাবেক প্রধান মোহাম্মদ আল বারাদি বলেছেন, সরকারের সাথে আলোচনা বিশ্বাসযোগ্যতা হারিয়েছে। বৈঠকটি মোবারক ও তার অনুগত সেনাবাহিনীর একটি চালমাত্র। তিনি বলেন, 'আলোচনার প্রক্রিয়া অস্বচ্ছ। এ মুহূর্তে কার সাথে কে আলোচনা করছে তা কেউ জানেন না।' তিনি বিক্ষোভকারী ও সরকারের মধ্যে ব্যাপক আস্থার অভাবের কথাও উল্লেখ করেন। আল বারাদি আরো বলেন, সত্যিকার অর্থে আস্থা প্রতিষ্ঠা করতে চাইলে মিসরের জনগণকে এর সাথে সম্পৃক্ত করতে হবে।

রসায়নে নোবেলজয়ী ও জনপ্রিয় সংস্কারবাদী নেতা আহমদ জুয়েল বলেন, সংবিধান সংস্কার, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার আর রাজবন্দীদের মুক্তি দিতেই হবে। তিনি সরকারের সাথে আলোচনায় বসার সমালোচনা করেন।

এ দিকে আলোচনা নিয়ে টানাপড়েন বৃদ্ধির সাথে সাথে সৈন্যদের সাথেও

www.pathagar.com

বিক্ষোভকারীদের সম্পর্ক কিছুটা উত্তেজনাকর হয়ে পড়ছে। সেনাবাহিনী বিক্ষোভকারীদের অবস্থানস্থল ছোট করার চেষ্টা করায় অনেকে বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠেন। আগামী দিনগুলোতে সেনাবাহিনীর ভূমিকা আরো গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

রোববার বিরোধী দলের সাথে আলোচনাকালে সরকার গুগলের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের বিপণন বিভাগের প্রধান সফটওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার ওয়ায়েল গনিমকে মুক্তি দিয়েছে। আন্দোলন সূচনার অন্যতম এই নায়ককে ২৭ জানুয়ারি থেকে দেখা যাচ্ছিল না। আন্দোলনকারীরা তার মুক্তির দাবিতে অটল ছিল। তাকেই তারা সরকারের সাথে আলোচনায় মুখপাত্র নির্বাচিত করেন।

ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান নিষিদ্ধ সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুডসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের সাথে রোববার বৈঠক করেছেন। তবে তাৎক্ষণিকভাবে অচলাবস্থা নিরসনে কোনো সমঝোতা হয়নি।

সরকারের মুখপাত্র মাগদি রাদি জানান, আগামী মার্চের প্রথম সপ্তাহের মধ্যে সংবিধান ও আইনসভার প্রয়োজনীয় সংশোধন ও পর্যালোচনা করতে বিচারক ও রাজনীতিবিদদের সমন্বয়ে একটি কমিটি গঠনের বিষয়ে উভয় পক্ষের মধ্যে ঐকমত্য প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। এ ছাড়া রাজবন্দীদের চিকিৎসায় অবহেলাসংক্রান্ত অভিযোগ শোনার জন্য একটি অফিস চালু, গণমাধ্যমের ওপর নিয়ন্ত্রণ হ্রাস, নিরাপত্তাজনিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে জরুরি আইন প্রত্যাহার ও বিদেশী হস্তক্ষেপ প্রত্যাখ্যান করার বিষয়ে সমঝোতা হয়েছে। মোবারকের শাসনের বিরুদ্ধে বিক্ষোভরত সব বিরোধী রাজনৈতিক দলের নেতৃবৃন্দ এ আলোচনায় উপস্থিত ছিলেন না। জাতিসঙ্ঘের পরমাণু পরিদর্শন সংস্থার সাবেক প্রধান ও শীর্ষ ভিন্নমতাবলম্বী মোহাম্মদ আল বারাদিকে আমন্ত্রণ জানানো হয়নি।

মুসলিম ব্রাদারহুডের দ্বিতীয় শীর্ষ নেতা মাহমুদ ইজ্জত বলেন, তারা আলোচনা থেকে সরে আসেননি। তবে সতর্ক করে দিয়ে বলেন, চলমান বিক্ষোভ অব্যাহত থাকবে।

তিনি বলেন, দেশে গণবিপ্লব চলছে এবং জনগণের দাবি বৈধ বলে সরকার পক্ষ স্বীকার করে নিয়েছে। জনগণের চারটি দাবির অন্যতম হলো প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ।

মোবারক পদত্যাগ করবেন কি না– এ সম্পর্কিত এক প্রশ্নের জবাবে তিনি বলেন, 'এটি জনগণের চাপের ওপর নির্ভর করছে। আমরা জনগণের সাথে রয়েছি এবং আমাদের সমর্থন অব্যাহত থাকবে।'

সংগঠনের অন্যতম শীর্ষ নেতা ইসাম আল-ইরিন বলেন, 'আমাদের বেশির ভাগ দাবির প্রতি তারা সাড়া দেয়নি। তারা কেবল কিছু দাবির সাথে একমত পোষণ করেছে।'

বৈঠকের পর নোবেলজয়ী মোহাম্মদ আল বারাদির 'ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর চেঞ্জ' দলের সমন্বয়ক মুস্তফা নাগর বলেছেন, বৈঠকটি সাধারণভাবে ইতিবাচক হয়েছে। কিন্তু এটি কেবল একটি প্রক্রিয়ার সূচনা।

এ দিকে মিসরের জীবনযাত্রা কিছুটা স্বাভাবিক হয়ে এসেছে। স্টক এক্সচেঞ্জ বন্ধ থাকলেও বেশ কিছু ব্যাংক দীর্ঘদিন বন্ধ থাকার পর খুলতে শুরু করেছে।

www.pathagar.com

শিক্ষামন্ত্রী জানিয়েছেন, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে আগামী বুধবার কলেজ, বিশ্ববিদ্যালয়সহ সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান খুলে দেয়া হবে। সেনাবাহিনীর ট্যাংক এখনো সরকারি ভবন, দূতাবাস ও গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনাগুলো পাহারা দিচ্ছে। গতকালই নতুন মন্ত্রিসভা প্রথমবারের মতো বৈঠকে বসে। মিসরের মন্ত্রিসভা গতকাল সরকারি কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের জন্য ১৫% বেতন বাড়ানোর ঘোষণা দিয়েছে। এপ্রিল থেকে তা কার্যকর হবে। কিন্তু আন্দোলনকারীরা এটাকে যথেষ্ট মনে করছেন না।

মিসরের গ্র্যান্ড মুফতি আলি জুমা গতকাল আন্দোলনে আহতদের দেখতে হাসপাতালে যান। তিনি শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। তিনি শহীদ পরিবারগুলোকে ধৈর্য ধরার পরামর্শ দেন। গ্র্যান্ড ইমামও বর্তমান পরিস্থিতিতে উদ্বেগ প্রকাশ এবং শহীদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেছেন।

ওবামা আশাবাদী : মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা মিসরে গণতান্ত্রিক উত্তরণের মধ্য দিয়ে আসা ভবিষ্যৎ সরকার যুক্তরাষ্ট্রের সাথে সুসম্পর্ক রেখে কাজ করবে বলে আশা প্রকাশ করেছেন। রোববার মার্কিন সংবাদমাধ্যম *ফক্স নিউজকে* দেয়া এক সাক্ষাৎকারে ওবামা বলেন, 'মুসলিম ব্রাদারহুড' সবচেয়ে সংগঠিত বিরোধী দল হলেও তাদের প্রতি বড় ধরনের জনসমর্থন নেই। তিনি বলেন, 'তাই আমাদের এটি ভাবা গুরুত্বপূর্ণ নয়, আমাদের সামনে কেবল দু'টি বিকল্প আছে– হয় মুসলিম ব্রাদারহুড নয়তো নিপীড়িত জনগণ।

তিনি বলেন, 'মিসরে আমি একটি প্রতিনিধিত্বশীল সরকার চাই এবং আমি মনে করি দেশটিতে নিয়মমাফিক পরিবর্তন হলে সেখানে এমন একটি সরকার আসবে যাদের সাথে আমরা অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে একযোগে কাজ করতে পারব। ওবামা বলেন, কেবল মোবারকই জানেন তিনি শিগগির ক্ষমতা ছাড়বেন কি না। মিসরে যুক্তরাষ্ট্রের বিশেষ দূত ফ্রাঙ্ক উইজনার শনিবার বলেছেন, সেপ্টেম্বরের নির্বাচন পর্যন্ত মোবারক ক্ষমতায় থাকবেন।

মিসরের দিকে মার্কিন নৌবহর : মিসরের দিকে যুক্তরাষ্ট্র কয়েকটি নৌতরী ও সামরিক সরঞ্জাম পাঠিয়েছে। অবশ্য ওয়াশিংটনের কর্মকর্তারা জানিয়েছে, সামরিক হস্তক্ষেপের জন্য নয়, মিসর থেকে আমেরিকানদের সরিয়ে আনতেই এটা করা হচ্ছে।

মোবারক জার্মানিতে যেতে পারেন : *নিউ ইয়র্ক টাইমস* জানিয়েছে, পদত্যাগের লজ্জা এড়াতে স্বাস্থ্য পরীক্ষার দোহাই দিয়ে দীর্ঘমেয়াদে জার্মানিতে চলে যেতে পারেন। জার্মান সরকার অবশ্য এ ব্যাপারে কোনো মন্তব্য করতে অস্বীকার করেছে। তবে রোববার জার্মানির ক্ষমতাসীন দলের একজন সদস্য স্বাস্থ্যগত কারণে মোবারকের জার্মানিতে অবস্থানকে স্বাগত জানিয়েছেন। এতে মিসরের অবস্থা স্বাভাবিক হবে বলেও তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন।

অনড় মোবারক : বিপরীতে অটল বিক্ষোভকারীরা

মিসরে বিক্ষোভকারীরা প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে অটল রয়েছে। আর মোবারকও পদত্যাগ না করার ব্যাপারে অনড় রয়েছেন। ভাইস

www.pathagar.com

প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান তাহরির স্কোয়ার ফাঁকা করার যে হুঙ্কার দিয়েছেন, তাতে আন্দোলনকারীরা আরো ক্ষুব্ধ হয়েছেন।

ষোড়শ দিবসের মতো আন্দোলন চলে। মোবারকের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন অব্যাহত রাখার ব্যাপারে তারা দৃঢ়প্রত্যয় ব্যক্ত করে চলেছেন। তাহরির স্কোয়ার ত্যাগ করার কোনো ইচ্ছাই তাদের মধ্যে দেখা যাচ্ছে না। সকাল থেকেই জনতা তাহরির স্কোয়ারে সমবেত হতে থাকেন। দুপুরের আগেই স্কোয়ারের বেশির ভাগ এলাকা পূর্ণ হয়ে যায়। ক্ষুব্ধ জনতার আরেকটি অংশ সেনাবাহিনীর ব্যারিকেড ভেঙে পার্লামেন্ট ভবনের দিকে যাওয়ার চেষ্টা করেন। সেনাবাহিনী তাদের সরে যাওয়ার অনুরোধ করলেও তারা পার্লামেন্ট ভবনের সামনে অবরোধ অব্যাহত রাখেন।

আন্দোলনকারীরা মিসরজুড়ে কালো দিবস পালন করেন। গত সপ্তাহে এই দিনটিতেই মোবারকসমর্থকরা উট ও ঘোড়ায় চেপে তাহরির স্কোয়ারে আন্দোলনকারীদের ওপর হামলা চালিয়েছিল। বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার নতুন নতুন গ্রুপ আন্দোলনে শরিক হচ্ছে। ডাক, তার ও টেলিযোগাযোগ, বিমান চলাচল প্রভৃতি মন্ত্রণালয়ের কর্মকর্তা-কর্মচারীরা আন্দোলনকারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। তারা কায়রো বিশ্ববিদ্যালয় থেকে মিছিল করে তাহরির স্কোয়ারে যান। ইসমাইলিয়া ও সুয়েজে শ্রমিক ইউনিয়নগুলো হরতাল আহ্বান করে। আরব আইনজীবী পরিষদ প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের বাসভবন ঘেরাও করার কর্মসূচি দিয়েছে। শুক্রবার সাধারণ বিক্ষোভাকারীরাও প্রেসিডেন্টের বাসভবন ঘেরাও করতে যাবেন।

সরকারের সাথে সংলাপ পুরোপুরি ব্যর্থ হয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের মজলিসে শূরার সদস্য ও আরব ডক্টরস ফোরামের মহাসচিব আবদুল মুনিম আবুল ফতুহ বলেন, সংলাপের ব্যাপারে সরকার আন্তরিক নয়। সরকার বরং এটিকে জনগণকে ধোঁকা দেয়ার কাজে ব্যবহার করতে চায়। তিনি বলেন, সংলাপে কোনো অধিকার আদায় হবে না নিশ্চিত হয়েই তারা তা বর্জন করছেন। তিনি বলেন, মোবারকের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সংলাপে তারা যাবেন না।

তিনি বলেন, কেউ যদি সংলাপে যায়, তা তার নিজের ব্যাপার, এর সাথে মুসলিম ব্রাদারহুডের কোনো সম্পর্ক নেই। তিনি সরকারের সংবিধান সংস্কার কমিটিও প্রত্যাখ্যান করে নিরপেক্ষ, সংবিধান বিশেষজ্ঞ ও বিচার বিভাগীয় সদস্যদের নিয়ে নতুন কমিটি গঠনের দাবি জানান। মুসলিম ব্রাদারহুড আবারো জানায়, তারা মিসরে গণতন্ত্র চালু করতে চায়, ক্ষমতা দখলের কোনো ইচ্ছা তাদের নেই। তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দেবে না।

সরকারের নানা উদ্যোগও আন্দোলনকারীদের ঘরমুখী করতে পারছে না। সংবিধান সংশোধনের উদ্যোগের ব্যাপারেও আন্দোলনকারীরা সন্দিহান। তাহরির স্কোয়ারে অবস্থানকারী তরুণ আহমেদ বলেন, 'আমরা তাদের আর বিশ্বাস করি না'। তিনি আরো বলেন, 'তরুণদের ওপর হামলা-নির্যাতনের চিত্র দেখার পর আর নির্যাতন-সহিংসতা হবে না বলে সোলেইমানের দেয়া নিশ্চয়তার ওপর আমরা কিভাবে আস্থা রাখব?' বিক্ষোভকারীরাও সংলাপের ব্যাপারে ইতিবাচক নয়। ড্রাইভার ইউসুফ হোসেইন বলেন, সংলাপ হলো সরকারের টিকে থাকার কৌশল। মোবারকের পদত্যাগ না হওয়া পর্যন্ত কোনো সংলাপ নয়।

www.pathagar.com

গতকাল ৩৪ জন রাজবন্দীসহ কয়েক হাজার লোককে মুক্তি দেয়া হয়েছে। মুক্তিপ্রাপ্তদের কয়েকজন মুসলিম ব্রাদারহুডের সদস্য।

বিশাল সমাবেশ : মঙ্গলবারের বিক্ষোভে কয়েক লাখ লোক যোগ দেন। সংখ্যা বিপুল হওয়ায় তাহরির স্কোয়ার ছাড়িয়ে পার্লামেন্ট ভবন পর্যন্ত বিস্তৃত হয়ে পড়ে সমাবেশ। সশস্ত্র যান নিয়ে এ সময় সেনাবাহিনী পার্লামেন্ট ভবনটি পাহারা দেয়। গত ২৫ জানুয়ারি থেকে সরকারবিরোধী আন্দোলন শুরু হওয়ার পর কায়রোয় মঙ্গলবারই সবচেয়ে বেশি লোকসমাগম হয়। কায়রো ছাড়াও আলেকজান্দ্রিয়াসহ অন্যান্য শহরেও মোবারকবিরোধী বিক্ষোভের খবর পাওয়া গেছে।

সোলেইমানের হুঙ্কার : ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমানের আন্দোলন প্রত্যাহারের আদেশে আন্দোলনকারীরা আরো ক্ষুব্ধ হয়ে উঠেছেন। বিক্ষোভ অবসানের আহ্বানের জবাবে তারা জানান, তার বিদায়ের আগে আমরা ফিরব না। সোলেইমান হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেন, আলোচনা না করলে 'অভ্যুত্থান' হতে পারে এবং তাতে আরো বেশি বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে।

মঙ্গলবার রাতে মিসরীয় সংবাদপত্রগুলোর সম্পাদকদের সাথে আলাপকালে সোলেইমান বলেন, 'যত দ্রুত সম্ভব বিক্ষোভ সমাপ্ত করতে হবে। সরকার তাহরির স্কোয়ারে দীর্ঘমেয়াদি সরকারবিরোধী বিক্ষোভ সহ্য করবে না। সোলেইমান বলছেন, তারা মিসরকে অপমান করছে। তিনি মোবারকের পদত্যাগ দাবি করাকে অবমাননাকর হিসেবেও অভিহিত করেন। তবে তিনি পুলিশ ব্যবহারের আশঙ্কাও নাকচ করে দিয়েছেন।

বৈঠকে উপস্থিত সরকারপন্থী সংবাদপত্র *আল-আহরামের* প্রধান সম্পাদক ওসামা সারায়া পরে জানান, সোলেইমান 'অভ্যুত্থানের' যে হুঁশিয়ারি দিয়েছেন সে প্রসঙ্গে বলেন, তিনি সামরিক অভ্যুত্থানের কথা বলেননি, বরং শক্তিশালী কোনো রাষ্ট্রীয় শক্তি বা ইসলামি গ্রুপের উত্থানের কথা বলেছেন। তবে বিক্ষোভকারীরা এটিকে একটি সতর্ক সঙ্কেত মনে করছেন। তাহরির স্কোয়ারে বিক্ষোভ আয়োজনের পাঁচটি প্রধান যুব গ্রুপ নিয়ে গঠিত কোয়ালিশনের মুখপাত্র আবদুল রহমান সামির বলেন, সোলেইমান 'বিপর্যয়কর পরিস্থিতি' সৃষ্টি করছেন। তিনি বলেন, তিনি সামরিক আইন জারির হুমকি দিয়েছেন, এর অর্থ হলো স্কোয়ারের সবাইকে পিষে ফেলা হবে। তবে তা করা হলে মিসরের অবশিষ্ট সাত কোটি মানুষ এখানে জড়ো হবে।

যুক্তরাষ্ট্রের আহ্বান প্রত্যাখ্যাত : জরুরি আইন দ্রুত তুলে নিয়ে গণতান্ত্রিক সংস্কারকাজ শুরু করার মার্কিন আহ্বান মিসর প্রত্যাখ্যান করেছে। ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান সতর্ক করে বলেন, দ্রুত সংস্কার করা হলে মিসরে 'বিশৃঙ্খলা' আরো ছড়িয়ে পড়তে পারে। হোয়াইট হাউজের এক বিবৃতিতে বলা হয়, মার্কিন ভাইস প্রেসিডেন্ট জো বাইডেন সোলেইমানকে টেলিফোন করে 'দ্রুত' রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের আহ্বান পুনর্ব্যক্ত করেন।

মোবারকের সময় ক্ষেপণের ফাঁদ

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক তার পদত্যাগের দাবিতে সৃষ্ট আন্দোলন দমাতে সময়

www.pathagar.com

ক্ষেপণের ফন্দি আঁটায় 'নীল বিপ্লব' সহিংস হয়ে উঠতে পারে বলে অনেকে আশঙ্কা করছেন। আগামী দুই-তিন দিন মিসরের জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ সময় বলে বিবেচিত হচ্ছে। তবে আন্দোলনকারীরাও নব উদ্যমে আন্দোলন শুরুর প্রত্যয় ব্যক্ত করেছেন।

আগামী শুক্রবার প্রেসিডেন্টের বাসভবন ঘেরাওয়ের কথা ঘোষণা করা হয়েছে। দিনটিকে 'যুদ্ধ দিবস' ঘোষণা করা হয়েছে। তার আগে বৃহস্পতিবার আইনজীবী পরিষদ প্রেসিডেন্টের বাসভবন ঘেরাও করবে। আইনজীবী পরিষদের মহাসচিব জামাল তাজউদ্দিন এ কর্মসূচি ঘোষণা করেন। তাহরির স্কোয়ার এখনো গণতন্ত্রকামীদের দখলে রয়েছে। আন্দোলন পঞ্চদশ দিনে পড়ে। আন্দোলনের ঝিমিয়ে পড়া রোধ করতে নব উদ্যমে নীল বিপ্লব শুরুর ইঙ্গিত মিলেছে। তাহরির স্কোয়ারে সর্বদা কয়েক হাজার বিক্ষোভকারী অবস্থান করছেন। হোসনি মোবারকের পদত্যাগের আগে তারা স্কোয়ার ত্যাগ করবেন না বলে আবারো জানিয়েছেন।

মার্কিন ইন্টারনেট সার্চ ইঞ্জিন গুগলের সিনিয়র নির্বাহী সাইবার কর্মী ওয়ায়েল গনিমের মুক্তির ফলে গণতন্ত্রীদের মধ্যে নতুন করে প্রাণসঞ্চার হয়েছে। তাকে এই আন্দোলনের অন্যতম নায়ক বিবেচনা করা হচ্ছে। সোমবার মুক্তির পর তিনি এক টিভি সাক্ষাৎকারে বলেন, ২৭ ডিসেম্বর রাস্তা থেকে সাদা পোশাকের তিন ব্যক্তি তাকে একটি গাড়িতে উঠিয়ে নিয়ে যায়। তিনি বলেন, আটক রাখার সময় তার সাথে দুর্ব্যবহার করা হলেও নির্যাতন চালানো হয়নি। তিনি ফেসবুকের মাধ্যমে আন্দোলন ছড়িয়ে দেন।

প্রধান বিচারপতিকে তত্ত্বাবধায়ক সরকারপ্রধান করার প্রস্তাব : মিসরের প্রধান বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুড প্রধান বিচারপতিকে প্রধান করে তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছে। প্রস্তাবে তত্ত্বাবধায়ক সরকারের পার্লামেন্ট নির্বাচন এবং পার্লামেন্টের মাধ্যমে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের কথা বলা হয়েছে। দলটি প্রেসিডেন্টের হাতে সর্বময় ক্ষমতা রাখারও বিরোধী। সরকারের আন্তরিকতার ব্যাপারেও দলটি আরো হতাশ হয়ে পড়েছে। তারা মনে করছে, সরকার জনগণকে বিভ্রান্ত করছে। তারা হুঁশিয়ারি উচ্চারণ করে বলেছে, আন্তরিকতার পরিচয় না দিলে তারা সরকারের সাথে আলোচনা বন্ধ করে দিতে পারে। নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ আল বারাদি আবারো সরকারের সমালোচনা করেছেন।

এ দিকে প্রেসিডেন্টের রাজনৈতিক উপদেষ্টা ওসামা আল বাজ আন্দোলনকারীদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। তাহরির স্কোয়ারে হাজির হয়ে তিনি বলেন, এত দিন তিনি স্বাধীনভাবে মত প্রকাশ করতে পারতেন না। এখন তিনি সত্য কথা বলবেন। তিনি সরকার ভেঙে দিয়ে প্রেসিডেন্টকে পদত্যাগ করার আহ্বান জানান।

মোবারকের সময় ক্ষেপণের চেষ্টা : অব্যাহত বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে প্রেসিডেন্ট মোবারক সময় ক্ষেপণ ও নিজেকে সংহত করার চেষ্টা করছেন। তিনি সোমবার সরকারি খাতে ১৫ শতাংশ বেতনভাতা বৃদ্ধির প্রতিশ্রুতি এবং সম্প্রতি সংঘটিত ভয়াবহ সহিংস ঘটনা তদন্তের নির্দেশ দেন।

৮২ বছর বয়সী এ নেতা সোমবার প্রথমবারের মতো তার নতুন মন্ত্রিসভার সদস্যদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। এর মাধ্যমে দৃশ্যত তিনি বোঝাতে চাইলেন, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান নন, তিনিই দেশ চালাচ্ছেন। এ ছাড়া ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর

www.pathagar.com

সোলেইমান জানিয়েছেন, নিয়মতান্ত্রিক পন্থায় ক্ষমতা হস্তান্তর সম্পন্ন করতে মোবারক সংবিধান সংস্কারের জন্য দু'টি কমিটি গঠন করেছেন। একটি কমিটি সংস্কার প্রস্তাব পেশ করবে এবং অন্যটি সেগুলো বাস্তবায়ন করবে। কমিটিতে মুসলিম ব্রাদারহুডসহ বিভিন্ন দলের সদস্য রয়েছেন। এই কমিটি গঠনের মাধ্যমে মোবারক আবারো বোঝাতে চাইলেন, তিনি সেপ্টেম্বর পর্যন্তই ক্ষমতায় থাকতে বদ্ধপরিকর।

গোলযোগের শঙ্কা : তাহরির স্কোয়ার শান্ত থাকলেও যেকোনো মুহূর্তে উত্তেজনা ছড়িয়ে পড়তে পারে বলে অনেকেই আশঙ্কা করেছেন। জনস হফকিনস বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যপ্রাচ্য স্টাডিজের অধ্যাপক ফুয়াদ আজামি বলেন, বিক্ষোভকারীরা এখন সবচেয়ে বিপজ্জনক পর্যায়ে উপনীত হয়েছে। নিরাপত্তা বাহিনী আন্দোলনকারীদের চিনে নিয়েছে। আন্দোলনকারীরা যদি মনে করে থাকে সরকার অনেকখানি বদলে গেছে, তবে ভুল করবে। তখন এই আন্দোলনের নেতারা ভয়াবহ বিপদের মুখে পড়বে। সরকারের শক্তি হ্রাস পায়নি। সরকার তার ক্ষমতা সুসংহত করার চেষ্টা করছে। এ ক্ষেত্রে কিছুটা সফল হলেই সরকার আন্দোলনকারী নেতাদের ওপর তীব্র আক্রোশে ঝাঁপিয়ে পড়বে।

সোলেইমানের ইসরাইল কানেকশন : সাড়াজাগানো ওয়েবসাইট উইকিলিকস মিসরের সাবেক ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমানের সাথে ইসরাইলের সম্পর্কের গোপন তথ্য ফাঁস করেছে? ব্রিটেনের *টেলিগ্রাফ* পত্রিকা ওয়েবসাইটটির ফাঁস করা মার্কিন দূতাবাসের তারবার্তাটি প্রকাশ করে। ২০০৮ সালে পাঠানো ওই তারবার্তায় দেখা যায়, ইসরাইলের প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা ডেভিড হেশাম মার্কিন কর্মকর্তাদের জানান, ইসরাইল আশা করছে প্রেসিডেন্ট মোবারকের স্থানে সোলেইমান ক্ষমতা লাভ করবেন? হেশাম আরো জানান, মিসরের গোয়েন্দা সংস্থার সাথে ইসরাইলি প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের হটলাইন রয়েছে।

তারবার্তায় বলা হয়, ইসরাইল বিশ্বাস করে, মোবারক মারা গেলে কিংবা অসমর্থ হয়ে পড়লে সোলেইমান অন্তত অন্তর্বর্তী প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন। এতে আরো বলা হয়, সোলেইমানকে নিয়ে ইসরাইল অনেক বেশি স্বাচ্ছন্দ্য বোধ করে। সোলেইমান ১৯৯৩ সাল থেকে মিসরের গোয়েন্দাপ্রধান ছিলেন এবং অনেকবারই ফিলিস্তিনি সমস্যা নিরসনের অজুহাতে ইসরাইল সফর করেন। গণ-আন্দোলনের মুখে গত মাসে মোবারক তাকে ভাইস প্রেসিডেন্ট নিযুক্ত করেন।

উল্লেখ্য, মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী হিলারি ক্লিনটন বলেন, মিসরের ক্ষমতা পরিবর্তনের প্রক্রিয়ায় নেতৃত্ব দেয়ার জন্য ওমর সোলেইমান সবচেয়ে যোগ্য ব্যক্তি।

মোবারকের পতন

টানা ১৭ দিনের গণবিক্ষোভের মুখে অবশেষে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের বিদায় নিশ্চিত হয়েছে। বৃহস্পতিবার রাতে তার সামরিক পরিষদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে সরে যাওয়ার কথা। এ রিপোর্ট লেখা পর্যন্ত তিনি পদত্যাগের আনুষ্ঠানিক ঘোষণা না দিলেও গ্রিনিচ সময় ২০ টায় (বাংলাদেশ সময় রাত ২টা) তার ভাষণে এই ঘোষণা দেয়ার কথা। বিক্ষোভকারীরা আজ শুক্রবার দুই কোটি লোকের মহাসমাবেশ করার

www.pathagar.com

ঘোষণা দেয়ার প্রেক্ষাপটে পরিস্থিতি ঘণ্টায় ঘণ্টায় পাল্টাতে থাকে এবং শেষ পর্যন্ত মোবারকের বিদায় নিশ্চিত হয়। তিনি ক্ষমতা ছেড়ে দিয়ে দেশত্যাগ করবেন বলেও জানা যায়। তবে তার গন্তব্য সম্পর্কে সুস্পষ্ট কোনো ধারণা পাওয়া যায়নি। অন্য দিকে সামরিক অভ্যুত্থান হয়েছে কি না তা নিয়ে সংশয়ের সৃষ্টি হয়। বলা হয়, মোবারক তার ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমানের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সোলেইমানের প্রতি জনগণের বিতৃষ্ণা ও সামরিক বাহিনীর চাপে তা হয়নি। মোবারক সামরিক বাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করলেও এটাকে প্রচলিত ধরনের অভ্যুত্থান বলা যায় না। সংবিধানের আওতায় রাজনৈতিক প্রক্রিয়া শুরু হতে যাচ্ছে।

রাষ্ট্রীয় টেলিভিশন জানায়, গতরাতে মোবারক তার অফিসে আলাদা আলাদাভাবে ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ শফিকের সাথে রুদ্ধদ্বার বৈঠকে মিলিত হন। এর পরই তার বিদায়ী ভাষণ দেয়ার কথা ছিল।

মোবারকের পতনের দাবিতে আজ শুক্রবার দুই কোটি লোকের সমাবেশ আহ্বান করা হয়েছিল। গতকাল সকাল থেকেই সারা দেশ থেকে হাজার হাজার লোক রাজধানী কায়রোতে সমবেত হতে থাকে। সন্ধ্যার মধ্যে তাহরির স্কোয়ার ও এর আশপাশের এলাকা জনসমুদ্রে পরিণত হয়। কোনো কোনো হিসেবে বলা হয়, সন্ধ্যায় কায়রোতে ২০ লাখ লোক বিক্ষোভে শামিল হয়েছিল। অন্যান্য শহরেও বিক্ষোভ হচ্ছিল। প্রবল গণজোয়ারের মুখে সেনাবাহিনীও জনগণের কাতারে শামিল হয়। 'জাতিকে রক্ষায়' তারা হোসনি মোবারকের পক্ষ ত্যাগ করে। এর মাধ্যমে সমাপ্ত হয় মোবারকের ৩০ বছরের শাসনকাল।

দুপুর থেকেই মোবারকের পদত্যাগের বিষয়টি ব্যাপকভাবে আলোচিত হতে থাকে। মার্কিন গোয়েন্দা সংস্থা সিআইএ'র উদ্ধৃতি দিয়ে বিভিন্ন সংবাদমাধ্যমে বলা হয়, বৃহস্পতিবার রাতের মধ্যেই মোবারকের পদত্যাগের 'প্রবল সম্ভাবনা' রয়েছে।

তার পর সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের সভায় 'জনগণের ন্যায্য দাবির প্রতি সমর্থন' ব্যক্ত করা হলে মোবারকের ভাগ্যের ফয়সালা হয়ে যায়। বৈঠকের পর একজন মুখপাত্র বলেন, জাতিকে রক্ষার জন্য সুপ্রিম কাউন্সিল প্রয়োজনীয় ও যথাযথ ব্যবস্থা গ্রহণ করবে। এটাকে 'ইসতেহার নম্বর ১' হিসেবে অভিহিত করা হয়। এটাকে অনেকে সামরিক অভ্যুত্থান হিসেবে মনে করেন। কমান্ডার ইন চিফ মোবারকের উপস্থিতি ছাড়াই সভাটিতে অনুষ্ঠিত হয় ও এতে সভাপতিত্ব করেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ হোসেইন তানতাবি। বৈঠককালে টেবিলে প্রায় দুই ডজন শীর্ষ সামরিক কর্মকর্তা কঠোর ভঙ্গিতে অবস্থান করছিলেন। তানতাবির ডানে ছিলেন সামরিক বাহিনীর চিফ অব স্টাফ জেনারেল সামি আনান। বৈঠকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমানও অনুপস্থিত ছিলেন। বৈঠকের পরপরই খবর ছড়িয়ে পড়ে, সামরিক বাহিনী ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমানের কাছে মোবারকের ক্ষমতা হস্তান্তরের উদ্যোগে বাধা প্রদান করেছে। এমনকি সেনাবাহিনী বিমানবন্দরগামী সড়ক বন্ধ করে দিয়েছে বলেও জানা যায়।

এর আগে কায়রো অঞ্চলের সামরিক কমান্ডার জেনারেল হাসান আল রয়েনি তাহরির স্কোয়ারের কেন্দ্রস্থলে হাজার হাজার মানুষের উদ্দেশে বলেন, 'আজ আপনাদের সব

www.pathagar.com

দাবি পূরণ হবে।' এ সময় জনতা 'ভি' চিহ্ন প্রদর্শন ও 'আল্লাহু আকবর' ধ্বনি দেয়। এ সময় অনেকে দাবি করে, আমরা সামরিক শাসন চাই না। নির্বাচিত বেসামরিক সরকার চাই।

অবশেষে মোবারকের পদত্যাগ

অভূতপূর্ব বিক্ষোভের মুখে মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক গতকাল পদত্যাগ করেছেন। দিনভর নানা নাটকীয়তা ও উত্তেজনার মধ্যে ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান রাষ্ট্রীয় টিভিতে মোবারকের পদত্যাগের কথা ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার মাধ্যমে টানা ১৮ দিনের আন্দোলনের সফল পরিণতি লাভ করল। অবসান ঘটলো ৩০ বছরের স্বৈরশাসনের। সোলেইমান জানান, প্রতিরক্ষামন্ত্রী মোহাম্মদ হোসেইন তানতাভির নেতৃত্বাধীন সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে মোবারক ক্ষমতা হস্তান্তর করেছেন। ওমর সোলেইমান, সেনাবাহিনী প্রধান সামি আনানও এই কাউন্সিলের সদস্য।

ওমর সোলেইমান তার সংক্ষিপ্ত বিবৃতিতে বলেন, পরম করুণাময় আল্লাহর নামে বলছি, কঠিন পরিস্থিতি অতিক্রমরত মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক দেশের প্রেসিডেন্টের পদ থেকে পদত্যাগ করার সিদ্ধান্ত নিয়েছেন এবং দেশ পরিচালনার দায়িত্ব প্রদান করেছেন সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলকে।

এর আগে জানানো হয়, মোবারক সপরিবারে ইতোমধ্যে লোহিত সাগরীয় অবকাশ যাপনকেন্দ্র শারম আল শেখে চলে গেছেন। সেখানে তার একটি প্রাসাদ রয়েছে। গতকাল সন্ধ্যায় জানা যায়, হোসনি মোবারক ও তার পরিবার কায়রোর একটি সামরিক বিমান ঘাঁটি থেকে কায়রো ছাড়েন। ক্ষমতাসীন দলের একজন মুখপাত্র মোবারকের কায়রো ত্যাগের কথা নিশ্চিত করেন। আসল খবর হলো, মোবারক বৃহস্পতিবারই স্ত্রী, পুত্রসহ পরিবারের সবাইকে নিয়ে কায়রো ছেড়েছিলেন। তবে তা গোপন রাখা হয়। এমনকি সে দিন তিনি যে ভাষণটি দিয়েছিলেন, সেটি সরাসরি ছিল না, রেকর্ড করা। অবস্থা বেগতিক দেখে তার সরে যাওয়ার কথা প্রকাশ করা হয়। তার শেষ গন্তব্য কোথায় তা তাৎক্ষণিকভাবে জানা যায়নি।

বৃহস্পতিবারই মোবারকের পতন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা গ্রহণের কথাও তখন বলা হচ্ছিল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত রহস্যজনক কারণে মোবারক তার কিছু কর্তৃত্ব ভাইস প্রেসিডেন্টের হাতে দিয়ে টিকে থাকার চেষ্টা চালিয়েছিলেন। কিন্তু তার পদত্যাগের দাবিতে অটল থাকে জনতা। শুক্রবার গোটা মিসরবাসী নেমে আসে রাজপথে। সবার মুখে এক কথা– মোবারককে পদত্যাগ করতেই হবে। এমনকি সোলেইমানের দায়িত্ব গ্রহণও তারা মেনে নেবে না বলে জানায়। এমন এক পরিস্থিতিতে অনেকেই আশঙ্কা করছিলেন, মোবারকের ক্ষমতায় থাকার অর্থই হচ্ছে মিসরে রক্তক্ষয়ী সঙ্ঘাত। সামরিক বাহিনী প্রেসিডেন্টের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলে পরিস্থিতি জটিল হয়ে পড়েছিল।

সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল গতকাল 'ইশতেহার-২' নামে এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের বাসভবনের সামনে মোবারকের সংস্কার পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত

www.pathagar.com

করেন। সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের এই বিবৃতি আন্দোলনকারীদের জন্য একটি বড় ধরনের আঘাত বিবেচিত হয়। বৃহস্পতিবার মোবারকের ভাষণের পর সমগ্র মিসরে প্রচ ক্ষোভ ও হতাশার সৃষ্টি হয়।

গতকাল সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল হোসেইন তানতাভির সভাপতিত্বে সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের সভাশেষে ওই ইশতেহার দেয়া হয়। এতে চলমান অচলাবস্থার অবসান ঘটার সাথে সাথেই জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এতে প্রেসিডেন্ট মোবারকের ক্ষমতা ভাইস প্রেসিডেন্ট সোলেইমানের হাতে হস্তান্তরের বিষয়টিও সমর্থন করা হয়েছে ইশতেহারে। সেই সাথে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনসহ সাংবিধানিক পরিবর্তন এবং জাতিকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ ছাড়াও মিসরে জনগণকে শান্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার আহ্বান জানায় সেনাবাহিনী। সামরিক বাহিনী জনগণের প্রতি স্বাভাবিক কার্যক্রম আবার শুরু করতে বলে।

সামরিক বাহিনীর এই বিবৃতিতে জনতা সন্তুষ্ট হননি। তারা মোবারকের পদত্যাগের আগ পর্যন্ত আন্দোলন সমাপ্ত করবেন না বলে জানিয়ে দেন। গতকাল শুক্রবার দুই কোটি লোকের বিক্ষোভের মাধ্যমে মোবারক যুগের অবসান ঘটাবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করা হয়। আন্দোলনের ১৮তম দিবসে গতকাল বিক্ষোভকারীরা মোবারকের তিন দশকের ক্ষমতায় থাকার প্রতীক বিবেচিত প্রেসিডেন্ট ভবন, পার্লামেন্ট ভবন, রাষ্ট্রীয় রেডিও ও টেলিভিশন ভবনসহ প্রায় সব সরকারি স্থাপনা ঘেরাও জোরদার করে।

সামরিক বাহিনী প্রেসিডেন্ট ভবন পাহারায় রাখে। তবে মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে সমবেত জনতাকে সেনাবাহিনী বাধা দেয়নি। আগের যেকোনো দিনের চেয়ে গতকাল উপস্থিতি ছিল অনেক বেশি। বিক্ষোভে ছাত্র, শিক্ষক, সাংবাদিক, সাহিত্যিক, চলচ্চিত্র শিল্পীসহ সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে যোগ দেন। মোড়ে মোড়ে মোবারকের কুশপুত্তলিকা পোড়ানো হয়। কায়রোতে যানবাহন চলাচল করেনি। কায়রো ছাড়াও আলেক্সান্দ্রিয়া, সুয়েজসহ অন্যান্য শহরেও বিক্ষোভ হয়। আন্দোলনের ভয়াবহতা দেখে ক্ষমতাসীন দলের অনেক সদস্য পদত্যাগ করতে থাকে।

বৃহস্পতিবারও সারা দিন মোবারকের পদত্যাগ নিয়ে চলে নাটকীয়তা। সেনাবাহিনী জনতার দাবি মেনে নেয়ার কথা জানানোর পর মনে হতে থাকে মোবারকের সময় শেষ হয়ে গেছে। এরপর মোবারক ভাষণ দেবেন বলে ঘোষণা দেয়া হয়। জনতা গভীর উৎকণ্ঠা নিয়ে মোবারকের ভাষণ শোনেন। কিন্তু প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ না করার বিষয়টি নিশ্চিত হওয়ার পর তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন।

১৭ মিনিটের বক্তৃতায় তিনি ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমানের কাছে কর্তৃত্ব হস্তান্তর ও সংবিধানের পাঁচটি ধারার সংশোধনের নির্দেশ দেন। তিনি আগামী সেপ্টেম্বরে মেয়াদ পূর্ণ না হওয়া পর্যন্ত ক্ষমতায় থাকার প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, তিনি শান্তিপূর্ণ ও সাবলীলভাবে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চান। বিক্ষোভকারীদের যারা হত্যা করেছে তাদের কঠোর শাস্তি দেয়ার কথাও তিনি ঘোষণা করেন। ১৭ দিন আগে আন্দোলন শুরুর পর থেকে এটি ছিল জাতির উদ্দেশে মোবারকের তৃতীয় ভাষণ।

www.pathagar.com

মোবারকের ভাষণের পরপরই সোলেইমান বিক্ষোভকারীদের বাড়ি ফিরে যেতে এবং ঐক্যবদ্ধভাবে ভবিষ্যতের দিকে এগিয়ে যাওয়ার আহ্বান জানান। তিনি জাতীয় সংলাপ আয়োজনের জন্য একজন ডেপুটি নিয়োগের জন্য প্রধানমন্ত্রীকে নির্দেশ দেন।

মোবারকের ভাষণের পর পার্লামেন্টের স্পিকার আহমদ ফাথিহ্ স্রর রাষ্ট্রীয় নীল টিভিকে বলেন, মোবারক দৈনন্দিন কার্যক্রম পরিচালনার দায়িত্ব সোলেইমানের কাছে হস্তান্তর করেছেন। তিনি বলেন, এগুলোর মধ্যে রয়েছে পুলিশ বাহিনী, স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় ও অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ এজেন্সির তদারকি, অর্থনৈতিক নীতির নিয়ন্ত্রণ। যুক্তরাষ্ট্রে নিযুক্ত মিসরীয় রাষ্ট্রদূত সামেহ শুকরি সিএনএনকে বলেন, এখন ভাইস প্রেসিডেন্টই কার্যত প্রেসিডেন্ট।

মোবারক পদত্যাগ করতে অস্বীকার করবেন, এমনটি শোনার জন্য কেউই প্রস্তুত ছিলেন না। ঘোর কাটতেও কিছু সময় লাগে। তারপরই তারা ক্ষোভে ফেটে পড়েন। ১৫ দিন ধরে তাহরির স্কোয়ারে অবস্থান করা ২২ বছর বয়স্ক মোহাম্মদ খেদর বলেন, এই লোকটির মানুষের কথা শোনার সামর্থ্য নেই। জনগণ তাকে এখনই পদত্যাগ করতে বললেও সে ক্ষমতায় আঁকড়ে থাকতে চায়।

রাতেই সহস্রাধিক বিক্ষোভকারী কায়রোর মধ্যাঞ্চলে হেলিওপলিসে অবস্থিত প্রেসিডেন্ট প্রাসাদ ঘেরাও করে রাখেন। বিক্ষোভকারীদের হত্যাকারীদের শাস্তি দেয়া হবে বলে মোবারক যে ঘোষণা দিয়েছেন, তার প্রতিক্রিয়ায় একজন বলেন, ওই লোকটিই পুলিশের সর্বোচ্চ কমান্ডার। তাই বিক্ষোভকারীদের হত্যার জন্য সেই দায়ী।

তবে শেষ পর্যন্ত ২৫ জানুয়ারি কায়রোতে শুরু হওয়া এই বিক্ষোভে জনতারই জয় হয়।

মোবারক পতনে বিশ্বজুড়ে উল্লাস

বেসামরিক কর্তৃপক্ষকে ক্ষমতা হস্তান্তরে সময়সীমা জানায়নি সামরিক জান্তা

হোসনি মোবারক পদত্যাগ করায় সারা দিন সারা রাত আনন্দ করেছে মিসরবাসী। দেশটিতে এক দিকে স্বৈরশাসকের বিদায়ের আনন্দ, অন্য দিকে বড় একটি প্রশ্ন ক্ষমতা সেনাবাহিনীর হাতে যাওয়ার পর কী হবে মিসরের ভবিষ্যৎ। এর পরও কায়রোসহ বড় শহরগুলোতে কিছুটা স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এসেছে। তবে বিক্ষোভকারীদের অনেকে বলেছেন, ক্ষমতা বেসামরিক প্রশাসনের কাছে হস্তান্তর না করা পর্যন্ত তারা তাহরির স্কোয়ার ছাড়বেন না। মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা এসাম আল ইরিয়ান সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালতের প্রধানের নেতৃত্বে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছেন। সামরিক নেতারা বলেছেন, নির্বাচিত বেসামরিক প্রশাসনকেই তারা চূড়ান্তভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। আল আরাবিয়া টেলিভিশন জানিয়েছে, কয়েক দিনের মধ্যে মন্ত্রিসভা ও সংসদ ভেঙে দেবে সেনাবাহিনী। এরপর 'সাংবিধানিক আদালত'-এর প্রধান দেশ পরিচালনায় সামরিক বাহিনীর সাথে যোগ দেবেন। তাহরির স্কোয়ার ঘিরে থাকা ট্যাংকগুলো সরিয়ে নিয়েছে সেনাবাহিনী। মোবারকের বিদায়ে মিসর ও আরব বিশ্বকে অভিনন্দন

www.pathagar.com

জানিয়েছেন মিসরের খ্যাতনামা মুসলিম স্কলার ড. ইউসুফ আল কারজাভি। এ দিকে হোসনি মোবারকের পতনের পর মিসরে দূতাবাস বন্ধ করে দিয়েছে ইসরাইল।

অনিশ্চয়তা কাটেনি : গত শুক্রবার রাতে হোসনি মোবারক প্রেসিডেন্ট পদ ছেড়ে চলে যাওয়ার আগে সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করেন। এ পরিষদের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন তার ছেলে গামাল মোবারকের শ্বশুর ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মাদ হোসেইন তানতাভি। এ ছাড়া এ কাউন্সিলের সদস্য হিসেবে কাজ করছেন সদ্য নিয়োগ পাওয়া ভাইস প্রেসিডেন্ট জেনারেল ওমর সোলেইমান ও প্রধানমন্ত্রী আহমদ শফিক। এ দু'জনই সামরিক বাহিনীর লোক এবং মোবারকের খুবই ঘনিষ্ঠ। এ কারণে মিসরের সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ যদি ক্ষমতার কেন্দ্রবিন্দুতে থাকে তাহলে মোবারকের পতনের পরও অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে না বলে অনেক বিশ্লেষক মনে করছেন। এ ছাড়া সেনাবাহিনীর কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করার অর্থই হচ্ছে, মিসর এখনো সেনাবাহিনীর হাতে শাসিত হবে।

মোবারক পতনে নারীদের অবদান

গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠার লক্ষ্যে মোবারক পতনের আন্দোলনে রাজধানীর কায়রোর তাহরীর স্কয়ারসহ সারাদেশে নারীরাও অগ্রসর ভূমিকা পালন করেন। ঘরে ঘরে পুরুষদের উৎসাহ উদ্দীপনাও যুগিয়েছেন। আল আযহার, কায়রোর, আইনুস সামস, আলেক্সান্দ্রিয়া, ফাইউম, হেলোয়ান বিশ্ববিদ্যালয় এবং বিভিন্ন স্কুল-কলেজের ছাত্রীসহ নানাবয়সী কর্মজীবি নারীরা মোবারক পতনের বিক্ষোভে যোগ দেন। টি-শার্ট, স্কার্ট, গেঞ্জি, লম্বা-কালো জামা ও বোরকার সঙ্গে হিজাব কিংবা হিজাব ছাড়া হাজার হাজার মুসলিম-অমুসলিম নারী মিসরের রাস্তায় নেমে পড়ে। মুসলিম ব্রাদারহুডের ছাত্রী সংগঠনের মোবারক বিরোধী কার্যক্রম ছিল চোখে পড়ার মতো।

বিক্ষোভ অব্যাহত রাখার ঘোষণা

মোবারক বিদায় নেয়ার পরও বিক্ষোভ কর্মসূচি অব্যাহত রাখার ঘোষণা দিয়েছে মিসরের জনগণ। কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে অবস্থান নেয়া হাজার হাজার মানুষ বলেছেন, তাদের দাবি পুরোপুরি না মানা পর্যন্ত তারা ঘরে ফিরে যাবে না। এসব মানুষ বলেছে, রাজনৈতিক নেতাকর্মীদের মুক্তি, ৩০ বছরের জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার ও সামরিক আদালত বাতিল করতে হবে। এ ছাড়া, বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলো বলেছে, শিগগিরই বেসামরিক সরকার গঠন করতে হবে। মুসলিম ব্রাদারহুডও স্পষ্টভাবে বলেছে, সামরিক বাহিনীকে বেসামরিক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে হবে। এ সম্পর্কে দলটির শীর্ষস্থানীয় নেতা রাশেদ বায়োমি বলেছেন, নতুন নির্বাচন অনুষ্ঠিত না হওয়া পর্যন্ত অবশ্যই বেসামরিক সরকারের মাধ্যমে দেশ পরিচালিত হতে হবে। তিনি এমন একটি সংবিধান প্রণয়নের আহ্বান জানান, যা জনগণের স্বাধীনতা ও মানবাধিকার নিশ্চিত করবে। দেশটির যুব আন্দোলনও বেসামরিক অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের জন্য আহ্বান জানিয়েছে।

www.pathagar.com

জনগণের মধ্যে উদ্বেগ : মিসরের জনগণ ১৮ দিন টানা যে বিক্ষোভ কর্মসূচি পালন করেছেন, তার মূল দাবি ছিল দেশে সেনা শাসনের অবসান। এ নিয়ে সাধারণ মানুষের মধ্যেও এক ধরনের উদ্বেগ লক্ষ করা যাচ্ছে। জনগণ বলছেন, এ আন্দোলনের মধ্য দিয়ে যেহেতু শুধু মোবারকের পতন হয়নি বরং গণবিপ্লব হয়ে গেছে, সে কারণে এখন অবশ্যই গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় খুব দ্রুত নির্বাচনের ব্যবস্থা করতে হবে। মোবারক আমলের সরকারব্যবস্থা পুরোপুরি বাতিলেরও দাবি জানিয়েছেন তারা। জনগণের পছন্দমতো শাসনব্যবস্থা প্রতিষ্ঠার ওপর জোর দিচ্ছেন সাধারণ মানুষ।

সামরিক নেতাদের বক্তব্য : মিসরের নতুন সামরিক শাসকরা গতকাল বলেছেন, নির্বাচিত বেসামরিক প্রশাসনকেই তারা শেষ পর্যন্ত ক্ষমতা হস্তান্তরে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। সব ধরনের আন্তর্জাতিক চুক্তি মেনে চলবেন বলেও জানিয়েছেন তারা। 'ইশতেহার নম্বর ৪' শিরোনামে টেলিভিশনে প্রচারিত এক বিবৃতিতে সশস্ত্র বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ বলেছে, শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের পর নতুন সরকার শপথ নেয়া পর্যন্ত হোসনি মোবারকের নিয়োগকৃত বর্তমান সরকার আপাতত কাজ চালিয়ে যাবে। ক্ষমতা হস্তান্তরের কোনো সময়সীমা না জানিয়ে ওই বিবৃতিতে বলা হয়, এ প্রক্রিয়া অবাধ গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র গঠনে একটি নির্বাচিত বেসামরিক কর্তৃপক্ষের পথ উন্মোচন করবে। দেশটির নিয়ন্ত্রণ গ্রহণের এক দিন পর সামরিক নেতারা এ কথা বললেন।

ব্রাদারহুডের আহ্বান : মোবারকের পতনের পর এখনো দেশটির রাজনৈতিক অনিশ্চয়তা কাটেনি। মোবারক-পরবর্তী মিসরে ক্ষমতা কার হাতে থাকবে তা নিয়ে কিছুটা অনিশ্চয়তা দেখা দিয়েছে। এ অবস্থা নিরসনের জন্য প্রধান বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুড দেশের সামরিক বাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। মুসলিম ব্রাদারহুডের নেতা এসাম আল ইরিয়ান সর্বোচ্চ সাংবিধানিক আদালতের প্রধানের নেতৃত্বে আন্তর্বর্তী সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলেছেন। এর আগে মোবারকের পতনের পর জনগণ ও সামরিক বাহিনীকে ধন্যবাদ জানায় ব্রাদারহুড। এক বিবৃতিতে দলটির মুখপাত্র ইরিয়ান বলেন, 'মিসরের মহান জনগণকে আমরা অভিবাদন জানাই, সামরিক বাহিনীকে অভিবাদন জানাই, তারা প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেছেন।'

আরব ও মুসলিম বিশ্বে উল্লাস : মিসরে মোবারক-বিরোধী গণবিপ্লব সফল হওয়ায় ওই দেশটির জনগণের পাশাপাশি আনন্দের জোয়ারে ভাসছেন ইরান, লেবানন ও ফিলিস্তিনের জনগণ। গাজা ও পশ্চিম তীরে হাজার হাজার ফিলিস্তিনি মোবারকের পতনে আনন্দমিছিল করেছে। মোবারকের পতনের পর গতকাল শত শত লেবাননি রাস্তায় নেমে মিসরীয় পতাকা দুলিয়ে এবং আতশবাজির মাধ্যমে আনন্দ প্রকাশ করেছে। ইরান বলেছে, মিসরের জনগণ এক মহান বিজয় অর্জন করেছে। ইরানের জাতীয় নিরাপত্তা উচ্চপরিষদের সচিব সাঈদ জালিলি বলেছেন, দীর্ঘ ৩০ বছর হোসনি মোবারকের মতো একজন স্বৈরশাসককে যুক্তরাষ্ট্র ও ইউরোপীয় দেশগুলো যে সমর্থন দিয়ে এসেছে, তার জবাব অবশ্যই তাদেরকে দিতে হবে। মিসরের জনগণের প্রতি সংহতি প্রকাশ করে গতকাল জর্ডানেও কয়েক হাজার মানুষ মিসরীয় দূতাবাসের সামনে মিছিল করেছে। তিউনিসিয়ার রাজধানী তিউনিসের রাজপথে হাজার হাজার মানুষ স্বৈরশাসক মোবারকের পতনে উল্লাস প্রকাশ করেছেন। তারা বলেছেন,

www.pathagar.com

তিউনিসীয় স্বৈরশাসক বেন আলীর পলায়নে উজ্জীবিত হয়ে মিসরের জনগণ বিপ্লব করেছেন বলে তারা গর্বিত। ইয়েমেনের হাজার হাজার মানুষ মোবারকের পতনে রাস্তায় নেমে এসে আনন্দমিছিল করেছেন। তাদের অনেকেই স্লোগান দেন, 'গতকাল তিউনিসিয়া, আজ মিসর এবং আগামীকাল ইয়েমেনিরা তাদের শৃঙ্খল ভাঙবে।'

মিসরে উল্লাসের রাত : কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে সমবেত বিক্ষোভকারীরা আনন্দাশ্রুতে উদযাপন করে আন্দোলনে বিজয়ের সেই মুহূর্ত। দেশের বিভিন্ন স্থানে আনন্দ করতে করতে রাস্তায় নেমে আসেন মোবারকের শাসনবিরোধী জনতা। মোবারকের পদত্যাগের খবরে মিসরের কলসেন্টার কর্মী রাশা আবু ওমর তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'একজন মিসরীয় হিসেবে আমি অত্যন্ত গর্বিত, আর একমাত্র এভাবেই আমি আমার অনুভূতি জানাতে পারি। শেষ পর্যন্ত আমরা আমাদের পছন্দের সরকার নির্বাচন করতে যাচ্ছি। আর এর মাধ্যমে আমরা তুলনামূলক একটি ভালো দেশ পাবো, যা সব সময় আমরা কল্পনা করেছি।'

মোবারকের পদত্যাগের খবর জানার সাথে সাথে কায়রোর নিকটবর্তী সব রাস্তায়, আলেক্সান্দ্রিয়াসহ দেশের সব শহরের রাস্তায় নেমে আসে উল্লসিত জনতা।

হামাস ও হিজবুল্লাহর সমর্থন : গাজায় হামাস মুখপাত্র সামি আবু জুহরি মোবারকের পতনের পর বলেছেন, মোবারকের পতন মিসরীয় বিপ্লবের বিজয় সূচিত করেছে এবং আমরা এ গণবিপ্লবের সব দাবি সমর্থন করছি। লেবাননের হিজবুল্লাহ স্বৈরশাসক মোবারকের পদত্যাগকে মিসরীয় জাতির 'ঐতিহাসিক বিজয়' বলে অভিহিত করেছে। হিজবুল্লাহ এ জন্য গর্ব অনুভবের পাশাপাশি মিসরের বর্তমান গণবিপ্লবকে সমর্থন করছে বলে এক বিবৃতি দিয়েছে। দলটি এ বিজয় উপলক্ষে একটি গণ-উৎসবে যোগ দিতে লেবাননি জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

আল বারাদি বললেন : মিসরের চলমান আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আল বারাদি বলেছেন, এখন জনগণের স্বপ্ন পূরণ হবে। তিনি সেনাবাহিনী, বিরোধী দলগুলোর নেতা এবং অন্যান্য গ্রুপ থেকে প্রতিনিধি নিয়ে সরকার গঠনের দাবি জানিয়েছেন।

সাবেক প্রেসিডেন্ট প্রার্থী ও আল-গাদ দলের নেতা আইমান নূর বলেছেন, সবাই একমত হলে তিনি আবার মিসরের প্রেসিডেন্ট পদে নির্বাচন করবেন। আরব লীগ প্রধান আমর মুসাও পদত্যাগ পত্র জমা দিয়েছেন এবং কয়েক সপ্তাহের মধ্যে পদত্যাগ করবেন বলে ঘোষণা দিয়েছেন। তিনি আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী হবেন বলে ধারণা করা হচ্ছে।

'বেরিয়ে যাওয়ার পথ খুঁজছি': ইসরাইলের সাবেক বাণিজ্যমন্ত্রী ও লেবার পার্টির এমপি বেনিয়ামিন বেন ইলিয়জার জানিয়েছেন, মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক তাকে টেলিফোনে জানিয়েছিলেন যে, তিনি সম্মানজনকভাবে ক্ষমতা ছেড়ে দেয়ার পথ খুঁজছেন। ইসরাইলের সশস্ত্র বাহিনীর রেডিওকে দেয়া সাক্ষাৎকারে তিনি জানান, ১০ ফেব্রুয়ারি বৃহস্পতিবার রাতে টেলিভিশনে দ্বিতীয়বারের মতো ভাষণ দেয়ার কিছুক্ষণ আগে মোবারক তাকে ওই কথা জানান। বেনিয়ামিন বেন ইলিয়জার বলেছেন, 'মোবারক এটা বুঝতে পেরেছিলেন যে, তার খেলা শেষ হয়ে গেছে এবং তিনি সড়কের শেষ প্রান্তে এসেছেন।

www.pathagar.com

কায়রোয় আনন্দের বন্যা

প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের ঘোষণায় আনন্দের বন্যা বয়ে যাচ্ছে রাজধানী কায়রোতে। তাহরির স্কোয়ারসহ দেশটির বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ শহর ও পয়েন্টে পদত্যাগের খবর শোনার সাথে সাথে উল্লাসে মেতে ওঠেন লাখ লাখ মানুষ। পতাকা, বিভিন্ন প্ল্যাকার্ড, বিজয়সূচক বিভিন্ন ব্যানার নিয়ে তারা রাস্তায় রাস্তায় নেচে-গেয়ে উল্লাস করেন। অনেকে পদত্যাগের খবরে বিস্মিত হন এবং বিজয়ের আনন্দে কেঁদে ফেলেন। কায়রোসহ বিভিন্ন স্থানে উল্লসিত জনতা গুলি ফুটিয়ে, আতশবাজি পুড়িয়ে, ছন্দে ছন্দে গাড়ির হর্ন বাজিয়ে উল্লাস করেন।

মোবারক পতনের প্রথম জুমা

তাহরির স্কোয়ারে বিশ লাখ লোকের আনন্দ উল্লাস

তাহরির স্কোয়ারে আবারো ২০ লাখ লোকের সমাবেশ হয়েছে। তবে এবার হোসনি মোবারকের পতনের দাবিতে নয়, ওই স্বৈরাচারের পতনে উল্লাস করতে। গতকাল সরকারবিরোধী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল তাহরির স্কোয়ারে জুমার নামাজ আদায় করে জনতা আল্লাহর দরবারে শুকরিয়াও আদায় করেন। তারা বিপ্লব সুসংহত করার দৃঢ়প্রত্যয়ও ব্যক্ত করেন।

আরব বিশ্বের সর্বাধিক জনবহুল দেশ মিসরে ১৮ দিন নজিরবিহীন বিক্ষোভের মুখে হোসনি মোবারক ক্ষমতাচ্যুত হওয়ার এক সপ্তাহ পর এই বিজয় উৎসবের আয়োজন করা হয়। উপস্থিত প্রত্যেকেই ছিলেন হাস্যোজ্জ্বল।

নাসির মোহাম্মদ (৫০) নামে এক মিসরীয় বলেন, এটি একটি পার্টি। হোসনি মোবারকের বিদায়ে আমরা খুবই খুশি। আমি মনে করি আমরা প্রতি সপ্তাহে, প্রতি শুক্রবার এখানে আসব।

আগতদের সবাই খুশি থাকলেও তাহরির স্কোয়ার ছিল ট্যাংক ও সেনাসদস্য পরিবেষ্টিত। প্রত্যেকের পরিচয়পত্র দেখে স্কোয়ারে প্রবেশ করতে দেয়া হয়। ড্রাম পিটিয়ে তারা আনন্দ উল্লাস করেন। কয়েক শ' সামরিক পুলিশ দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে এই দৃশ্য প্রত্যক্ষ করে। তবে তাদের বেশির ভাগই ছিল নিরস্ত্র।

প্রখ্যাত আলেম শেখ ইউসুফ আল কারজাভি জুমার নামাজে ইমামতি করেন। তিনি খুতবায় বলেন, অন্যায়কারীরা কখনো সত্যকে হারাতে পারে না। আমি যুবকদের অভিনন্দিত করছি। তারা জানত, শেষ পর্যন্ত বিপ্লবই জয়যুক্ত হবে। তিনি বলেন, তবে নতুন মিসর সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত বিপ্লব সম্পন্ন হবে না। তিনি শহীদদের রূহের মাগফিরাত কামনা করেন। আহতদের দ্রুত আরোগ্যের জন্য দোয়াও করেন।

মুসলিম ব্রাদারহুডও বিপ্লব সংহত করার জন্য জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। ব্রাদারহুডের নেতা মোহাম্মদ বাদি বলেন, বিপ্লবের ফল আসতে শুরু করেছে। তবে মিসরবাসীর উচিত হবে না এই বিপ্লব ছিনিয়ে নেয়ার কোনো সুযোগ দেয়ার।

www.pathagar.com

তাহরির স্কোয়ারে সমবেত নির্মাণশ্রমিক খালেদ আহমেদ জাকি বলেন, 'পরিবর্তনের সুযোগ এসেছে। আমাদের সঙ্কল্পবদ্ধ থাকতে হবে। মিসরীয়দের সজাগ থাকতে হবে, নজরে রাখতে হবে পরিস্থিতি।' দুরভিসন্ধি করে অনেকেই জনগণের এ বিপ্লবকে রুখে দেয়ার চেষ্টা করেছে, আর তাই সবাইকে সতর্ক থেকে আন্দোলনের সফলতা অটুট রাখতে হবে বলে মন্তব্য করেন তিনি। তিনি বলেন, আমাদের সব দাবি এখনো পূরণ হয়নি।

মিসরীয়দের এ বিজয় মিছিল দেশটির নতুন সামরিক শাসকদের জন্য এক ধরনের পরীক্ষা বলেই মনে করা হচ্ছে।

জনগণের সতর্ক দৃষ্টির মুখে এ মুহূর্তে যথেষ্ট চাপে রয়েছে ক্ষমতাসীন সামরিক পরিষদ। পার্লামেন্ট বিলুপ্ত করে সংবিধান স্থগিত করার পর তারা এখন রাজবন্দীদের মুক্তি ও জরুরি আইন প্রত্যাহারের গণদাবির সম্মুখীন হয়েছে।

মুবারক পতনের পর গত ছয় দিনেও মিসরে এখনো স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে আসেনি। অনেক ব্যাংক এখনো বন্ধ রয়েছে। রাস্তায় এখনো ট্যাংক মোতায়েন আছে। মজুরি বৃদ্ধির দাবিতে শ্রমিকরা আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন।

সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের মুখপাত্র জেনারেল ইসমাইল ইতমান সবার সহযোগিতা কামনা করেছেন। জুমার পর মোবারকের অনেক সমর্থকও তাহরির স্কোয়ারের কাছে সমবেত হয়।

মোবারক পতনে স্থানীয় নেতৃবৃন্দের অভিমত

মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন সিনিয়র ব্যক্তিত্ব এসাম আর-ইরিয়ান বলেন, সামরিক বাহিনীর ক্ষমতা দখলের খবর উদ্বেগজনক। সমস্যাটা প্রেসিডেন্টকে নিয়ে ছিল না, ছিল জান্তাকে নিয়ে। জনৈক রাজনৈতিক বিশ্লেষক বলেন, পট পরিবর্তনের ধরন নিয়ে জনগণের মধ্যে বিভক্তি রয়েছে। সেনাবাহিনী সম্ভবত এটাই চেয়েছিল। উল্লেখ্য, ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান কয়েক দিন ধরেই সামরিক অভ্যুত্থানের আশঙ্কা ব্যক্ত করছিলেন। পররাষ্ট্রমন্ত্রীও একই কথা জানিয়েছিলেন।

বিকেলে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির (এনডিপি) মহাসচিব হোসাম বাদরাবি বলেন, প্রেসিডেন্ট মোবারক শুক্রবারের মধ্যে 'জনগণের দাবির প্রতি সাড়া' দেবেন। ওই দায়িত্বে নিযুক্ত হোসাম বিক্ষোভকারীদের ইঙ্গিত করে বলেন, 'তারা জয়ী হয়েছে।'

সামাজিক ওয়েবসাইটগুলোর মিশন সফল : অভূতপূর্ব এই আন্দোলন সূচনার কৃতিত্ব পেতে পারেন সার্চ ইঞ্জিন গুগলের মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকা অঞ্চলের বিপণন ম্যানেজার ওয়াইল গানিম। ফেসবুকের মাধ্যমে তিনিই তরুণদের উজ্জীবিত করেন আন্দোলনে নামতে। তিনি আন্দোলন সফল করার জন্য মিসরবাসীকে ধন্যবাদ জ্ঞাপন করেন।

ওবামার স্বাগত : মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক হোসেন ওবামা এক ভাষণে মিসরের বিপ্লবকে স্বাগত জানিয়েছেন। তিনি আশাবাদ ব্যক্ত করেন, এর মাধ্যমে মিসরের

www.pathagar.com

জনজীবন আগামীকাল থেকে স্বাভাবিক হবে। অর্থনৈতিক কর্মকা আবার সচল হবে।

অমর তাহরির স্কোয়ার : মোবারকের পতনের মধ্য দিয়ে তাহরির স্কোয়ার (মুক্তি চত্বর) বিশ্ব ইতিহাসে অমর হয়ে রইলো। বিশ্বে ইতঃপূর্বে কোনোকালেই এত বেশি লোকের ও এত বেশি সময় ধরে সমাবেশ হয়নি। 'নীল বিপ্লব' তথা মুক্তিপাগল মানুষের ভরসার প্রতীক হিসেবে আত্মপ্রকাশ করেছে এই চত্বর। ইতঃপূর্বে ময়দানে ইসমাইলিয়া নামে পরিচিত চত্বরটি ১৯১৯ সালে মিসর বিপ্লবের পর তাহরির স্কোয়ার নামে পরিচিত হয়। তবে তাহরির স্কোয়ার নামটি সরকারি স্বীকৃতি পায় ১৯৫২ সালে। তবে গত ২৫ জানুয়ারি থেকে সেনাবাহিনীর ট্যাংক আর টিভি চ্যানেলগুলোর উপস্থিতির মধ্যে টানা ১৭ দিন ধরে প্রতিটি মুহূর্ত সরব থাকে।

দুই কোটি লোকের সমাবেশ : প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের দাবিতে শুক্রবার দুই কোটি মানুষ কায়রোর তাহরির স্কোয়ার ও আশপাশের এলাকায় সমবেত হবে বলে আন্দোলনকারীরা আশা করেন। আন্দোলন চাঙ্গা করতে এবং সমন্বয় বাড়াতে তাহরির স্কোয়ারের বিক্ষোভকারীরা ৪৮ ঘন্টার মধ্যে বিপ্লবী সরকার গঠন করার কথাও ঘোষণা করেন।

সাবেক বিচারপতিদের নিয়ে গঠিত জাস্টিস ক্লাব এই সরকার গঠন করবে বলে জানানো হয়। আজ প্রেসিডেন্ট ভবন অবরোধ এবং পার্লামেন্ট ও টেলিভিশন ভবন ঘেরাও করার কর্মসূচি ঘোষণা করা হয়। পাঁচ হাজার আইনজীবী কায়রোর বিভিন্ন সড়ক প্রদক্ষিণ করে তাহরির স্কোয়ারে যোগ দেন। প্রায় পাঁচ হাজার চিকিৎসক ও মেডিক্যাল ছাত্র সাদা পোশাক পরে আন্দোলনে শরিক হন। বিদেশ থেকেও অনেকে দেশে ফিরে আন্দোলনে শরিক হন।

শ্রমিক ধর্মঘট : দ্বিতীয় দিনের মতো মিসরে শ্রমিক ধর্মঘট পালিত হয়। ফলে রাজধানী ও অন্যান্য শহরে গণতন্ত্রপন্থী আন্দোলনকারীরা বেশ উজ্জীবিত হন। বুধবার প্রায় ২০ হাজার শ্রমিক কর্মবিরতি পালন করেন। প্রথমে পেট্রোলিয়াম খাতের শ্রমিকরা বেতন বাড়ানোসহ বিভিন্ন দাবিতে ধর্মঘট করলেও পরে বস্ত্র, স্টিল, রেলওয়ে, ডাক যোগাযোগ, টেলিযোগাযোগসহ অন্য বিভাগের শ্রমিকরা তাতে যোগ দেন। কায়রো ও গিজা এলাকার পরিচ্ছন্নতা কর্মীরাও ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন। সুয়েজ খাল নিয়ন্ত্রণকারী কোম্পানির তিন হাজার শ্রমিকও ধর্মঘটে যোগ দিয়েছেন।

সংস্কৃতিমন্ত্রীর পদত্যাগ : নবনিযুক্ত সংস্কৃতিমন্ত্রী জাবের আসফুর গত বুধবার পদত্যাগ করেছেন। তার পারিবারিক সূত্র জানিয়েছে, তিনি স্বাস্থ্যগত কারণ দেখিয়ে পদত্যাগ করেন। তবে আল-আহরাম পত্রিকায় জানানো হয়, খ্যাতিমান লেখক আসফুর মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করায় তার সাহিত্য অনুরাগীদের কাছ থেকে মারাত্মক চাপের মুখে ছিলেন। সরকারবিরোধী বিক্ষোভের মধ্যে গত ৩১ জানুয়ারি তিনি দায়িত্ব গ্রহণ করেন। তখন তিনি মনে করেছিলেন, এটা হবে একটা জাতীয় সরকার। কিন্তু সরকার ক্রমাগতভাবে মোবারকের অনুকূলে কাজ করতে থাকলে তিনি পদত্যাগের কথা বিবেচনা করেন।

নিহত চার : মিসরের অন্যান্য এলাকায়ও আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে। বুধবার লিবিয়ার সীমান্তবর্তী খারগার ওয়াদি জাদিদ শহরে পুলিশের নির্বিচার গুলিবর্ষণে অন্তত চারজন নিহত ও শতাধিক আহত হয়েছেন।

www.pathagar.com

মোবারক পদত্যাগে বিশ্ব নেতৃবৃন্দের প্রতিক্রিয়া

মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের খবরে বিশ্ব নেতৃবৃন্দ প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন। বেশির ভাগ বিশ্ব নেতৃবৃন্দ এই পদত্যাগকে মিসরবাসীর বিজয় তথা গণতন্ত্রের বিজয় বলে আখ্যা দিয়েছেন।

ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরুন বলেছেন, এ ঘটনায় মিসর একটি সরকার গঠন ও একত্রিত হওয়ার সুযোগ পেল। জার্মান চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল বলেছেন, আমরা ঐতিহাসিক পরিবর্তন প্রত্যক্ষ করছি এবং নতুন নেতৃত্বকে মিসরের উন্নয়নের দায়িত্ব গ্রহণের আহ্বান জানাচ্ছি। ইসরাইল সরকারের পক্ষ থেকে বলা হয়েছে, তাদের প্রত্যাশা সহিংসতা ছাড়াই মিসরের গণতান্ত্রিক পরিবর্তন সম্পন্ন হবে এবং শান্তি বজায় থাকবে। মিসরের বিরোধীদলীয় নেতা, নোবেল বিজয়ী ও মোবারককে হটানোর আন্দোলনের মধ্যমণি মোহাম্মদ আল বারাদি হোসনি মোবারকের পদত্যাগের খবরে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলেন, 'এটি আমার জীবনের সবচেয়ে ভালো ও স্মরণীয় দিন– এ ঘটনায় দেশ দাসত্ব থেকে মুক্তি পেল।

গুগল'র নির্বাহী ও বিক্ষোভকারী ওয়ায়েল ঘোনিম বলেছেন, 'প্রকৃত হিরো হলো তাহরির স্কোয়ারের তরুণ মিসরবাসী।' তিনি মিসরীয়দের অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ক্রিমিনাল প্রাসাদ ত্যাগ করেছে।

হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র ডেইটর বলেন, হোসনি মোবারকের পদত্যাগের ঘোষণা যখন দেয়া হয়, ঠিক তখন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা তার ওভাল অফিসে একটি মিটিংয়ে ছিলেন। এ সময় তাকে অবহিত করা হয় মোবারকের পদত্যাগের কথা। ওবামা কায়রোয় বিক্ষোভকারীদের অবস্থা দেখার জন্য কয়েক মিনিট টিভি দেখেন। এ ব্যাপারে মুখপাত্র বলেন, ১৮টা ৩০ জিএমটিতে অর্থাৎ স্থানীয় সময় শুক্রবার বেলা ১.৩০টায় বারাক ওবামা মিসর পরিস্থিতিতে নিয়ে টেলিভিশনে আনুষ্ঠানিকভাবে তার প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করবেন।

মোবারকের পদত্যাগের খবরে ইউরোপীয় ইউনিয়নের পররাষ্ট্রবিষয়ক প্রধান ক্যাথরিন অ্যাসটোন রয়টার্সকে বলেন, আমরা মিসরকে সহায়তা করতে প্রস্তুত।

পদত্যাগের খবরে ইরান সরকারের পক্ষ থেকে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে বলা হয়, মিসরী-য়রা 'মহান বিজয়' অর্জন করল। কাতার সরকারের পক্ষ থেকে রয়টার্সের কাছে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করে জানায়, 'এ ঘটনা ইতিবাচক এবং মিসরীয়দের গণতন্ত্র, দেশটির সংস্কার ও মর্যাদার দিক থেকে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মিসরের প্রধান বিরোধী দল ব্রাদারহুড বলেন, এটি একটি সামরিক অভ্যুত্থান।

বিশ্ব বাজারে তেলের মূল্য হ্রাস : মিসরে দুই সপ্তাহের সফল গণ-অভ্যুত্থানের পর প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের খবরে বিশ্বে তেলের দাম সামান্য পড়ে যায় এবং ইউরোপীয় শেয়ারবাজার চাঙ্গা হয়।

বৃহস্পতিবার বিশ্ব বাজারে অপরিশোধিত তেলের দাম ছিল প্রতি ব্যারেল ১০০.৭৫ ডলার। গতকাল তা নেমে আসে ১০০.৪৩ ডলারে। অর্থাৎ অপরিশোধিত তেলের দাম ব্যারেল প্রতি কমেছে ৩২ সেন্ট।

www.pathagar.com

এক নজরে হোসনি মোবারক

৮২ বছর বয়সী হোসনি মোবারক দীর্ঘ ৩০ বছর দোর্দ প্রতাপে মিসর শাসন করেছেন। সাবেক প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের সময় ভাইস প্রেসিডেন্ট থাকলেও তিনি আলোচনায় আসার মতো তেমন কেউ ছিলেন না। ভবিষ্যতে তিনি প্রেসিডেন্ট হবেন এমনটি কারো ভাবনায়ও ছিল না। কায়রোতে এক সেনা প্যারেডের সময় সাদাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হওয়ার সময় তিনি ভাগ্যক্রমে বেঁচে যান। তিনি সাদাতের একেবারে পাশেই ছিলেন। এর আট দিন পর ১৯৮১ সালের ১৪ অক্টোবর তিনি ক্ষমতায় অধিষ্ঠিত হন। তার পুরো নাম মুহাম্মদ হোসনি সাঈদ মোবারক।

হোসনি মোবারকের পিতা ছিলেন বিচার বিভাগের একজন কর্মচারী। মোবারক মিসরের সামরিক একাডেমি, বিমানবাহিনী একাডেমি এবং মস্কোর ফ্রুনজে জেনারেল স্টাফ একাডেমিতে সামরিক প্রশিক্ষণ গ্রহণ করেন। মিসরের প্রেসিডেন্ট আনোয়ার সাদাতের অধীনে তিনি বেশকিছু সামরিক পদে দায়িত্ব পালন করেন। এর মধ্যে ১৯৭২ থেকে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত তিনি উপ-যুদ্ধমন্ত্রী ছিলেন এবং একই সাথে বিমানবাহিনী প্রধান ছিলেন। ১৯৭৫ সালে মোবারক মিসরের ভাইস প্রেসিডেন্ট হন।

ক্ষমতায় থাকাকালে মোবারক অন্তত ছয়টি হত্যা চেষ্টা থেকে বেঁচে যান। বিশেষ করে ১৯৯৫ সালে ইথিওপিয়ার রাজধানী আদ্দিস আবাবায় এক হামলা থেকে তিনি খুব অল্পের জন্য বেঁচে যান। বিমানবাহিনীর সাবেক এই কমান্ডার পশ্চিমা শক্তিগুলোর অকুণ্ঠ সমর্থন লাভ করতে পেরেছেন। দেশে বিরোধী দলগুলোকে তিনি বরাবরই শক্ত হাতে দমন করেছেন। তবে সাম্প্রতিক প্রবল গণ-আন্দোলন তার মনোবল ভেঙে দেয়। তার স্বাস্থ্যেরও অনেক অবনতি ঘটে।

মোবারকের জন্ম ১৯২৮ সালের ৪ মে কায়রোর কাছে একটি ছোট্ট গ্রাম মুনোফিয়ায়।

www.pathagar.com

কায়রোর আমেরিকান ইউনিভার্সিটিতে পড়াকালীনই তিনি বিয়ে করেন। তার স্ত্রী সুজান মোবারক এবং দুই ছেলে গামাল মোবারক ও আলা মোবারক।

ইসরাইলের ঘনিষ্ঠ মিত্র হওয়ায় তিনি পশ্চিমা দেশগুলোর কাছে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। ক্ষমতা গ্রহণের পর থেকেই তিনি মূলত একজন সেনাশাসকের মতোই দেশ শাসন শুরু করেন।

তার দীর্ঘ তিন দশকের ক্ষমতাকালজুড়েই মিসরে জারি ছিল জরুরি অবস্থা। তিনি গণতন্ত্রের মূল শর্ত জনগণের মৌলিক স্বাধীনতা খর্ব করেন এবং গ্রেফতার ও নির্যাতন করে তাদের মধ্যে আতঙ্ক সৃষ্টি করেন। তবে দেশের অভ্যন্তরে স্থিতিশীলতা আনয়ন এবং অর্থনৈতিক উন্নয়নের কারণে দেশবাসীর বিরাট একটা অংশের সমর্থন পান মোবারক।

১৯৮১ সাল থেকে তিনি তিনবার বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় প্রেসিডেন্ট হন। তবে চতুর্থবার যুক্তরাষ্ট্রের প্রবল চাপের মুখে তিনি প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী রাখার বিধান করে প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হন। যদিও সে নির্বাচনে মোবারক ও তার দল ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির জয়লাভ নিয়ে ব্যাপক সমালোচনা রয়েছে।

গত বছর জার্মানিতে মোবারকের গলব্লাডারে অস্ত্রোপচার করা হয়। সেই সময় থেকেই তার স্বাস্থ্যগত অবস্থা নিয়ে ব্যাপক জল্পনা কল্পনা শুরু হয়।

১৯৯৫ সালের নভেম্বরে সংসদীয় নির্বাচনের ঠিক আগে মোবারক সরকার বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুডের বিরুদ্ধে জঙ্গিদের মদদ দেয়ার অভিযোগ আনেন। এর জের ধরে মুসলিম ব্রাদারহুডের বহু নেতাকর্মীকে গ্রেফতার করা হয়। কিন্তু বিরোধী মিসরীয়দের অভিযোগ, মোবারক মৌলবাদের কথা বলে, শান্তিপ্রিয় বিরোধীদেরও নির্মূল করার চেষ্টা করেছেন।

নতুন শতকের প্রথম দশকে মোবারক জঙ্গি নাম দিয়ে ইসলামপন্থীদের দমনের ধারা অব্যাহত রাখেন এবং কেবল দুর্বল বিরোধীদেরই দল গঠনের অনুমতি দেন। তিনি ২০০১ সালের ১১ সেপ্টেম্বর আমেরিকার নিউইয়র্কে হামলার নিন্দা জানান।

এই সময়ে দেশের মধ্যপন্থী ইসলামি দলগুলো ইসলামি শরিয়া অনুসারে দেশ চালানোর জন্য তাকে চাপ দিতে থাকে। ২০০৫ সালে ফিলিস্তিনে অনুষ্ঠিত অপেক্ষাকৃত উন্মুক্ত নির্বাচনের পর মিসরীয়রা নিজ দেশেও অধিকতর গণতন্ত্রের প্রত্যাশা প্রকাশ করে।

২০১০ সালের মার্চে জার্মানিতে মোবারকের গলব্লাডারে অস্ত্রোপচার করা হয়। আর সে সময়ই খবর আসে যে, ছেলেকে প্রার্থী করতে না পারলে মোবারক ২০১১ সালের প্রেসিডেন্ট নির্বাচনেও অংশ নেবেন। তখন থেকেই ফুঁসে উঠতে থাকে দেশটির তরুণ প্রজন্মসহ সাধারণ জনগণ।

১৯৫২ সালে রাজতন্ত্রের অবসান ঘটিয়ে দেশটির ক্ষমতা দখল করেন জামাল আবদুন নাসের। সেই থেকে দেশটিতে সেনাবাহিনীর যে দাপট শুরু হয়েছে, তা মোবারকের শাসনামলেও বহাল রয়েছে। সেনাবাহিনীর দাপটে মিসরের রাজনীতিকরা রীতিমতো দিশেহারা।

www.pathagar.com

রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের তাগিদ বিশ্বনেতাদের

মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পদত্যাগের প্রশংসা করেছেন বিশ্ব নেতৃবৃন্দ। বেশির ভাগ বিশ্বনেতা তিন দশক ধরে মিসর শাসন করা এই নেতার পদত্যাগকে মিসরবাসীর বিজয় তথা গণতন্ত্রের বিজয় বলে অভিহিত করেছেন। তারা মিসরের এই পরিবর্তনকে ঐতিহাসিক বলে আখ্যা দিয়ে একে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন, মিসরের জনগণের আনন্দে তারাও শামিল। পাশাপাশি দেশটির গণতন্ত্রে উত্তরণ শান্তিপূর্ণভাবেই সম্পন্ন হবে বলে আশাবাদ ব্যক্ত করেছেন বিশ্বনেতারা। তবে তারা সামরিক বাহিনীর হাত থেকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন।

মোবারক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন - বান কি মুন : জাতিসঙ্ঘ মহাসচিব বান কি মুন বলেছেন, মোবারক জনতার ইচ্ছার কাছে মাথানত করেছেন। সেই সাথে জনগণের বৃহত্তর স্বার্থের কথা বিবেচনা করে মোবারক কঠিন সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে প্রশংসা করেন তিনি।

রাজনৈতিক নেতৃত্বের হাতে ক্ষমতা চাইলেন ওবামা : মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা বলেছেন, মিসরের জনগণ কথা বলে উঠেছে। তারা প্রকৃত গণতন্ত্রের চেয়ে একটুও কম কিছু নেবে না। তিনি বলেন, মিসর কখনো আর আগের অবস্থায় ফিরে যাবে না। তবে তিনি সামরিক বাহিনীকে রাজনৈতিক নেতৃত্বের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের তাগিদ দিয়েছেন। ওবামা বলেন, সামরিক বাহিনীর উচিত হবে রাজনৈতিক হস্তান্তর নিশ্চিত করা, যা মিসরবাসীর চোখে গ্রহণযোগ্য হবে। আর আগামী দিনগুলো যে মিসরের জন্য কঠিন হবে সে বিষয়েও সতর্ক করেছেন তিনি।

সাহসী ও দরকারি সিদ্ধান্ত - সারকোজি : ফ্রান্সের প্রেসিডেন্ট নিকোলাস সারকোজি মোবারকের পদত্যাগকে একটি সাহসী ও দরকারি সিদ্ধান্ত বলে অভিহিত করেছেন, সেই সাথে তিনি অভিনন্দন জানিয়ে বলেন, ফ্রান্স স্বাধীনতার পথে মিসরের প্রতিটি নাগরিককে আহ্বান জানায়।

মিসরের সামনে দারুণ এক সুযোগ - ডেভিড ক্যামেরন : ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, মোবারকের সরে দাঁড়ানোর ফলে মিসরের সামনে দারুণ এক সুযোগ এসেছে। তারা এখন এমন একটা সরকার বেছে নেয়ার সুযোগ পেয়েছে, যে সরকার দেশটিকে একই ছাতার তলে নিয়ে আসবে।

ঐতিহাসিক পরিবর্তন বললেন অ্যাঞ্জেলা মার্কেল : জার্মানির চ্যান্সেলর অ্যাঞ্জেলা মার্কেল বলেছেন, মোবারকের সরে দাঁড়ানো এক 'ঐতিহাসিক পরিবর্তন' হিসেবে গণ্য হবে।

এক সংবাদ সম্মেলনে মার্কেল বলেন, আজ বিশাল আনন্দের দিন। আমরা সবাই এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের প্রত্যক্ষদর্শী। মিসরের উল্লসিত জনতার সাথে আমি একাত্মতা প্রকাশ করছি।' তিনি আশা প্রকাশ করেন, মিসরের ভবিষ্যৎ সরকার মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি বজায় রাখবে। সেই সাথে ইসরাইলের সাথে হওয়া চুক্তিকে সম্মান

www.pathagar.com

জানাবে এবং ইসরাইলের নিরাপত্তার গ্যারান্টি দেবে।

মিসরের জনগণের জন্য ঐতিহাসিক দিন - জুলিয়া গিলার্ড : অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী জুলিয়া গিলার্ড বলেছেন, মোবারকের বিদায়ের দিনটি মিসরের জনগণের জন্য ঐতিহাসিক দিন। বিশ্ববাসী এই পরিবর্তনের কথা বহুদিন মনে রাখবে। পররাষ্ট্রমন্ত্রী কেভিন রুডও অনুরূপ মন্তব্য করেছেন।

মিসরে স্থিতিশীলতা আসবে - রুশ পররাষ্ট্রমন্ত্রী : রাশিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী সেগেই লাভরভ বলেছেন, সাম্প্রতিক এ পরিবর্তন দেশটিতে স্থিতিশীলতা আনবে এবং ক্ষমতার স্বাভাবিক প্রক্রিয়াকে পুনর্গঠন করবে।

তিনি বলেন, আমরা আশা করছি, শুধু সরকারি দল নয় বরং বিরোধী দলও পরিস্থিতি স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরিয়ে আনতে আগ্রহ দেখাবে। রাশিয়ার পদস্থ এক কর্মকর্তা বলেন, আমরা আশা করছি, শান্তিপূর্ণভাবেই গণতন্ত্রের দিকে মিসরের যাত্রা অব্যাহত থাকবে।

মিসরের জনগণের ওপর ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে - ক্যাথেরিন অ্যাস্টোন : ইউরোপীয় ইউনিয়নের (ইইউ) পররাষ্ট্রনীতি বিষয়ক প্রধান ক্যাথেরিন অ্যাস্টোন বলেছেন, ইইউ হোসনি মোকারকের সিদ্ধান্তকে সম্মান জানাচ্ছে। পদত্যাগ করে তিনি মিসরের জনগণের কথা রেখেছেন এবং দ্রুত সংস্কারের পথ খুলে দিয়েছেন।

তিনি বলেন, মিসরের ভবিষ্যৎ নির্ভর করছে সে দেশের সাধারণ মানুষের ওপর। আর এতে ইইউ তার সামর্থ্য অনুযায়ী যেকোনো সহায়তা করতে প্রস্তুত বলে জানান তিনি।

গণআন্দোলন দাবি আদায়ের দিকে যাবে - ইরানি পররাষ্ট্রমন্ত্রী : ইরানের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আলি আকবর সালেহি বলেছেন, মিসরের জনগণকে আমি অভিনন্দন জানাই। আশা করি, মিসরের গণআন্দোলন জোরদার হয়ে তাদের দাবি আদায়ের দিকে এগিয়ে যাবে।

মিসরের মানুষ যা চেয়েছে তাই দেখিয়েছে - তুর্কি পররাষ্ট্রমন্ত্রী : তুরস্কের পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমেদ দেবতুগলো বলেছেন, মিসরের মানুষ যা চেয়েছে তাই দেখিয়ে দিয়েছে। তাদের আন্দোলনের শক্তির ফলে সেটা সম্ভব হয়েছে।

মিসরে শান্তিপূর্ণ গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে - ইসরাইলি কর্মকর্তা : ইসরাইলি সরকারের পক্ষে সে দেশের এক ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তা বলেছেন, মোবারকের পদত্যাগ মধ্যপ্রাচ্য পরিস্থিতির ওপর কেমন প্রভাব ফেলবে তা বলার সময় এখনো হয়নি। আমাদের প্রত্যাশা, মিসরে শান্তিপূর্ণভাবে গণতান্ত্রিক উত্তরণ ঘটবে এবং দেশটিতে স্থিতিশীলতা বজায় থাকবে।

মিসরের জনগণের আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার জন্য এ বিজয় - হামাস মুখপাত্র : গাজার শাসকগোষ্ঠী হামাসের মুখপাত্র স্যামি আবু জুহুরি বলেছেন, মিসরের জনগণের আত্মত্যাগ ও দৃঢ়তার জন্যই এ বিজয় সম্ভব হয়েছে। তিনি গাজার ওপর থেকে ইসরাইলী অবরোধ প্রত্যাহার এবং দুই দেশের মানুষের স্বাধীন ও অবাধ যাতায়াতের জন্য রাফা সীমান্ত অঞ্চল দ্রুত উন্মুক্ত করে দেয়ার জন্য মিসরের নতুন কর্তৃপক্ষের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন।

www.pathagar.com

খতিবদের বাকস্বাধীনতায় হস্তক্ষেপ

সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনে মোবারক মসজিদের আলেম-ওলামাদের প্রতি বিধি-নিষেধ আরোপ করেছিলেন। অনেকসময় খুতবার বক্তব্যও সরকার কর্তৃক নির্ধারণ করে দেওয়া হতো।

হাজার হাজার মসজিদ থেকে আলেম-ওলামারা মোবারকের পতনের জন্য দোয়া করে বিক্ষোভকারীদের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে বিক্ষোভে যোগ দেন।

মিসরে সামরিক নেতৃত্ব

সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে ক্ষমতা দিয়ে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক গতকাল পদত্যাগ করেছেন। ফলে মিসরের আগামী কয়েক দিনের ভবিষ্যৎ অনেকাংশেই সামরিক নেতৃত্বের ওপর নির্ভর করছে। তাদের দিকেই এখন সবার নজর।

এই কাউন্সিলের আকার একেবারে ছোট নয়। ভাইস প্রেসিডেন্ট ও সাবেক গোয়েন্দা প্রধান ওমর সোলেইমানসহ সামরিক বাহিনীর বর্তমান ও সাবেক অনেক গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এই পরিষদের সদস্য। অন্যান্য সদস্যের মধ্যে রয়েছেন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ হোসেইন তানতাভি, সেনাবাহিনী প্রধান লে. জেনারেল সামি আনান, এয়ার মার্শাল আহমদ শফিক, বিমান প্রতিরক্ষা প্রধান লে. জেনারেল আবদুল আজিজ সাইফ-আলদিন, নৌবাহিনীর প্রধান ভাইস অ্যাডমিরাল মোহাব মামিশ।

আন্দোলন চলাকালে সামরিক বাহিনীর ভূমিকা ছিল নজিরবিহীন। ২৮ জানুয়ারি তাদের রাজপথে মোতায়েন করা হয়। তারা প্রেসিডেন্টের প্রতি অনুগত থেকেই বিক্ষোভকারীদের সমর্থন অর্জন করে। তারা মোবারকের প্রাসাদ, তাহরির স্কোয়ারসহ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ স্থাপনা পাহারা দিয়েছে। মেজর পর্যায়ের অনেক সেনাকর্মকর্তা তাহরির স্কোয়ারে গিয়ে আন্দোলনের সাথে একাত্মতাও প্রকাশ করে।

সেনাবাহিনীর প্রতি মিসরীয়দের আগে থেকেই আস্থা ছিল। হোসনি মোবারকের স্বৈরশাসনকালে পুলিশ বাহিনী যেভাবে নির্যাতন, নিপীড়ন চালিয়েছিল, সেনাবাহিনীর হাত সেভাবে কলুষিত হয়নি। মিসরে প্রত্যেক তরুণের সামরিক প্রশিক্ষণ বাধ্যতামূলক। প্রতি পরিবারেরই কেউ না কেউ সামরিক বাহিনীতে কাজ করেন। ফলে সেনাবাহিনীর দমন অভিযান চালানোর মানেই ছিল আপনজনের রক্ত ঝরানো। সেনাবাহিনী প্রাজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছে।

সামরিক বাহিনীর ভূমিকার দিকে সবার নজর ছিল। বৃহস্পতিবার সামরিক বাহিনীর কথিত 'ইশতেহার-১' থেকে মনে হতে থাকে, তারা ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। কিন্তু সেনাবাহিনীর একজন কর্নেল 'ইশতেহার-২' নামে এক বিবৃতিতে প্রেসিডেন্টের বাসভবনের সামনে মোবারকের সংস্কার পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করলে আন্দোলনকারীদের জন্য একটি বড় ধরনের আঘাত বিবেচিত হয়। জুমার খুতবার একেবারে শেষ পর্যায়ে ইমাম সাহেব সেনাবাহিনীর প্রতি বলেন, 'এমনভাবে কাজ

www.pathagar.com

করুন যা হাশরের ময়দানে আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য হয়'। গতকাল সকালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল হোসেইন তানতাভির সভাপতিত্বে সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের সভাশেষে ওই ইশতেহার দেয়া হয়। এতে চলমান অচলাবস্থার অবসান ঘটার সাথে সাথেই জরুরি অবস্থা তুলে নেয়ার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এতে প্রেসিডেন্ট মোবারকের ক্ষমতা ভাইস প্রেসিডেন্ট সোলেইমানের হাতে হস্তান্তরের বিষয়টিও সমর্থন করা হয়। সেই সাথে একটি অবাধ ও সুষ্ঠু নির্বাচনসহ সাংবিধানিক পরিবর্তন এবং জাতিকে সুরক্ষার নিশ্চয়তা দেয়া হয়। এ ছাড়াও মিসরে জনগণকে শান্ত হয়ে স্বাভাবিক জীবনযাত্রা ফিরিয়ে আনার আহ্বানও জানিয়েছে সেনাবাহিনী। সামরিক বাহিনী জনগণের প্রতি স্বাভাবিক কার্যক্রম আবার শুরুর আহ্বান জানায়। তবে শেষ পর্যন্ত তাদের হাতে ক্ষমতা দিয়েই বিদায় নেন মোবারক।

তবে এবার তাদের কোনো রাজনৈতিক পরিকল্পনা ছিল কি না তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই দ্বিধা রয়েছে। অনেকেই মনে করেন, তারা একেক গ্রুপকে একেক ইঙ্গিত দিয়েছে। ফলে তারাই হয়ে পড়ে চাবিকাঠি।

১৯৫২ সালে ব্রিটিশ সমর্থিত রাজতন্ত্রকে উচ্ছেদের পর থেকে ক্ষমতাসীন চার প্রেসিডেন্টের সবার প্রতিই অনুগত থাকে সেনাবাহিনী। যুক্তরাষ্ট্র থেকে ১.৩ বিলিয়ন ডলার সামরিক সাহায্যপুষ্ট এই বাহিনী সত্তরের দশক পর্যন্ত রাজনৈতিকভাবে বেশ আলোচিত ছিল। তখন শীর্ষ সামরিক ব্যক্তিত্বদের নাম ঘরে ঘরে শোনা যেত। তখন থেকেই তারা নেপথ্যে চলে যান।

ওয়াশিংটনের সেন্টার ফর স্ট্র্যাটেজিক ও ইন্টারন্যাশনাল স্টাডিজের অ্যান্থনি করডেসম্যান বলেন, রাজনৈতিক ডামাডোলে মিসরের সামরিক বাহিনী হয়তো চূড়ান্ত রায় দেয়। তবে তারা আলজেরিয়ার মতো সরকারের নিয়ামক শক্তি নয়। তারা অর্থনীতি বা বেসামরিক সরকারের প্রধান শক্তি নয়, তাদের ওপর গোয়েন্দা বাহিনী কড়া নজর রাখতো।

যা-ই হোক, গণতন্ত্রে উত্তরণে সেনাবাহিনীর ভূমিকা অত্যন্ত কার্যকর।

কাউন্সিলের কয়েকজন সদস্যের পরিচয় এখানে তুলে ধরা হলো–

হোসেইন তানতাভি : ফিল্ড মার্শাল তানতাভি ছিলেন মোবারকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ। মোবারকের বেয়াই হওয়ায় তাদের মধ্যকার পারিবারিক বন্ধনও ছিল। মোবারকের ছেলে ও সম্ভাব্য উত্তরসূরি বিবেচিত জামাল বিয়ে করেছেন তার মেয়েকে। তানতাভি ১৯৯১ সালে প্রতিরক্ষামন্ত্রী ও মিসরের সশস্ত্র বাহিনীর কমান্ডার-ইন-চিফ হন। ১৯৮৯ সালে তিনি মিসরীয় হিসেবে ফিল্ড মার্শাল হয়েছিলেন। অনেকে তানতাভিকে সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট হিসেবে উল্লেখ করেছেন। চলতি গণ-আন্দোলন চলাকালে তিনি প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পাশাপাশি উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবেও পদোন্নতি পান। ৪ ফেব্রুয়ারি তিনি সরকারের প্রথম সদস্য হিসেবে তাহরির স্কোয়ারে বিক্ষোভকারীদের সামনে উপস্থিত হয়েছিলেন। সেখানে তিনি বিক্ষোভকারী ও সেনাসদস্য উভয় গ্রুপের সাথেই কথা বলেছিলেন।

রেজা মাহমুদ হাফিজ মোহাম্মদ : বিমান বাহিনী প্রধান এয়ার মার্শাল রেজা মাহমুদ ২০০৫ সালে ইস্টার্ন এয়ার জোন ও তার পর সাউদার্ন এয়ার জোনের দায়িত্ব লাভ

www.pathagar.com

করেন। ২০০৭ সালের ১ জুলাই তিনি অপারেশন্স ডিপার্টমেন্টের প্রধান হন এবং ওই বছরের শেষে বিমান বাহিনীর চিফ অব স্টাফ পদে নিযুক্ত হন। ২০০৮ সালের ২০ মার্চ তিনি মাগদি জালাল শারাবির স্থলে বিমান বাহিনী প্রধানের দায়িত্ব লাভ করেন।

সামি হাফিজ আনান : লে. জেনারেল সামি আনান চার লাখ ৬৮ হাজার সৈন্যের কমান্ডার। মিসরের চলমান ঘটনাবলিতে তাকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ চরিত্র হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছিল। এমনকি পরবর্তী সময়ে সরকার গঠন, নির্বাচন ইত্যাদি কার্যক্রমেও তার ভূমিকা হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। গণ-আন্দোলন শুরুর সময় তিনি ওয়াশিংটন ছিলেন। আন্দোলনের খবর শুনে সফর সংক্ষিপ্ত করে দেশে ফেরেন। খবর প্রকাশিত হয় যে যুক্তরাষ্ট্র তাকে মধ্যস্থতাকারী হিসেবে বিবেচনা করেছিল। জনগণের মধ্যেও তার জনপ্রিয়তা রয়েছে। তিনি ব্যক্তিগত জীবনে সৎ। ফলে অনেকের কাছে তার গ্রহণযোগ্যতা রয়েছে।

মিসরের সংবিধান নিয়ে বিতর্ক

মোবারক বিরোধীদের একটি অন্যতম প্রধান দাবি হচ্ছে, দেশটির সংবিধানের পরিবর্তন। মূলত দু'টি কারণে সংবিধান নিয়ে বিতর্ক দেখা দেয়। প্রথমত মোবারক বিরোধীরা বলছে, বর্তমান সংবিধান মারাত্মক ত্রুটিযুক্ত। তাই এর প্রধান প্রধান ধারাগুলো সংশোধন প্রয়োজন। দ্বিতীয়ত জরুরি পরিস্থিতিতে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে সংবিধানে কিছু বলা নেই।

যুক্তরাষ্ট্রের জর্জ ওয়াশিংটন ইউনিভার্সিটির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের প্রফেসর নাথান জে. ব্রাউন মিসরের সংবিধান নিয়ে বিতর্কের ব্যাখ্যা করেছেন। তিনি বলেন, সংবিধানের ৮২, ৮৪ ও ৮৫ নম্বর ধারা তিনটি ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়ে প্রভাব রাখে। ৮২ ধারায় বলা হয়েছে, কোনো অনাকাঙ্ক্ষিত পরিস্থিতির কারণে প্রেসিডেন্ট তার দায়িত্ব পালনে ব্যর্থ হলে ভাইস প্রেসিডেন্ট তার স্থলাভিষিক্ত হবেন। যদি ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য থাকে তবে প্রেসিডেন্টের দায়িত্ব পালন করবেন প্রধানমন্ত্রী। তবে এরূপ দায়িত্বপ্রাপ্ত ব্যক্তি সংবিধান স্থগিত বা সংশোধন, সংসদ ভেঙে দেয়া বা মন্ত্রিসভা ভেঙে দিতে পারবেন না। অন্য দিকে ৮৪ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, কোনো কারণে রাষ্ট্রপতি পদ শূন্য হলে স্পিকার সাময়িকভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। যদি সে সময় সংসদ বলবত না থাকে তবে সুপ্রিম কনস্টিটিউশনাল কোর্ট ক্ষমতা গ্রহণ করবে। সে ক্ষেত্রে কোনো একজন নিজেকে প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা দিতে পারবেন না। দ্য পিপলস অ্যাসেম্বলি তখন রাষ্ট্রপতিপদ শূন্য ঘোষণা করবে। পরবর্তী সময়ে ৬০ দিনের মধ্যে নতুন প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা হবে। ৮৫ নম্বর ধারায় বলা হয়েছে, প্রেসিডেন্টের বিরুদ্ধে প্রতারণা বা কোনো ফৌজদারি অপরাধ প্রমাণিত হলে সাথে সাথে তিনি ক্ষমতাচ্যুত হবেন। সে ক্ষেত্রে ভাইস প্রেসিডেন্ট ক্ষমতা গ্রহণ করবেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট পদ শূন্য থাকলে প্রধানমন্ত্রী প্রেসিডেন্টের পদ গ্রহণ করবেন। তবে তিনি সংবিধান পরিবর্তন, সংসদ ভেঙে দেয়া বা মন্ত্রিসভা বাতিল করতে পারবেন না।

সংবিধানের এই ধারাগুলোর ব্যাখ্যায় প্রফেসর নাথান বলেন, এখন মোবারকের বিদায়ে যিনি ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হবেন তিনি সংবিধান অনুযায়ী নতুন নির্বাচন দিতে

www.pathagar.com

পারবেন না বা নতুন পার্লামেন্ট গঠন করতে পারবেন না। আগামী সেপ্টেম্বরে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা, তার মানে সে পর্যন্ত পুরাতন সংবিধানেই দেশ চলার কথা।

সংবিধান স্থগিত, বিলুপ্ত পার্লামেন্ট

মিসরের সেনা কর্তৃপক্ষ গত ১৩ ফেব্রুয়ারি পার্লামেন্ট ভেঙে দিয়ে সংবিধান স্থগিত করেছে। রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে সম্প্রচারিত এক বিবৃতিতে সেনাবাহিনীর সর্বোচ্চ পরিষদ (সুপ্রিম কাউন্সিল) পার্লামেন্ট ভেঙে সংবিধান স্থগিতের ঘোষণা দিয়ে জানায়, আগামী ছয় মাস বা নির্বাচন পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করবে সুপ্রিম কাউন্সিল। সংবিধান সংশোধনীর জন্য একটি গণভোট অনুষ্ঠানের ব্যাপারেও প্রতিশ্রুতি দেয় কাউন্সিল।

মিসরের প্রধানমন্ত্রী গতকাল মন্ত্রিসভার বৈঠক শেষে কাজ চালিয়ে যাওয়ার ঘোষণার পর পরই পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ও সংবিধান স্থগিতের ঘোষণা দেয়া হলো।

রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা বলছেন, মোবারকের পদত্যাগের পর প্রধানমন্ত্রী আহমেদ শফিকের সাথে সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের মধ্যে কোনো মতদ্বৈতের আভাস পাওয়া না গেলেও এখন এটা পরিষ্কার যে, সর্বময় ক্ষমতা এখন সামরিক বাহিনীর হাতে। সেনাবাহিনী মুবারকের পর প্রেসিডেন্ট, প্রধানমন্ত্রী ও অন্যান্য মন্ত্রীদের অফিসের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে এবং তাদের নির্দেশনা মাফিক এসব অফিস পরিচালনার পর চাপের মুখে তাহরীর স্কয়ার থেকে নতুন প্রধানমন্ত্রীসহ অন্যান্য মন্ত্রী নিয়োগ দেন।।

সেনাবাহিনী বলছে, তারা অস্থায়ীভাবে ক্ষমতা গ্রহণ করেছে। ছয় মাস বা তার চেয়েও কম সময়ে তারা নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করবে। এর মধ্যে তারা সংবিধানে প্রয়োজনীয় সংশোধনীর জন্য গণভোটের আয়োজন করবে।

এ দিকে মিসরে গণতান্ত্রিক পরিবেশ সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত তাহরির স্কোয়ার ছাড়েনি বিক্ষোভকারীরা। গতকাল সেনাবাহিনী ও পুলিশ বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে দিতে চাইলে কিছুটা উত্তপ্ত পরিস্থিতিরও সৃষ্টি হয়। তবে পুলিশ স্কোয়ার থেকে সরে গেলে উত্তেজনা বেশি দূর গড়ায়নি। সার্বিকভাবে মিসরে জীবনযাত্রা স্বাভাবিক হয়ে আসে।

২০ দিন ধরে তাহরির স্কোয়ারে অবস্থানকারী বিক্ষোভকারীদের দখলে থাকা তাহরির স্কোয়ারের নিয়ন্ত্রণ গ্রহণ করতে সৈন্যদল সেখানে জড়ো হতে থাকে। অবস্থানকারীরা আতঙ্কিত হয়ে দেখতে পান শ' শ' পুলিশ সেখানে প্রবেশ করছে। যুগের পর যুগ এসব পুলিশই জনতার ওপর নির্যাতন চালিয়েছে; ফলে বেশ উত্তেজনাকর পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়। সামরিক পুলিশের প্রধান ইব্রাহিম মোস্তফা আলী বলেন, আমরা স্কোয়ারে আজকের পর আর কোনো বিক্ষোভকারীকে দেখতে চাই না। এ সময় বিক্ষোভকারীদের সরে যেতে বলা হলে তাদের সাথে সেনা ও পুলিশ সদস্যদের বাদানুবাদও হয়। পুলিশ ও সেনাসদস্যদের উপস্থিতির খবর ছড়িয়ে পড়লে হাজার হাজার মানুষ সেখানে হাজির হন। বিক্ষোভকারীরা তাদের অবস্থানে অনড় থাকলে পুলিশ বাহিনী চলে যায়। যাওয়ার সময় কোনো কোনো পুলিশ সদস্য বলতে থাকে,

www.pathagar.com

এটি নতুন মিসর, এখানে পুলিশ আর জনগণ এক। জবাবে জনতা বলেন– তোমরা ফিরে যাও, ফিরে যাও। তবে সেনাবাহিনী এখনো তাহরির স্কোয়ার ঘিরে রেখেছে।

কোনো কোনো বিক্ষোভকারী বলেন, আমাদের সরানোর চেষ্টা না করে আমাদের দাবিগুলো পূরণ করো। বিক্ষোভকারী আশরাফ আহমদ জানান, সেনারা তার তাঁবু নিয়ে যেতে পারে, কিন্তু তিনি যাচ্ছেন না। কারণ আরো অনেক কিছু রয়ে গেছে। তারা এখনো কিছুই বাস্তবায়ন করেনি। বিক্ষোভ আয়োজনকারীরা জানান, সুপ্রিম কাউন্সিল সংস্কারের দাবি পূরণ না করলে তারা আবার বিক্ষোভ শুরু করবেন। এই স্কোয়ার ছিল মিসরে ১৮ দিনের গণবিস্ফোরণের কেন্দ্রস্থল, যা প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে পদত্যাগে বাধ্য করে। রাজনৈতিক সংস্কারের ধরন কী হবে এবং তা নিয়ে সেনাবাহিনীর সাথে আলোচনার জন্য আন্দোলনকারীরা ২০ সদস্যের একটি কমিটিও গঠন করেছেন। অনেক বিক্ষোভকারীর আশঙ্কা, পরিস্থিতি স্বাভাবিক হলে মোবারক হয়তো আবার ফিরে আসবেন। তবে সাধারণভাবে সেখানে অবস্থানকারী বিক্ষোভকারীদের মধ্যে আনন্দই দেখা যাচ্ছে। অনেকেই গান-বাজনায় সময় কাটাচ্ছেন। মিসরে উৎসব সপ্তাহও ঘোষণা করা হয়েছে।

মোবারক পদত্যাগ করার পর বেশির ভাগ বিক্ষোভকারী তাহরির স্কোয়ার ত্যাগ করে বাড়ি ফিরে যান। মোবারকের পদত্যাগের পর একটি সামরিক পরিষদ ক্ষমতা গ্রহণ করে এবং দ্রুত গণতন্ত্রের পথ উন্মুক্ত করার অঙ্গীকার করে।

সকালে কায়রোসহ বড় শহরগুলোতে জনজীবন অনেকটাই সচল দেখা যায়। ব্যাংক ও ব্যবসাপ্রতিষ্ঠানগুলো খুলেছে। মানুষও প্রাত্যহিক জীবনযাপনে ফিরতে শুরু করেছেন। ১৮ দিন পর তাহরির স্কোয়ারের কিছু অংশে যানবাহন চলাচল শুরু হয়।

প্রস্তাবনা আসছে : মিসরকে গণতান্ত্রিক দেশ হিসেবে গড়ে তুলতে নানামুখী উদ্যোগ দেখা যাচ্ছে। বিভিন্ন রাজনৈতিক দল নিজেদের দৃষ্টিকোণ থেকে প্রস্তাব পাঠাচ্ছে। বিচারপতিরাও সংবিধান সংস্কারে উদ্যোগ নিচ্ছেন। এ ছাড়া আরব লিগের মহাসচিব প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশ নিতে বর্তমান পদ থেকে পদত্যাগ করার কথা বিবেচনা করছেন।

মন্ত্রিসভার বৈঠক : প্রধানমন্ত্রী আহমদ শফিক মোবারক-পরবর্তী মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠকের পর বলেছেন, তার সরকারের সবচেয়ে অগ্রাধিকারপ্রাপ্ত বিষয় হচ্ছে মিসরের নাগরিকদের নিরাপত্তারব্যবস্থা করা। মোবারকের আমলে নিযুক্ত মন্ত্রিসভার মুখপাত্র গতকাল জানান, মন্ত্রিসভায় এখনো কোনো রদবদল হয়নি। তারা এখন রাজনৈতিক কার্যক্রম পর্যবেক্ষণ করছেন।

সেনাবাহিনীর অঙ্গীকার : মিসরের সেনাবাহিনীর নতুন নেতৃত্ব গণতন্ত্রের পথচলা সুগম করার এবং ইসরাইলের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি মেনে চলার ব্যাপারে দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছে। কোনো সময়সীমা বেঁধে না দিলেও সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিল জানিয়েছে, নির্বাচিত প্রতিনিধিদের হাতে শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তর এবং গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থা প্রতিষ্ঠা পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকার ক্ষমতায় থাকবে।

মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা সেনাবাহিনীর এই অঙ্গীকারের প্রশংসা করেছেন। হোয়াইট হাউজ জানিয়েছে, ওবামা যুক্তরাজ্য, সৌদি আরব ও তুরস্কের নেতাদের

www.pathagar.com

সাথে কথা বলেছেন এবং দেশটির এই ঐতিহাসিক পরিবর্তনের জন্য মিসরীয় জনগণকে শুভেচ্ছা জানিয়েছেন। মোবারকের ঘনিষ্ঠ মিত্র সৌদি আরব তার প্রথম প্রতিক্রিয়ায় অন্তর্বর্তী সরকারকে স্বাগত জানিয়েছে।

সৌদি আরব শুরুতে মোবারককে সমর্থন করলেও শান্তিপূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরকে স্বাগত জানিয়ে আশাবাদ প্রকাশ করেছে সশস্ত্র বাহিনী শান্তি ও স্থিতিশীলতা বয়ে আনবে। সৌদি প্রেস এজেন্সি এ কথা জানায়। ইসরাইলি প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন নেতানিয়াহু এই আশ্বাসকে স্বাগত জানিয়ে বলেছেন– ইসরাইল ও মিসরের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী শান্তিচুক্তি মধ্যপ্রাচ্যে শান্তি ও স্থিতিশীলতার মূলভিত্তি।

সেনাবাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের কয়েকজন উল্লেখযোগ্য সদস্য : কমান্ডার ইন চিফ ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী, ফিল্ড মার্শাল হোসেন তানতাবি; চিফ অব স্টাফ, লে. জে. সামি হাফিজ আনান; এয়ারফোর্স কমান্ডার, এয়ার মার্শাল রাজা মাহমুদ হাফিজ; প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর সহকারী, জেনারেল মহসিন আল ফাঙ্গারি ও বর্ডার গার্ড কমান্ডার জেনারেল মোহাম্মদ আবদেল নবি মুবারকের ক্ষমতায় টিকিয়ে রাখতে নানাবিধ কর্মসূচি গ্রহণ করেন।

সাবেক প্রধানমন্ত্রীর দেশত্যাগে নিষেধাজ্ঞা : মিসরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমেদ নাজিফ, সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবিব আল-আদলি ও তথ্যমন্ত্রী আনাস আল-ফেক্কির দেশত্যাগের ওপর নিষেধাজ্ঞা জারি করা হয়েছে।

উল্লেখ্য, বিক্ষোভকারীদের দাবির মুখে মোবারক তার মন্ত্রিসভা রদবদল করলেও আনাসকে দায়িত্বে বহাল রাখেন। এ ছাড়া বেশ কয়েকজনের সম্পত্তিও জব্দ করা হয়েছে। বিক্ষোভকারীরা এসব উদ্যোগকে স্বাগত জানাচ্ছেন।

মোবারকের আশ্রয় : হোসনি মোবারকের বিমান শারজায় অবতরণ করছে বলে যে খবর প্রকাশিত হয়েছে, শারজার বেসামরিক বিমান চলাচল দফতর তা অস্বীকার করেছে। অন্য একটি খবরে জানানো হয়েছে, মোবারক অবকাশ কেন্দ্র শারম আল শেখে তার বিলাসবহুল বাসভবনে অবস্থান করছেন।

পুলিশের মধ্যে ক্ষোভ : মিসরীয় বাহিনী মোবারকের আমলে নির্যাতন চালানোর জন্য কুখ্যাতি অর্জন করলেও এখন তারাও বলছে, তারা সে সময়ে বঞ্চিত ছিল। তারা এখন বর্ধিত বেতন ও আইনি সুরক্ষা দাবি করছে। গতকাল স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সামনে গুলির শব্দ শোনা গেলে আতঙ্কজনক পরিবেশের সৃষ্টি হয়। পরে নিরাপত্তা বাহিনীর একজন সদস্য জানান, তারা ফাঁকা গুলি ছুড়েছিলেন।

আয়মান নামের একজন পুলিশ জানান, আমি ১২ বছর ধরে কাজ করছি। আমার বেতন মাত্র ৬৭৮ পাউন্ড (১১৫ ডলার)। এ টাকা দিয়ে কী করব? আরেক পুলিশ সদস্য জানান, উচ্চপদস্থ কর্মকর্তারাই সব সুবিধা পেয়েছে। তারাই আমাদের জনগণের কাছ থেকে অর্থ আদায় করতে উৎসাহিত করত।

দুই মাসের মধ্যে গণভোট

১৪ ফেব্রুয়ারি থেকে ১০ দিনের মধ্যে মিসরের সংবিধান সংশোধন চূড়ান্ত ও দুই মাসের মধ্যে গণভোট আয়োজনের আশাবাদ ব্যক্ত করেছে ক্ষমতাসীন সামরিক সুপ্রিম

www.pathagar.com

কাউন্সিল। সুপ্রিম কাউন্সিল বিভিন্ন পেশাজীবীদের চলমান ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে।

মিসরের সামরিক সুপ্রিম কাউন্সিল বিক্ষোভকারীদের আশ্বস্ত করেছে, ১০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংশোধন চূড়ান্ত হবে এবং দুই মাসের মধ্যে তা অনুমোদনের জন্য গণভোটে দেয়া যাবে। এর ফলে নির্বাচন অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা আরো সহজ হবে।

সার্চ ইঞ্জিন গুগলের নির্বাহী ও বিক্ষোভ আয়োজনের অন্যতম নায়ক ওয়েল গানিম তার ফেসবুকে বলেন, তিনি ও বিক্ষোভে সম্পৃক্ত অন্য সাত কর্মী রোববার রাতে সুপ্রিম কাউন্সিলের দুই সদস্যের সাথে সাক্ষাৎ করেছেন। তিনি তার ফেসবুকে লিখেন, সুপ্রিম কাউন্সিল সৎ, সম্মানিত ও অরাজনৈতিক লোকদের নিয়ে একটি সাংবিধানিক কমিটি গঠন এবং ১০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংশোধন করবে। দুই মাসের মধ্যে সংশোধিত সংবিধানের ওপর গণভোট অনুষ্ঠিত হবে।

সামরিক বাহিনী রোববার পার্লামেন্ট ভেঙে দেয় এবং সংবিধান স্থগিত করে। তারা ছয় মাস বা নতুন নির্বাচন হওয়ার আগ পর্যন্ত দেশ পরিচালনা করবে বলে জানিয়েছে।

ফেসবুকে বলা হয়, সামরিক বাহিনী আশ্বস্ত করেছে, তারা ক্ষমতা দখল করতে চায় না এবং মিসরের অগ্রগতির জন্য বেসামরিক রাষ্ট্র একমাত্র পথ। তবে বর্তমান মন্ত্রিসভা বহাল রাখার পক্ষে সামরিক বাহিনী যুক্তি দিয়ে বলে, তারা জনস্বার্থে পরিবর্তনের জন্য দ্রুততার সাথে কাজ করছে।

আন্দোলনের সময় নিখোঁজ সব বিক্ষোভকারীর সন্ধান চালানোরও প্রতিশ্রুতি দিয়েছে সামরিক বাহিনী। গানিম ও তার সঙ্গীরা সব রাজবন্দীর মুক্তিও দাবি করে। মোবারকবিরোধী বিক্ষোভে অন্তত ৫০০ লোক গ্রেফতার হয়। আর মিসরে প্রায় ১৭ হাজার রাজবন্দী রয়েছেন। বৈঠকে সেনাবাহিনী দুর্নীতিবাজদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়ার অঙ্গীকার করেছে। সামরিক বাহিনী রাজনৈতিক দল গঠনেও তরুণদের উৎসাহিত করে। এ ধরনের বৈঠক নিয়মিত হওয়ারও আশ্বাস দেয়া হয়।

মিসরের নতুন সামরিক শাসক পার্লামেন্ট বিলুপ্ত ও সংবিধান স্থগিত করার ঘোষণা দেয়ার পর হাজার হাজার বিক্ষোভকারী আন্দোলনের কেন্দ্রস্থল কায়রোর তাহরির স্কোয়ার ত্যাগ করেছেন। একপর্যায়ে পুরো তাহরির স্কোয়ার ফাঁকা হয়ে যায়। পরে অবশ্য বেশ কয়েকজন বিক্ষোভকারী সেখানে অবস্থান গ্রহণ করেন।

সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান ফিল্ড মার্শাল হোসেইন তানতাভি সংবিধান সংস্কার প্রশ্নে দেশের প্রধান বিচারপতির সাথে কথা বলেছেন। তবে ধর্মঘটের মধ্যে ব্যাংকগুলো বন্ধ থাকে এবং পবিত্র ঈদে মিলাদুন্নবী সা. উপলক্ষে সরকারি ছুটি পালিত হয়।

এ দিকে সামরিক বাহিনী ধর্মঘট প্রত্যাহারের আহ্বান জানিয়েছে। গতকাল রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে 'ইশতিহার ৫'-এ সুপ্রিম কাউন্সিলের একজন মুখপাত্র জাতীয় সংহতির আহ্বান জানিয়ে বলেন, ধর্মঘটের ফলে দেশের অর্থনীতি মারাত্মকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে। মিসরে সামরিক বাহিনীর কর্তৃত্ব সুসংহত হলেও উচ্চতর বেতনভাতার দাবিতে শ্রমিকদের মধ্যে অসন্তোষ বাড়ছে। অ্যাম্বুলেন্সচালক, পরিবহন শ্রমিক, পুলিশ ইত্যাদি পেশার হাজার হাজার সরকারি কর্মচারী ধর্মঘট করছেন। এটি তাদের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ বলে অনেকে মনে করছেন।

www.pathagar.com

নিহতদের স্মরণে গতকাল কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে শ্রদ্ধাজ্ঞাপন করা হয়। তারা জানান, শহীদদের আত্মত্যাগ চিরদিন স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

এ দিকে বিভিন্ন সরকারি অফিস থেকে মোবারকের ছবি সরিয়ে ফেলা হয়েছে। সেখানে এখন পবিত্র কুরআন ও হাদিসের বাণী শোভা পাচ্ছে।

গামালকে দায়ী করলেন বড় ভাই : মিসরীয় দৈনিক *আল-আখবার* জানিয়েছে, আলা হোসনি মোবারক তার পিতার ভাবমর্যাদা নষ্ট করার জন্য ছোট ভাই গামালকে অভিযুক্ত করেছেন। বৃহস্পতিবার মোবারক যখন রাষ্ট্রীয় টেলিভিশনে ভাষণ দেয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন, তখন তার দুই ছেলে এ নিয়ে ঝগড়ায় জড়িয়ে পড়েন। পত্রিকায় প্রকাশিত তথ্যানুযায়ী, আলা তার ছোটভাই গামালকে বলেন, তুমি তোমার বন্ধুদের জন্য দরজা খুলে দিয়ে দেশকে ধ্বংস করেছ। আর তার পরিণাম এটি। পরে অন্যরা এসে তাদের নিবৃত্ত করেন।

মোবারকের ভাষণের প্রথম খসড়াটি বাদ দেয়ায়ও আলা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ওই পরিকল্পনায় ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমানকে বেসামরিক ও সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলকে সামরিক ক্ষমতা দেয়ার প্রস্তাব দেয়া হয়েছিল। গামাল (৪৭) ২০০২ সালে ক্ষমতাসীন দলের শীর্ষ পদে আসীন হওয়ার পর থেকে ব্যাপক রাজনৈতিক প্রভাবের অধিকারী হন।

সংবিধান সংশোধন : গণভোট অনুষ্ঠিত

সংবিধান সংশোধনের বিষয়ে ১৯ মার্চ শনিবার ঐতিহাসিক গণভোটে অংশ নিয়েছেন মিসরের জনগণ। গণ-আন্দোলনের মুখে গত ১১ ফেব্রুয়ারি শাসক হোসনি মোবারকের পতনের পাঁচ সপ্তাহ পর সেখানে এই প্রথম গণভোট অনুষ্ঠিত হলো। গণভোটে চার কোটি ভোটার অংশগ্রহণ করেন।

স্থানীয় সময় সকাল ৮টায় ভোটগ্রহণ শুরু হয় এবং তা চলে সন্ধ্যা ৭টা পর্যন্ত। মিসরের প্রেসিডেন্টের মেয়াদ ছয় বছর থেকে কমিয়ে চার বছরে নিয়ে আসার এবং নির্বাচিত হওয়ার ৩০ দিনের মধ্যে একজন ভাইস প্রেসিডেন্ট নিয়োগের বিধান প্রস্তাবিত সংবিধানে রাখা হয়েছে।

এ ছাড়া কেউ দুইবারের বেশি প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব পালন করতে পারবেন না এবং মিসরীয় নন এমন কাউকে বিয়ে করলে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়াতে পারবেন না বলেও খসড়া সংবিধানে প্রস্তাব করা হয়েছে।

এর আগে মিসরের সংবিধান পরিবর্তনের বিপক্ষে ভোট দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন দেশটির অন্যতম সম্ভাব্য প্রেসিডেন্ট প্রার্থী আরবলীগ মহাসচিব আমর মুসা। তার এ মতের প্রতি সমর্থন দিয়েছেন মিসরের অন্যতম নেতা আল বারাদি এবং সেকুলারপন্থী দলগুলো। তবে দেশটির সবচেয়ে বড় ও সংগঠিত রাজনৈতিক দল মুসলিম ব্রাদারহুড সংবিধান পরিবর্তনের জন্য 'হ্যাঁ' ভোট দিতে জনগণের প্রতি আহ্বান জানিয়েছে। দলটি সাবেক স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের আমলে ব্যাপকভাবে নির্যাতিত হয়েছিল।

www.pathagar.com

মুসলিম ব্রাদারহুডসহ অন্য ইসলামিক দলগুলো বলেছে, প্রয়োজনীয় সংশোধন করে বর্তমান সংবিধানটিই বহাল রাখা উচিত।

অন্য দিকে অন্যান্য বিরোধী দল এবং মোহাম্মদ এল বারাদি ও আমর মুসার মতো প্রেসিডেন্ট পদপ্রার্থীরা পুরনো সংবিধান বাতিল করে নতুন সংবিধান রচনার পক্ষে অবস্থান নিয়েছেন।

গণভোটে পুলিশকে সাহায্য করতে মাঠে নামানো হয়েছে ৩৭ হাজার সেনাসদস্য। আগামী সেপ্টেম্বর মাসে মিসরে পার্লামেন্ট নির্বাচন হওয়ার কথা রয়েছে। এরপর হবে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন।

মিসরের রাষ্ট্রীয় সংবাদ সংস্থার মাধ্যমে জানা যায়, ইউরোপীয় পার্লামেন্টের ১৪ জন সদস্য এই গণভোট পর্যবেক্ষণ করছেন।

ইসরাইলে গ্যাস রফতানিতে নিষেধাজ্ঞা

ইসরাইলে গ্যাস রফতানি বন্ধের নির্দেশ দিয়েছে মিসরের আদালত। গ্যাস রফতানিবিরোধী একটি জনপ্রিয় সংগঠন মামলা দায়ের করলে আদালত শুনানি শেষে এ নির্দেশ দেন।

আদালত দেশটির জ্বালানি মন্ত্রণালয়কে বলেছে, জাতীয় চাহিদা না মিটিয়ে এক ইউনিট গ্যাসও ইসরাইলে রফতানি করা যাবে না। গ্যাস রফতানিবিরোধী সংগঠনের প্রধান ইব্রাহিম ইউস্রি এ কথা জানিয়েছেন। মিসরের জনগণ ইসরাইলে গ্যাস সরবরাহের বিষয়টিকে কখনো ভালো চোখে দেখেনি।

১৯৭৯ সালে মার্কিন মধ্যস্থতায় ইসরাইল ও মিসর সরকারের মধ্যে যে কথিত শান্তিচুক্তি হয় তার অন্যতম প্রধান শর্ত ছিল ইসরাইলকে কায়রো গ্যাস সরবরাহ করবে। এর ধারাবাহিকতায় ২০০৫ সালে মিসর ও ইসরাইলের মধ্যে আড়াই শ' কোটি ডলারের গ্যাস চুক্তি হয় এবং ইসরাইল মোট গ্যাস চাহিদার ৪০ শতাংশ মিসর থেকে পায়। কিন্তু গত গ্রীষ্মে গ্যাসের তীব্র সঙ্কটের কারণে মিসরে মারাত্মক বিদ্যুৎ ঘাটতি দেখা দেয় এবং এ ঘটনার পর বহু বিশেষজ্ঞ ইসরাইলে গ্যাস সরবরাহ করার চুক্তিটি নতুন করে খতিয়ে দেখার পক্ষে মত দেন।

এ বিষয়ে মিসরের ইসলামপন্থী দল মুসলিম ব্রাদারহুড বলেছে, ইসরাইলের সাথে গ্যাস চুক্তি হয়েছিল এক প্রকার অন্ধকারে। নতুন জাতীয় সংসদ গঠন হলে বিষয়টি সেখানে তোলা হবে।

অন্তর্বর্তী সংবিধান প্রণয়নে কমিটি গঠন

মিসরে সাবেক এক বিচারপতির নেতৃত্বে অন্তর্বর্তী সংবিধান প্রণয়নের লক্ষ্যে আট সদস্যবিশিষ্ট কমিটি গঠন করা হয়েছে। দেশটির সামরিক নেতৃত্ব আন্দোলনের ফলে সৃষ্ট ক্ষয়ক্ষতি পুষিয়ে নিতে সাহায্য প্রদানের জন্য বিশ্ববাসীর প্রতি আহ্বান জানিয়েছে।

www.pathagar.com

সংবিধান কমিটির প্রধান সাবেক বিচারপতি তারেক আল-বিশরি গতকাল বলেন, সংবিধান সংশোধনের জন্য সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিল তাকে নিয়োগ করেছে। ব্যক্তিগতভাবে ধর্মনিরপেক্ষ বামপন্থী হলেও স্বাধীন বিচার বিভাগীয় ব্যবস্থার প্রবল সমর্থক আল-বিশরি মিসরে অত্যন্ত শ্রদ্ধাভাজন ব্যক্তিত্ব।

আট সদস্যবিশিষ্ট কমিটিতে খ্রিষ্টান ধর্মাবলম্বী সুপ্রিম কোর্টের বিচারপতিও রয়েছেন। কমিটির অন্য সদস্যরা বিচারপতি ও আইন বিশেষজ্ঞ। এতে মুসলিম ব্রাদারহুডের একজন সদস্যও রয়েছেন।

সুপ্রিম কাউন্সিল ১০ দিনের মধ্যে সংবিধান সংশোধন ও দুই মাসের মধ্যে গণভোট আয়োজনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছে। সামরিক নেতৃত্ব সংবিধানের ছয়টি ধারা সংশোধন বা বাতিলের ওপর সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। নতুন কমিটি এ কাজটিই করবে। কমিটির সদস্য আবদেল আল বলেন, পরবর্তী পার্লামেন্ট ও সরকারই পূর্ণাঙ্গ সংবিধানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবে।

মুসলিম ব্রাদারহুডের আইন বিশেষজ্ঞ ও কমিটির সদস্য সুবহি সালেম গতকাল বলেন, সংবিধানের ব্যাপক কোনো পরিবর্তন করার পরিকল্পনা আমাদের নেই। এখন শুধু স্বাধীনতা ও অন্যান্য অধিকারের ওপর বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করা হবে। সংবিধান সংস্কার কমিটিতে সালেমের নিয়োগে ধারণা করা হচ্ছে, প্রায় ছয় দশক নিষিদ্ধ থাকার পর সামরিক বাহিনী দলটিকে বৈধতা দিতে যাচ্ছে।

সাহায্যের আবেদন : পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ আবুল গেইত মিসরের অর্থনীতি পুনরুদ্ধারের জন্য বিশ্বসম্প্রদায়ের সহযোগিতা কামনা করেছেন। পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের এক বিবৃতিতে গেইত বলেন, রাজনৈতিক সঙ্কটের কারণে দেশের অর্থনীতির যে ক্ষতি হয়েছে, তা পুষিয়ে নিতে আন্তর্জাতিক পক্ষগুলোর কাছে সাহায্যের আবেদন জানাচ্ছি।

রাজনৈতিক দল গড়তে চায় মুসলিম ব্রাদারহুড

মিসরের প্রধান বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুড রাজনৈতিক পার্টি গঠনের ইচ্ছাপ্রকাশ করেছে। দলটির পক্ষ থেকে এক বিবৃতিতে বলা হয়, তারা অনেক বছর আগেই রাজনৈতিক পার্টি গঠনের পরিকল্পনা করেছিল। কিন্তু ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের দমননীতির কারণে তা সম্ভব হয়নি। বিবৃতিতে বলা হয়, রাজনৈতিক পার্টি গঠনের গণদাবি পূরণ হলে আমরা রাজনৈতিক পার্টি গড়ব।

১৯২০-এর দশকে প্রতিষ্ঠিত ব্রাদারহুডের মিসরে ব্যাপক গণভিত্তি রয়েছে। তবে মোবারক দলটিকে নিষিদ্ধ করে রেখেছিলেন। মোবারকের পতনের পর দলটি জানিয়েছে, আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তারা কোনো প্রার্থী দেবে না এবং পার্লামেন্ট নির্বাচনে শতকরা ৩০ ভাগের বেশি সংখ্যাগরিষ্ঠতা কামনা করবে না। মোবারকের আমলে রাজনৈতিক দল গঠন করতে হলে ক্ষমতাসীন ন্যাশনাল ডেমোক্র্যাটিক পার্টির নিয়ন্ত্রিত কমিশনের কাছ থেকে অনুমতি নিতে হতো। প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কেউ প্রতিদ্বন্দ্বিতা করতে চাইলে নানাভাবে তাকে বাধাগ্রস্ত করা হতো।

www.pathagar.com

মন্ত্রিসভায় রদবদল, ব্রাদারহুডের প্রত্যাখ্যান

কয়েকজন বিরোধীদলীয় নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করে মিসরের মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করা হয়েছে। তবে মুসলিম ব্রাদারহুড বলেছে, নতুন মন্ত্রিসভায় তাদের কোনো প্রতিনিধিকে রাখা হয়নি। মোবারকের মন্ত্রিসভার সব সদস্যের অপসারণের দাবিতে তারা নতুন মন্ত্রিসভা প্রত্যাখ্যান করেছে।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের বিরোধী কয়েকজন নেতাকে অন্তর্ভুক্ত করে প্রথমবারের মত মিসরের মন্ত্রিসভা পুনর্গঠন করা হয়েছে। তবে নতুন মন্ত্রিসভায় প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র, স্বরাষ্ট্র ও অর্থমন্ত্রণালয়ে কোনো রদবদল করা হয়নি। গুরুত্বপূর্ণ এই মন্ত্রণালয়গুলোতে পরিবর্তন আনা হবে কি না তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি।

সর্বশেষ রদবদলে মন্ত্রিসভায় স্থান পেয়েছে কিছু নতুন মুখ। তাদের মধ্যে নিবন্ধিত রাজনৈতিক দলের তিনজন রয়েছেন। রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত সংবাদ মাধ্যমের খবর অনুযায়ী নতুন মন্ত্রিসভায় উপপ্রধানমন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন ইয়াহিয়া আল গামাল। তিনি একজন অধ্যাপক ও আইন বিশেষজ্ঞ।

এ ছাড়া তিনি মোহাম্মদ আল বারাদির নেতৃত্বাধীন বিরোধীদের জোট ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর চেঞ্জের একজন নেতা। পর্যটন মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব পেয়েছেন মুনির আবদেল নূর। তিনি ওয়াফদ পার্টির সেক্রেটারি জেনারেল।

ভোট কারচুপি ও জালিয়াতির অভিযোগে অন্যান্য বিরোধী দলের সাথে ওয়াফদ পার্টি নভেম্বরের পার্লামেন্ট নির্বাচন বয়কট করেছিল। তবে অনেকেই এই দলটিকে মোবারকের ঘনিষ্ঠ সহযোগী মনে করত।

সোস্যাল সলিডারিটি ও সোস্যাল জাস্টিস বিষয়ক মন্ত্রী হয়েছেন তাগাম্মু পার্টির গোওদাত আবদেল খালেক।

রাজনৈতিক বিশ্লেষক ও 'ওয়াইজ ম্যান' কাউন্সিলের সদস্য আমর জামজাবিকে দেয়া হয়েছে যুব মন্ত্রণালয়ের দায়িত্ব। কায়রোয় একটি জনপ্রিয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের পরিচালক মোহাম্মদ আল সাবি পেয়েছেন সংস্কৃতি মন্ত্রীর দায়িত্ব। এ ছাড়া অভিবাসন মন্ত্রী হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন সাবেক সংস্কৃতি মন্ত্রী ফারুক হুসনীর বিপরীতে গিওরগেন্তি কয়লিনি। শিক্ষামন্ত্রী হিসেবে আহমেদ গামাল আল দিন ও বৈজ্ঞানিক গবেষণা মন্ত্রী হিসেবে ওমর সালামাকে নিয়োগ দেয়া হয়েছে।

এ দিকে মিসরের সবচেয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক দল হিসেবে পরিচিত মুসলিম ব্রাদারহুড নতুন মন্ত্রিসভা প্রত্যাখ্যান করেছে। তাদের কোনো প্রতিনিধি না রাখায় তারা ক্ষোভ প্রকাশ করে বলেছে, মন্ত্রিসভা থেকে মোবারকের সব সহযোগীকে বিদায় নিতে হবে।

ব্রাদারহুডের সিনিয়র সদস্য এসাম আল এরিয়ান বলেছেন, নতুন মন্ত্রিসভা গঠনের বিষয়ে কোনো পক্ষই তাদের সাথে যোগাযোগ করেনি। জনগণের দাবি পূরণ না হওয়ায় তারা নবগঠিত মন্ত্রিসভা প্রত্যাখ্যান করেছে বলে তিনি জানান। তিনি আরো

www.pathagar.com

বলেন, ক্ষমতাসীন মিলিটারি কাউন্সিলের প্রধান ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ হোসেন তানতাবি মোবারকের মন্ত্রিসভায় ২০ বছর প্রতিরক্ষা মন্ত্রির দায়িত্ব পালন করেছেন। মোবারকের সব সহযোগীর অপসারণ দাবি করে তিনি বলেন, আমরা একটি নতুন টেকনোক্র্যাট সরকার চাই যার সাথে পুরনো যুগের কোনো যোগাযোগ থাকবে না।

অন্তর্বর্তী সরকার ভেঙে দেয়ার দাবি : ফের বিক্ষোভ

পুরনো মুখে ভারাক্রান্ত অন্তর্বর্তী সরকারের অপসারণের দাবিতে ঐতিহাসিক তাহরির স্কোয়ারে গত ২২ ফেব্রুয়ারি মঙ্গলবার বিক্ষোভ হয়েছে। পরের শুক্রবার আন্দোলনকারীরা ১০ লাখ লোকের সমাবেশ আহ্বান করেছেন।

ব্যাপক আন্দোলনের মুখে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক গত ১১ ফেব্রুয়ারি সামরিক বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে পদত্যাগ করেন। এর পর মন্ত্রিসভায় কিছু পরিবর্তন হলেও তাতে মোবারক আমলের লোকদেরই প্রাধান্য রয়েছে।

ফলে সত্যিকারের গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েমের স্বপ্ন বাস্তবায়ন হবে কি না তা নিয়ে অনেকের মধ্যেই সংশয়ের সৃষ্টি হয়। এ প্রেক্ষাপটেই আন্দোলনকারীরা ক্ষমতাসীনদের ওপর চাপ প্রয়োগের সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। আগামী শুক্রবার ১০ লাখ লোকের সমাবেশ আয়োজনের পরিকল্পনা করা হয়েছে।

গতকাল তাহরির স্কোয়ারে দাবি আদায়ের সংগ্রামে প্রায় ১০ হাজার লোক সমবেত হয়।

নোবেলজয়ী সংস্কারবাদী নেতা মোহাম্মদ আল বারাদি অব্যাহত আন্দোলনের প্রতি সমর্থন ব্যক্ত করে বলেন, সরকার 'কসমেটিক পরিবর্তন' করেছে এবং তা 'বিপ্লবের প্রতি অপমানজনক।' তিনি বলেন, অব্যাহত সমাবেশ, শান্তিপূর্ণ বিক্ষোভ ও দল গঠন করার মাধ্যমে পরিবর্তনের যাত্রা সম্পূর্ণ করতে হবে।

গাজা সীমান্ত উন্মুক্ত

মিসর গত ২২ ফেব্রুয়ারি ফিলিস্তিনিদের জন্য সীমিত সময়ের জন্য গাজা সীমান্ত খুলে দিয়েছে। মোবারকবিরোধী বিক্ষোভের প্রেক্ষাপটে মিসর ৩০ জানুয়ারি রাফা ক্রসিংটি বন্ধ করে দিয়েছিল। ক্রসিংটি খুলে দেয়া হলেও তখন শুধু মিসরে আটকে পড়া ফিলিস্তিনিরা গাজায় ফিরে যাওয়ার সুযোগ পেয়েছিলেন।

হামাস কর্মকর্তা গাজি হামাদ জানান, সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দৈনিক ৩০০ লোক গাজা থেকে মিসরে যেতে পারবে।

মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক

মুসলিম ব্রাদারহুড ও অন্যদের প্রবল চাপে মিসরের মন্ত্রিসভার প্রথম বৈঠক গত ২৩

www.pathagar.com

ফেব্রুয়ারি অনুষ্ঠিত হয়েছে। সংস্কার কার্যক্রমে ধীর গতিতে হোসনি মোবারক পতনের আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীরা বেশ হতাশ হয়ে পড়ছেন।

মুসলিম ব্রাদারহুড ও অন্যরা অভিযোগ করছে, প্রবল গণ-আন্দোলনের মুখে স্বৈরশাসক হোসনি মোবারকের পতন ঘটলেও ওই আমলের লোকজনই সরকারের নিয়ন্ত্রণে রয়েছে। তারা জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তিসহ বেসামরিক শাসনে দ্রুত প্রত্যাবর্তনের জোর দাবি জানাচ্ছে।

এসব দাবি আদায়ে তারা আগামী শুক্রবার তাহরির স্কোয়ারে আবার ১০ লাখ লোকের সমাবেশের আহ্বান জানিয়েছে। বিশেষ করে জরুরি আইন প্রত্যাহারের কোনো সময়সীমা নির্ধারণ না করায় তারা বেশ উদ্বিগ্ন রয়েছে।

এ দিকে মঙ্গলবার দেশ পরিচালনার দায়িত্বপ্রাপ্ত সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের প্রধান ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী ফিল্ড মার্শাল মোহাম্মদ হোসেইন তানতাবি নতুন ১০ মন্ত্রীর শপথ পড়িয়েছেন। এদের মধ্যে দুইজন কপটিক খ্রিস্টানও রয়েছেন। তবে প্রতিরক্ষা, স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রসহ প্রধান প্রধান পদগুলোতে কোনো পরিবর্তন আসেনি। প্রধানমন্ত্রী আহমদ শফিক, পররাষ্ট্রমন্ত্রী আহমদ আবুল গেইত, বিচারমন্ত্রী মামদুহ মারি ও প্রতিরক্ষামন্ত্রী তানতাবি ছিলেন মোবারকের অত্যন্ত ঘনিষ্ঠ।

তাহরির স্কোয়ারে ফের দশ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ

কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে গত ২৫ ফেব্রুয়ারি শুক্রবার আবারো ১০ লক্ষাধিক লোকের সমাবেশ হয়েছে এবং জনতা বেসামরিক শাসনে ফিরে গণতন্ত্র সুসংহত করার দাবি জানিয়েছেন।

পূর্ব ঘোষণা অনুযায়ী দ্রুততার সাথে সংস্কার বাস্তবায়নের জন্য নতুন মিসরীয় সরকারের প্রতি চাপ সৃষ্টির লক্ষ্যে বাদ জুমা ১০ লাখ লোক তাহরির স্কোয়ারে সমবেত হন। তারা প্রধানমন্ত্রী আহমদ শফিক ও তার দুর্নীতিবাজ মন্ত্রীদের পদত্যাগ, জরুরি আইন প্রত্যাহার, রাজবন্দীদের মুক্তি দাবি করেন। তারা স্বরাষ্ট্র ও পররাষ্ট্রমন্ত্রী এবং অ্যাটর্নি জেনারেলকে পদত্যাগ করতে বলেন। তারা দুর্নীতিমুক্ত নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠনেরও দাবি জানান। বিভিন্ন রাষ্ট্রীয় পদ থেকে মোবারকের আমলে নিযুক্ত দুর্নীতিবাজদের তারা পদচ্যুত করার আহ্বান জানান। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা পুরোপুরি কায়েম না হওয়া পর্যন্ত তারা প্রতি শুক্রবার তাহরির স্কোয়ারে মিলিত হওয়ার প্রতিশ্রুতিও ব্যক্ত করেন।

অনেক মিছিলকারী মিসরীয় পতাকার পাশাপাশি লিবিয়ার পতাকাও বহন করেন। তারা লিবীয় আন্দোলনকারীদের প্রতি সংহতি প্রকাশ করেন।

তাহরির স্কোয়ারে জুমার জামায়াতে ইমামতি করেন মিসরের শ্রেষ্ঠ কারি শেখ জিব্রিল। তিনি আফ্রিকা মহাদেশের প্রথম মসজিদ আমর ইবনুল আস রা.-এ প্রতিবছর রমজানের লায়লাতুল কদর নামাজের ইমামতি করেন।

www.pathagar.com

ক্ষমা চেয়েছে সেনাবাহিনী

মিসরের তাহরির স্কোয়ারে নতুন করে বিক্ষোভরতদের ওপর হামলার ঘটনায় ক্ষমা চেয়েছে সেনাবাহিনী। মন্ত্রিসভা ও প্রশাসন থেকে মোবারকের আমলের লোকজন ও তার সমর্থকদের বাদ দেয়ার দাবিতে শুক্রবার তাহরির স্কোয়ারে নতুন করে সমবেত হয় বিক্ষোভকারীরা।

শুক্রবার গভীর রাতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের ওপর লাঠিচার্জ করে এবং তাদের ছত্রভঙ্গ করতে লেজার গান ব্যবহার করে। এ সময় বেশ কয়েকজনকে আটক করা হয় বলেও অভিযোগ পাওয়া গেছে।

এ ঘটনায় মিসরের ক্ষমতাসীন মিলিটারি কাউন্সিল গতকাল ক্ষমা চেয়েছে। দ্য সুপ্রিম কাউন্সিল অব আর্মড ফোর্সেস বলেছে, 'শুক্রবার গভীর রাতে বিক্ষোভরত যুবক ও সেনাসদস্যদের মধ্যে যা ঘটেছে তা সম্পূর্ণ অনাকাঙ্ক্ষিত। যুবকদের ওপর হামলা বা আক্রমণের কোনো নির্দেশ দেয়া হয়নি। এ ধরনের ঘটনা আর ঘটবে না।

অপর এক সরকারি বার্তায় বলা হয়েছে, জানুয়ারি মাসে মোবারক-বিরোধী বিক্ষোভের সময় যেসব যুবককে আটক করা হয়েছিল ,তাদের সবাইকে শিগগিরই ছেড়ে দেয়া হবে। তবে ঠিক কতজনকে সে সময় আটক করা হয়েছিল তা স্পষ্ট করে বলা হয়নি। একজন নিরাপত্তা কর্মী জানিয়েছেন, ওই সংখ্যা ২০ জনের মতো হবে।

শুক্রবার রাতের ঘটনা সম্পর্কে নিরাপত্তা কর্মী ও প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, তাহরির স্কোয়ারে মধ্য রাতে সেনাবাহিনীর সদস্যরা বিক্ষোভকারীদের ঘিরে রাখে। হঠাৎ করেই সেনাসদস্যরা জনতার ওপর লাঠিচার্জ শুরু করে। একপর্যায়ে লেজার গান নিয়ে তাদের ছত্রভঙ্গ করার চেষ্টা চালায়।

সরকারি বিবৃতিতে বলা হয়, 'তাহরির স্কোয়ারের শান্তিপূর্ণ সমাবেশে সেনাসদস্যরা লেজার গান, চাবুক ও লাঠি নিয়ে হামলা চালায়। মুখোশ পরা কিছু লোক মেশিন গান নিয়ে বিক্ষোভকারীদের ধাওয়া করে। এতে অনেকে আহত হয়। আমরা এ ধরনের পরিস্থিতিকে সমর্থন করতে পারি না। শান্তিপূর্ণ কর্মসূচিতে কোনো ধরনের সহিংসতা সরকার সহ্য করবে না।'

বিশ্বের শ্রেষ্ঠ ধনী!

হোসনি মোবারক ও তার পরিবারের সম্পদের মূল্য প্রায় সাত হাজার কোটি ডলার। এয়ারফোর্সের অফিসার থাকার সময় বিভিন্ন সামরিক কন্ট্রাক্টের মাধ্যমে তিনি বিপুল সম্পদের অধিকারী হতে শুরু করেন। ক্ষমতায় আসার পর তিনি এসব সম্পদ তার পরিবারের সদস্যদের নামে বিভিন্ন খাতে বিনিয়োগ করেন। এর মধ্যে রয়েছে হোটেল, খামার বাড়ি, রিসোর্ট এবং বিলাসবহুল অট্টালিকা। বিদেশে বিভিন্ন ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানের পার্টনার হিসেবে তার পরিবারের সদস্যদের বিপুল অঙ্কের বিনিয়োগ রয়েছে।

www.pathagar.com

বিক্ষোভের শুরুতে লন্ডন যাওয়ার সময় জামাল মোবারক তার পরিবার স্বর্ণ ও ডলারের ৪৮টি বড় স্যুটকেস নিয়ে যায় বলে জানা যায়।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক তার পরিবারের সম্পদ ইউরোপিয়ান ব্যাংকগুলো থেকে তুলে উপসাগরীয় বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানে রেখেছেন। সুইস কর্তৃপক্ষ মোবারকের অ্যাকাউন্ট জব্দ করার সিদ্ধান্ত নেয়ার প্রেক্ষাপটে তিনি খুব দ্রুততার সাথে ইউরোপ থেকে তার সম্পদরাজি সরিয়ে আনেন। মোবারক পরিবারের হাতে ৭০ বিলিয়ন ডলারের সম্পদ রয়েছে বলে ধারণা করা হচ্ছে। মিসরবাসী এসব সম্পদ উদ্ধারের উদ্যোগ গ্রহণের দাবি জানাচ্ছেন।

মোবারকের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ও সম্পদ জব্দ

পদত্যাগের পর মিসরের কৌসুলিরা দেশটির সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ও তার পরিবারের সদস্যদের ওপর ভ্রমণ নিষেধাজ্ঞা আরোপ এবং তাদের সব সম্পদ জব্দ করা হয়েছে।

সাবেক প্রেসিডেন্ট ও তার পরিবারের পুঞ্জিভূত সম্পদের ব্যাপারে অভিযোগের ভিত্তিতে তাদের ভ্রমণে নিষেধাজ্ঞা ও সম্পদ জব্দ করার সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছে। এই আদেশ মোবারক, তার স্ত্রী সুজান, দুই পুত্র আলা ও গামাল এবং তাদের স্ত্রীদের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য হবে।

এর আগে মিসরের পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের অনুরোধে ব্রিটেন ও যুক্তরাষ্ট্রসহ বিভিন্ন দেশ হোসনি মোবারকের সম্পদ জব্দ করার সিদ্ধান্ত নেয়।

প্রেসিডেন্ট হওয়ার দৌড়ে আমর মুসা

প্রবীণ কূটনীতিক আমর মুসা সাম্প্রতিক কিছু সাক্ষাৎকারে মিসরের অর্থনীতি ও সামাজিক ন্যায়বিচার নিয়ে কথা বলেন। দেশটির প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে তাকে অগ্রসর প্রতিদ্বন্দ্বী হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। আরব লিগে সেক্রেটারি জেনারেলের দায়িত্ব পালন করা ৭৪ বছর বয়সী আমর মুসাই এখন পর্যন্ত এ পদের জন্য সবচেয়ে বিখ্যাত ব্যক্তি।

হোসনি মোবারক তিন দশকের ক্ষমতা ছাড়ার পর সেখানে ক্ষমতায় আসে সেনাবাহিনী। তারা জুনে পার্লামেন্ট নির্বাচন ঘোষণা করেছেন। এর ছয় সপ্তাহ পর প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে বলে ঘোষণা করা হয়েছে।

বছরের পর বছর যেখানে মানুষের রাজনৈতিক জীবন দলিত হয়েছে, সেখানে বিশাল ব্যক্তিত্ব, দারুণ বগ্মিতা ও কারিশমা তাকে স্বাভাবিকভাবেই চমৎকার একটা সূচনা এনে দিয়েছে। এক অনলাইন জরিপে দেখা গেছে, আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সাবেক প্রধান নোবেলজয়ী মোহাম্মদ আলবারাদির চেয়ে বড় ব্যবধানে এগিয়ে আছেন আমর মুসা।

www.pathagar.com

গোয়েন্দা সদর দফতরে বিক্ষোভকারীদের অভিযান

মিসরের রাজধানী কায়রোর নাসের সিটিতে গোয়েন্দা পুলিশের সদর দফতরে অভিযান চালিয়েছে বিক্ষোভকারীরা। তারা পুলিশের ওই বিভাগটির বিলুপ্তি দাবি করেছে। তাদের অভিযোগ– মিসরে মানবাধিকার লঙ্ঘন ও দুর্নীতির তথ্য-প্রমাণ ধ্বংসে গোপনে কাজ করছে পুলিশের ওই বিভাগটি।

ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল যে, তিনি গোয়েন্দা পুলিশকে নিজের স্বার্থে ব্যবহার করেছেন।

পার্লামেন্ট নির্বাচন সেপ্টেম্বরে

মিসরে আগামী সেপ্টেম্বরে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। নির্বাচনের আগে দেশ থেকে জরুরি অবস্থা তুলে নেয়া হবে। দেশটিতে বর্তমানে ক্ষমতাসীন সুপ্রিম কাউন্সিল অব আর্মড ফোর্সেস এ ঘোষণা দেয়।

মিলিটারি কাউন্সিলের সদস্য মামদুহ শাহিন বলেছেন, সেপ্টেম্বরে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত নিয়েছে সরকার। তিনি বলেন, প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ শিগগিরই ঘোষণা করা হবে। ১৯ মার্চ দেশটিতে সংবিধান সংশোধনে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। ৭৭ শতাংশ লোক সংশোধনের পক্ষে ভোট দেন।

নভেম্বরের মধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন

মিসরের সামরিক সরকার আগামী নভেম্বরের মধ্যে দেশটিতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ঘোষণা দিয়েছে। সেপ্টেম্বরে পার্লামেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠানের ১ থেকে ২ মাসের মধ্যে দেশে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। অর্থাৎ ঘোষণা অনুযায়ী নভেম্বরের মধ্যেই মিসরে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন হবে।

গত ১৯ মার্চ মিসরে সংবিধান সংশোধনে গণভোট অনুষ্ঠিত হয়। জনগণ সংশোধনের পক্ষে রায় দেন। এরপরই সরকার পার্লামেন্ট ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের তারিখ ঘোষণা করল। এতে রাজনৈতিক দলগুলো পার্লামেন্ট নির্বাচনের জন্য ছয় মাস ও প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের জন্য আট মাস সময় পাবে। তবে সমালোচকরা বলছেন, নির্বাচন অনুষ্ঠানে সরকারের একের পর এক ঘোষণায় সুসংগঠিত রাজনৈতিক দলগুলো সুবিধা পেলেও নতুন দলগুলো অসুবিধায় পড়তে পারে।

ইতোমধ্যে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতার ঘোষণা দিয়েছেন নোবেল বিজয়ী মোহাম্মদ আল বারাদি, আরব লিগের প্রধান আমর মুসা, বামপন্থী বিরোধীদলীয় নেতা হামদিন সাবিহ। তবে মিসরের সবচেয়ে সংগঠিত রাজনৈতিক সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড বলেছে, তারা প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে কোনো প্রার্থী দেবে না ও কোনো প্রার্থীকে সমর্থনও দেবে না।

www.pathagar.com

মিসরের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট

মোবারক পতনের পর সারাবিশ্বে এখন গুঞ্জন। কে হচ্ছে মিসরের পরবর্তী প্রেসিডেন্ট। সংবিধানের ধারামতে বাদ পড়তে পারেন নোবেল বিজয়ী আল বারাদী। আমর মুসা মোবারক সরকারের সাবেক পররাষ্ট্রমন্ত্রী থাকা সত্ত্বেও তার কর্মদক্ষতা ও সততার জন্য বিপুল প্রশংসা কুড়িয়েছেন। অনেকেই মনে করেন তার জনপ্রিয়তার জন্যই মোবারক তড়িঘড়ি করে তাকে মন্ত্রীর পদ থেকে সরিয়ে দিয়েছেন এবং তাহরির স্কয়ার সংলগ্ন আরব লীগ সদর দপ্তরের মহাসচিব হিসেবে নিযুক্ত করে প্রেসিডেন্ট পদ হারানোর শঙ্কামুক্ত হন। তবে তিনি দীর্ঘদিন আরব লীগের মহাসচিব থাকা সত্ত্বেও মিসর বা ফিলিস্তিনীদের জন্য ভালো কোনো পদক্ষেপ নিতে পারেননি।

রসায়নে নোবেল বিজয়ী সংস্কারবাদী নেতা আহমদ জুয়েল দীর্ঘদিন আমেরিকা-সৌদিতে অবস্থান করছেন। তার প্রেসিডেন্ট পার্থী হওয়াটা অনেকটাই অনিশ্চিত।

তবে আলগাদ পার্টির প্রধান আইমান নূর একমাত্র ব্যক্তি যে মোবারকের বিপরীতে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বীতা করে পাঁচ থেকে ছয়বার মোবারকে রোষানলে দীর্ঘদিন জেল খেটেছেন। ফলে মিসরবাসীর কাছে অন্যদের তুলনায় এখন জনপ্রিয় ব্যক্তি। আমেরিকার সঙ্গে তার সুসম্পর্ক রয়েছে।

মিসরের একমাত্র তৃণমূল রাজনৈতিক ও সামাজিক প্রাচীন সংগঠন প্রভাবশালী মুসলিম ব্রাদারহুড বা ইখওয়ানুল মুসলিমিন প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে অংশগ্রহণ করবে না বলে জানিয়েছেন সংগঠনটির মুর্শিদ-এ-আম মোহাম্মদ বদি।

এখন দেখার বিষয় উল্লেখযোগ্য এসব নেতার মধ্যেই কি মিসরের প্রেসিডেন্ট সীমাবদ্ধ থাকবে নাকি নতুন কেউ বেড়িয়ে আসবে। তবে মূল কথা হলো যেই মিসরের প্রেসিডেন্ট প্রার্থী হোক না কেন তাকে মুসলিম ব্রাদারহুডের সহযোগিতা নিয়ে বিজয় অর্জন করতে হবে। সম্প্রতি সংবিধান সংস্কারে হ্যা-না ভোটে মুসলিম ব্রাদারহুড বিজয় লাভ করে সে প্রমাণ রেখেছে।

মোবারক পতনের নেপথ্যে

২৫ জানুয়ারি ওয়াল গানিমের নেতৃত্বে মোবারক পতনের লক্ষ্যে মিসরে যুববিপ্লব সাধিত হয়। শুরুতে ওয়াল গানিমকে কারাগারে প্রেরণ করা হলে মুসলিম ব্রাদারহুড তার শূন্যস্থান পূরণ করে বিক্ষোভ আন্দোলনকে সফলতার রূপ দেন। আল গাদ, আল ওয়াসত পার্টিসহ অন্যান্য দলও তাদের সহযোগিতায় এগিয়ে আসে।

হাসান আল বান্না জনহিতকর ও সমাজকল্যাণমূলক কর্মসূচীর মাধ্যমে ইসলামী আদর্শকে গোটা দুনিয়াতে ছড়িয়ে দেওয়ার লক্ষ্যে ইসমালিয়া নামক শহরে ১৯২৮ সালের মার্চ মাসে ইখওয়ানুল প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠা লাভের পর থেকে সামাজিক কার্যাবলির পাশাপাশি রাজনৈতিক অঙ্গনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন।

www.pathagar.com

১৯৪০ সালে ব্রিটিশ বিরোধী আন্দোলনে, ১৯৫২ সালে সংগঠিত মিসর বিপ্লব ও রাজতন্ত্রের অবসানে এবং ১৯৫৬ সালে সুয়েজখাল দখলমুক্তসহ মিসরের অভ্যন্তরিন সার্বিক সমস্যার সমাধানে এগিয়ে আসলে জনপ্রিয়তার শীর্ষে অবস্থান করে। ফলে সংগঠনটির সুনাম সারা বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে।

আরব বিশ্বে একমাত্র সংঘবদ্ধ ও সুশৃঙ্খল সংগঠন মুসলিম ব্রাদারহুড। যুগে যুগে অনেক বড় বড় মনীষী তৈরি করেছে দলটি। মধ্যপ্রাচ্যের সব দেশগুলোতে গণতন্ত্রের নামে একনায়কতন্ত্রের রোষানলে পড়ে এই দলটি। ১৯৫৪ সালে আলেক্সান্দ্রিয়ার জনসভায় মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট জামাল উদ্দীন নাসেরের অজ্ঞাত আততায়ীর হামলা থেকে অল্পের জন্য রক্ষা পান। ব্রাদারহুডকে দায়ি করে সারাদেশে হাজার হাজার নেতাকর্মীকে সে সময় গ্রেফতার করে মরুভূমির নিচে জেলখানাগুলোতে নির্যাতন করা হয়। তার আমলেই ফাঁসি দেওয়া হয় সাইয়েদ কুতুবকে।

মোবারক আমলেও নাসেরের মত নির্যাতনের স্টিম রোলার চালানো হয়। গ্রেফতার করা হয় ত্রিশ হাজার নেতাকর্মীকে। ১৯৪৯ সালের ১২ ফেব্রুয়ারি কায়রোর রামসিস স্কোয়ারের পার্শ্ববর্তী মসজিদ থেকে বের হয়ে হাসান আল বান্না দলীয় কর্মসূচীতে যোগ দেওয়ার জন্য ট্যাক্সিতে ওঠার সময় অজ্ঞাত আততায়ীর গুলিতে নিহত হন। তারই ধারাবাহিকতায় মোবারক পতনে জ্বলে ওঠে মুসলিম ব্রাদারহুডের লক্ষ কর্মী।

মোবারকের বিচার দাবি

মিসরের পতিত স্বৈরশাসক হোসনি মোবারক ও তার সহযোগীদের বিচারের দাবিতে রাজধানী কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে লাখ লাখ মানুষ বিক্ষোভ সমাবেশ করেছে। বিক্ষোভকারীরা মিসরের প্রশাসন থেকে মোবারক আমলের কর্মকর্তাদের অপসারণেরও দাবি জানিয়েছেন।

জুমার নামাজের পর অনুষ্ঠিত এই বিক্ষোভ সমাবেশে প্রতিশ্রুত সংস্কার ও বিচার দ্রুত সম্পন্ন করার জন্য মিসরের সামরিক পরিষদের প্রতি আহ্বান জানান, তাহরির স্কোয়ারের জুমার নামাজের ইমাম সাফাওয়াত আল হিজাজি।

কতক প্রাদেশিক গভর্নরকে সরিয়ে দেয়া হচ্ছে : আবারও বিক্ষোভ

মিসরের অন্তর্বর্তী সামরিক সরকার বলেছে, সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের নিয়োগ করা কয়েকজন প্রাদেশিক গভর্নরকে সরিয়ে দেবে তারা।

হোসনি মোবারকের বিচারের দাবিতে কায়রো যখন উত্তাল তখন তিনি বলেছেন, তার বিরুদ্ধে আনা দুর্নীতির অভিযোগ তদন্তে তিনি জেনারেল প্রসিকিউটরকে সহযোগিতা দেবেন। নিজেকে নির্দোষ দাবি করে তার বিরুদ্ধে প্রচারণাকে 'বিকৃত, মিথ্যা ও উসকানিমূলক' বলে অভিহিত করেছেন তিনি।

দুর্নীতির দায়ে মোবারক ও তার ঘনিষ্ঠদের বিচার চাওয়া বিক্ষোভকারীদের দাবি মেনে

www.pathagar.com

নিয়েই কয়েকজন গভর্নরকে সরানো হচ্ছে বলে বিশ্লেষকরা জানিয়েছেন।

এ অবস্থায় কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে বিক্ষোভকারীদের ওপর চড়াও হয় সেনাবাহিনী। সেনাবাহিনী বলেছে, মিসরের জীবনযাত্রা স্বাভাবিক করার লক্ষ্যে স্কোয়ারকে খালি করতে বল প্রয়োগ করবে তারা।

সেনাবাহিনীর গুলিতে দুইজন নিহত ও অনেক মানুষ আহত হয়েছে বলে খবরে বলা হয়।

সাবেক প্রধানমন্ত্রী রিমান্ডে

মিসরের সাবেক প্রধানমন্ত্রী আহমেদ নাজিফকে দুর্নীতির অভিযোগে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ১৫ দিনের রিমান্ডে নেয়া হয়েছে। তিনি দুর্নীতির সাথে জড়িত রয়েছেন। আহমেদ নাজিফ ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত মিসরের প্রধানমন্ত্রীর দায়িত্ব পালন করেন। তিনি ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের একজন বিশ্বস্ত সহযোগী ছিলেন।

মোবারক স্বপরিবারে গৃহবন্দী

ব্যাপক গণবিক্ষোভের মুখে গত ১১ ফেব্রুয়ারি ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে মিসরেই থাকতে হবে বলে জানিয়েছে সেনাবাহিনী। মোবারক ও তার পরিবারের সদস্যরা বিনা অনুমতিতে দেশ ত্যাগ করতে পারবেন না বলে সরকারি ঘোষণায় বলা হয়েছে। মোবারক সৌদি আরবের উদ্দেশে দেশ ছাড়ছেন বলে প্রকাশিত খবর অস্বীকার করে বলা হয়, তার (মোবারক) মিসরে থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। তার পরিবারের সদস্যদের জন্যও একই নিয়ম প্রযোজ্য। শারম আল শেখের রিসোর্টে সপরিবারে হোসনি মোবারককে গৃহবন্দী করে রাখা হয়েছে।

দুই পুত্রসহ হোসনি মোবারক গ্রেফতার

মিসরের সাবেক প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক ও তার দুই পুত্রকে ১৩ এপ্রিল গ্রেফতার করে ১৫ দিনের আটকাদেশ দেয়া হয়েছে। মিসরে সরকারবিরোধী গণ-অভ্যুত্থান চলাকালে বিক্ষোভকারীদের বিরুদ্ধে শক্তি প্রয়োগের ঘটনা তদন্তে তাদের আটক রাখার নির্দেশ দেয়া হয়।

গত জানুয়ারি ও ফেব্রুয়ারিতে সরকারবিরোধী বিক্ষোভকারীদের দমনে শক্তি ব্যবহারের ঘটনা তদন্তের অংশ হিসেবে কৌসুলি আবদেল মাজিদ মাহমুদ তাদের এ আটকাদেশের অনুমতি দেন। নিরাপত্তা সূত্র জানায়, মোবারকের দুই পুত্রকে লোহিত সাগর তীরবর্তী শারম আল-শেখ অবকাশ কেন্দ্র থেকে কায়রোর তোরা কারাগারে নেয়া হচ্ছে। মোবারকের দুই ছেলে আলা ও গামালকে এর আগেও একবার জিজ্ঞাসাবাদ করা হয়েছিল।

www.pathagar.com

মোবারকের অবস্থা স্থিতিশীল

গ্রেফতার হওয়া মিসরের ক্ষমতাচ্যুত প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের রক্তচাপ কমে যাওয়ায় হাসপাতালে ভর্তি হয়। তবে তার অবস্থা স্থিতিশীল। মোবারককে মঙ্গলবার সরকারি আইনজীবীদের জিজ্ঞাসাবাদকালে হৃদরোগে আক্রান্ত হওয়ার খবর প্রকাশিত হয়। চিকিৎসকদের মাধ্যমে জানা যায়, সরকারি আইনজীবীদের জেরাকালে ৮২ বছর বয়সী মোবারকের রক্তচাপ কমে যায়। তার হৃদযন্ত্রের আল্ট্রাসাউন্ড গ্রহণ করা হয় এবং দেখা যায়, তা শতকরা ৭৩ ভাগ কাজ করছে। মোবারককে ১৫ দিনব্যাপী রিমান্ডে নেয়ার আগে মঙ্গলবার হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ারে স্থানান্তর করা হয়।

বিলুপ্ত মোবারকের দল

মিসরের পতিত স্বৈরশাসক হোসনে মোবারকের দল ন্যাশনাল ডেমেক্রেটিক (এনডিপি) বিলুপ্ত ঘোষণা করেছে কায়রোর আদালত। দলটির সব সম্পদও বাজেয়াপ্ত করে সরকারের কাছে হস্তান্তরের নির্দেশ দিয়ে এক আদেশ জারি করেছে প্রশাসনিক আদালত। এর মধ্যে এনডিপির অর্থ সম্পদ ও দফতরসহ সব ভবন সরকারের কাছে বুঝে দিতে হবে।

উল্লেখ্য ১৯৭৮ সালে মোবারকের পূর্বসুরি আনোয়ার সাদাতের সময় এনডিপি প্রতিষ্ঠিত হয়।

মৃত্যুদণ্ডই হোসনি মোবারকের শেষ পরিণতি!

মিসরের পতিত স্বৈরশাসক হোসনি মোবারক বিক্ষোভকারীদের ওপর গুলি চালানোর নির্দেশ দিয়েছিলেন বলে প্রমাণিত হলে তার মৃত্যুদ হতে পারে। দেশটির নয়া আইন ও বিচারমন্ত্রী মোহাম্মাদ আল গুইন্দি এ কথা বলেন।

উল্লেখ্য টানা ১৮ দিনের টানা সরকারবিরোধী ব্যাপক বিক্ষোভ হয়। বিক্ষোভ দমনের জন্য মোবারক নিরাপত্তা বাহিনীকে নির্দেশ প্রদান করেন। ফলে তাদের হামলায় অন্তত ৮৪৬ জন নিহত হয়।

সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর কারাদণ্ড

অর্থ পাচার মামলায় মিসরের সাবেক স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী হাবিব আল আদলিকে ১২ বছরের কারাদণ্ড প্রদান করেছে দেশটির আদালত। আদলিকে শুধু অর্থ পাচার নয়, বিক্ষোভকারীদের ওপর নিরাপত্তা বাহিনীকে গুলি চালানোর নির্দেশ দেয়ার জন্যও মামলার মোকাবেলা করতে হচ্ছে। আদলি মোবারক সরকারের মন্ত্রিসভার গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন।

www.pathagar.com

গণতান্ত্রিক বিপ্লব : ১০০ জনের মধ্যে শীর্ষে গোনিম

যুক্তরাষ্ট্রের টাইম ম্যাগাজিনের জরিপে বিশ্বের সেরা ১০০ প্রভাবশালী ব্যক্তির তালিকায় এবার শীর্ষে স্থান পেয়েছেন মিসরে গণতান্ত্রিক বিপ্লবের নায়ক ওয়ায়েল গোনিম।

৩০ বছর বয়সী গুগলের এ তরুণ কর্মকর্তা ফেসবুকের মাধ্যমে মিসরে গণ-আন্দোলন সংগঠিত ও অনুপ্রেরণা দানে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। ফলে হোসনি মোবারকের তিন দশকের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটে।

ইসরাইলের সাথে শান্তিচুক্তি বাতিল

অর্ধেকের বেশি মিসরীয় ১৯৭৯ সালে ইসরাইলের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি বাতিলের পক্ষে। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রভিত্তিক পিউ গবেষণা কেন্দ্র পরিচালিত এক জরিপ থেকে এ তথ্য পাওয়া যায়। জনমতের ফল অনুসারে ৫৪ শতাংশ মিসরীয় ইসরাইলের সাথে সম্পাদিত শান্তিচুক্তি বাতিলের পক্ষে। পক্ষান্তরে মাত্র ৩৬ শতাংশ মিসরীয় এই চুক্তি বহাল রাখার পক্ষে মত দিয়েছেন। দুই দেশের মধ্যে তিন দশকের শান্তিচুক্তি ও সীমিত বাণিজ্য থাকা সত্ত্বেও বেশির ভাগ মিসরীয়র দৃষ্টিভঙ্গি এই যে, ফিলিস্তিনিদের সাথে ইসরাইলিরা দুর্ব্যবহার করছে।

কুরআনি আইনের পক্ষে জনগণ

ওই জরিপে আরো বেরিয়ে এসেছে, বেশির ভাগ মিসরীয় মনে করেন, তাদের দেশের আইনের ভিত্তি হওয়া উচিত পবিত্রগ্রন্থ আল কুরআন। এ ছাড়া বেশির ভাগ মিসরীয় ধর্মীয় দলগুলোকে দেশের আগামী সরকারগুলোতে ধর্মীয় দলগুলোকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে। জরিপকারী প্রতিষ্ঠান পিউ রিসার্চ সেন্টার ২৪ মার্চ থেকে ৭ এপ্রিল এক হাজার মিসরীয়র সাক্ষাৎকার নেয়।

গ্যাস পাইপলাইনে বিস্ফোরণ

ইসরাইল সীমান্তে মিসরের একটি পাইপলাইনে বিস্ফোরণ ঘটেছে। ধারণা করা হচ্ছে মিসরীয় বেদুইনেরা এই বিস্ফোরণ ঘটিয়েছে। উত্তর সিনাইয়ের আল-আরিস শহরে পাইপলাইনে বিস্ফোরণের পর গ্যাস সরবরাহ বন্ধ করে দেয়া হয়েছে বলে মিসরের একজন নিরাপত্তা কর্মকর্তা জানিয়েছেন। চলতি মাসে আল-আরিস শহরে গ্যাস পাইপলাইনে এটি দ্বিতীয় হামলা। ইসরাইল সীমান্ত থেকে অঞ্চলটি মাত্র ৫০ কিলোমিটার দূরে।

নীল নদেন পানি বন্ধে ইসরাইলের দুরভিসন্ধী

নীল নদের পানি প্রবাহ বন্ধ করতে ইসরাইল তৎপর রয়েছে। মোবারক পতনের পর

www.pathagar.com

ইসরাইলের সঙ্গে মিসরের গ্যাস চুক্তি বাতিল। এর ফলে প্রতিশোধ নিতে তারা উগান্ডা, সুদানসহ আশপাশের দেশগুলোর সঙ্গে গোপন যোগাযোগ করে মিসরের নীল নদের পানি বন্ধ করার ফন্দি আটে। কিছুদিনের মধ্যে তা বাস্তবায়ন হবে বলে আশঙ্কা করা যাচ্ছে।

খুলে দেওয়া হচ্ছে রাফাহ্ সীমান্ত

মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাবিল আল আরাবি বলেছেন, গাজা অবরোধ সহজ করতে রাফাহ্ সীমান্ত ক্রসিং স্থায়ীভাবে খুলে দেবেন তারা। আগামী কয়েক দিনের মধ্যে গাজার ওপর আরোপ করা অবরোধ শিথিল করতে সহায়তামূলক জরুরি পদক্ষেপ নেবে তার দেশ। তিনি বলেন, মিসর চায় না, ইসরাইলকে পাশ কাটিয়ে গাজার একমাত্র ক্রসিং রাফাহ্ সীমান্ত বন্ধ থাকুক। এ দিকে জেরুজালেমে এক ইসরাইলি কর্মকর্তা বলেছেন, রাফাহ্ ক্রসিং খুলে দেয়া হচ্ছে, এ খবরে উদ্বিগ্ন তার দেশ।

শান্তিচুক্তি বাতিলের ক্রমবর্ধমান আহ্বান, মিসর ও ইরানের মধ্যে বন্ধুত্ব, মিসর ও হামাসের মধ্যে সম্পর্কের উন্নয়ন, এসব ইসরাইলের জাতীয় নিরাপত্তায় উদ্বেগ তৈরি করেছে। ইসরাইল ২০০৬ সালে গাজায় অবরোধ আরোপ করে।

রাজনৈতিক দল গঠন করেছে মুসলিম ব্রাদারহুড

মিসরে নতুন রাজনৈতিক দল গঠন করেছে নিষিদ্ধ মুসলিম ব্রাদারহুড। আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে প্রার্থী দেবে তারা। মুসলিম ব্রাদারহুডের রাজনৈতিক দল 'ফ্রিডম অ্যান্ড জাস্টিস'র প্রধান মোহাম্মদ আল-মুর্সি বলেন, এটি গণতান্ত্রিক একটি দল হবে। আগের ধারণামতো এটা কোনো ইসলামি পার্টি নয়, এটা ধর্মীয় আদর্শপুষ্ট নয়। তিনি বলেন, আগামী পার্লামেন্ট নির্বাচনে অর্ধেক আসনে প্রার্থী দেয়া হবে।

ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণা করতে মিসরের আহ্বান

স্বাধীন ফিলিস্তিন রাষ্ট্র ঘোষণার প্রতি সমর্থন জানানোর জন্য যুক্তরাষ্ট্রের প্রতি আহ্বান জানিয়েছেন মিসরের পররাষ্ট্রমন্ত্রী নাবিল আল আরাবি। মিসরের মধ্যস্থতায় ঐক্য সরকার গঠনে হামাস ও ফাতাহর মধ্যে সমঝোতার পর তিনি এ আহ্বান জানান।

নাবিল আল আরাবির বক্তব্যে মিসরের পররাষ্ট্র নীতিতে আরেকটি বড় ধরনের পরিবর্তনের আভাস পাওয়া গেল। আরাবি বলেন, মিসর এখন ফিলিস্তিনি পরিকল্পনায় পুরোপুরি সমর্থন করে এবং যুক্তরাষ্ট্রকেও তেমনটি করার জন্য আহ্বান জানায়। নতুন সরকার ইসরাইলের সাথে দূরত্ব রেখে চলতে শুরু করেছে।

মুসলিম-খ্রিষ্টান দাঙ্গায় নিহত ১১

মিসরের রাজধানী কায়রোতে মুসলিম-খ্রিষ্টান সাম্প্রদায়িক দাঙ্গায় গত ৯ মার্চ ১১ জন

www.pathagar.com

নিহত ও ৯৪ জন আহত হয়েছে। রাতে দাঙ্গা শুরু হয় এবং তা কয়েক ঘণ্টা ধরে চলে। নিহতদের মধ্যে ৬ জন খ্রিষ্টান ও ৫ জন মুসলমান। এদের সকলেই গুলিতে প্রাণ হারান। আহতদের মধ্যে ৭৩ জন মুসলমান ও ২১ জন খ্রিষ্টান।

গির্জায় আগুন দেয়ার জের ধরে রাস্তায় বিক্ষোভ করে কপটিক খ্রিষ্টানরা। তারা অনেকক্ষণ যাবৎ কায়রো শহরের হাইওয়ে ব্লক করে রাখে। এক সময় রাস্তার পাশ দিয়ে মুসলমানদের একটি মিছিল যাওয়ার সময় হঠাৎ উভয় দলের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে।

দাঙ্গা চলছেই

কায়রোর কপটিক গির্জায় এক মুসলিম তরুণীকে ধর্মান্তরিত করানোর ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৭ মে খ্রিষ্টান ও মুসলমানদের মধ্যে সংঘর্ষ বাধে। সংঘর্ষে দুই পক্ষের মধ্যে গোলাগুলি, বোমা ও পাথর ছোড়াছুড়ি হয়। এ ঘটনায় একজন নিহত হয়। দাঙ্গার ঘটনায় মন্ত্রিপরিষদের জরুরি বৈঠক ডাকেন প্রধানমন্ত্রী এশাম শরাফ।

এদিকে সেনাবাহিনীর এক বিবৃতিতে বলা হয়, অশুভ শক্তি মিসরের জাতীয় ঐক্য বিনষ্টের উদ্দেশ্যে এ ধরনের দাঙ্গা বাধিয়েছে।

গণ-আন্দোলনে নিহত ৮৪৬, আহত ছয় সহস্রাধিক

মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারককে ক্ষমতাচ্যুত করতে গণ-আন্দোলনকালে কমপক্ষে ৮৪৬ জন নিহত হয়েছে। ওই গণ-আন্দোলনের তথ্য উদঘাটনে গঠিত সরকারি প্যানেল এ তথ্য জানায়।

২৫ জানুয়ারি শুরু হওয়া গণ-বিক্ষোভকালে নিরাপত্তা বাহিনী বাড়াবাড়ি রকমের বল প্রয়োগ করেছে। দেশব্যাপী ওই বিক্ষোভে ছয় হাজার ৪০০ জনের বেশি লোক আহত হয়েছে। ১৮ দিনের গণ-আন্দোলনকালে ২৬ জন পুলিশ সদস্যও নিহত হয়েছে।

ইতোপূর্বে সরকারিভাবে জানানো হয়, বিক্ষোভকালে ৩৬৫ জন বেসামরিক লোক নিহত হয়। এখন তা সংশোধন করে ৮৪৬ জন বেসামরিক নাগরিকের নিহতের কথা বলা হয়েছে।

গণবিদ্রোহের দিনলিপি

১৮ দিনের একটানা আন্দোলনের ফলে পদত্যাগে বাধ্য হন মিসরের প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক। এর মাধ্যমে তার তিন দশকের টানা শাসনের অবসান ঘটে। তার পদত্যাগের পেছনের মূল ঘটনাগুলো সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো।

১৪ জানুয়ারি : আন্দোলনের মুখে দেশত্যাগ করতে বাধ্য হন তিউনিসিয়ার প্রেসিডেন্ট বেন আলি। কয়েক সপ্তাহ বিক্ষোভের পর পদত্যাগ করে দেশ ছাড়েন তিনি। এই ঘটনা মিসরীয়দের আন্দোলনে উজ্জীবিত করে।

www.pathagar.com

২৫ জানুয়ারি : ব্যাপক দারিদ্র্য, দুর্নীতি ও বেকারত্বের বিরুদ্ধে ইন্টারনেট ক্যাম্পেইনের পর মিসরের কয়েকটি শহরে কয়েক হাজার লোক বিক্ষোভ করেন। দাঙ্গাপুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের মধ্যে সংঘর্ষ ছড়িয়ে পড়ে কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে।

২৮ জানুয়ারি : কায়রো, আলেকজান্দ্রিয়া ও সুয়েজে কারফিউ জারি। বিক্ষোভকারীদের কারফিউ উপেক্ষা। পুলিশ ও বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষের মধ্যে লুটতরাজ শুরু। সরকারি দল এনডিপি'র সদর দফতরে আগুন।

রাষ্ট্রীয় সম্প্রচার কেন্দ্র ও পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয় বিক্ষোভকারী কর্তৃক ঘেরাও। দিন শেষে মন্ত্রিসভা ভেঙে দেন মোবারক।

২৯ জানুয়ারি : গোয়েন্দা প্রধান ওমর সোলেইমানকে ভাইস প্রেসিডেন্ট ও বিমানমন্ত্রী আহমেদ শফিককে প্রধানমন্ত্রী নিয়োগ।

৩১ জানুয়ারি : সেনাবাহিনী ঘোষণা– জনগণের আইনি অধিকারের বিষয় উপলব্ধি করেন। ভাইস প্রেসিডেন্ট বলেন, মোবারক তাকে সাংবিধানিক সংস্কারের জন্য সব রাজনৈতিক দলের সাথে আলোচনা শুরু করার জন্য বলেছেন।

১ ফেব্রুয়ারি : 'মার্চ অব এ মিলিয়ন' নামে বিক্ষোভকারীদে কায়রো ও অন্য শহরগুলোতে বিশাল সমাবেশ। টেলিভিশন মোবারকের প্রথম ভাষণ। বিপরীতে বিক্ষোভকারী নেতারা ৪ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত আল্টিমেটাম দেন।

২ ফেব্রুয়ারি : বিক্ষোভকারীদের বাড়ি ফিরে যাওয়ার আহ্বান সেনাবাহিনীর। তাহরির স্কোয়ারে পরিকল্পিত হামলা মোবারকপন্থীদের।

৩ ফেব্রুয়ারি : সরকারের অনুগত গ্রুপগুলোর সাথে বিক্ষোভকারীদের সংঘর্ষ।

৪ ফেব্রুয়ারি : তাহরির স্কোয়ার দখলে ২০ বিক্ষোভকারী। দিনটি 'প্রস্থান দিবস' হিসেবে ঘোষণা। শহরে সেনা উপস্থিতির বৃদ্ধি। সরে যান মোবারকপন্থীরা।

৫ ফেব্রুয়ারি : প্রেসিডেন্টের ছেলে গামাল মোবারকসহ সরকারি দলের নেতাদের পদত্যাগ।

৭ ফেব্রুয়ারি : তাহরির স্কয়ারসহ মিসরজুড়ে বিক্ষোভ। **'নীল বিপ্লব'** সফল করার আহ্বান বিক্ষোভকারীদের।

১০ ফেব্রুয়ারি : শুরুতে মোবারক পদত্যাগের আভাস পাওয়া গেলেও সেপ্টেম্বর পর্যন্ত তিনি প্রেসিডেন্ট থাকার ঘোষণা। কিছু ক্ষমতা ভাইস প্রেসিডেন্টকে হস্তান্তর।

১১ ফেব্রুয়ারি : ১৮তম বিক্ষোভকারীরা সফল হলেন। সন্ধ্যা নামার সামান্য পর হোসনি মোবারক পদত্যাগ ঘোষণা করেন ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলেইমান। তাহরির স্কয়ারসহ সারা দেশে উল্লাস।

লোহিত সাগরের অবকাশ যাপনকেন্দ্র শারম আল শেখে সপরিবারে মোবারকের পলায়ন।

www.pathagar.com

শেষ কথা

তাহরির স্কয়ারের যুববিপ্লব অবলোকন করে যে কথা বলতে চাই, তাহলো যুলুম আর নির্যাতন করে মানুষের মুখ বন্ধ করা যায় না। যত বড় শক্তির অধিকারই হোক না কেন গায়ের জোরে বা কারচুপির মাধ্যমে ক্ষমতা গ্রহণ করলেও তা চিরস্থায়ী হয় না।

উত্তাল জনসমুদ্রের বিক্ষোভে ত্রিশ বছরের শাসক মোবারক আর তেইশ বছরের শাসক বেন আলীর পদত্যাগই তার বাস্তব উদাহরণ। গণতন্ত্রের লেবাসে আবৃত স্বৈরতান্ত্রিক শাসকদের মিসর ও তিউনিসিয়ার বিপ্লব থেকে উপলব্ধি করা একান্ত প্রয়োজন। তাই কালক্ষেপন না করে জনমত যাচাইয়ের মাধ্যমে গণতান্ত্রিক পন্থায় এগিয়ে যাওয়ার এখনই সময়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : এক

তাহরির স্কোয়ারে ড. ইউসুফ আল কারজাভির ঐতিহাসিক খুতবা

বর্তমান বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ও প্রভাবশালী সুন্নি আলেম হচ্ছেন মিসরের আল্লামা ড. ইউসুফ আল কারজাভি। ইসলাম ও সমকালীন বিভিন্ন বিষয়ে তার অগাধ জ্ঞান ও পাণ্ডিত্য তাকে খ্যাতির শীর্ষে নিয়ে গেছে। ড. কারজাভি ১৯২৬ সালে নীল নদের তীরবর্তী সাফাত তুরাব গ্রামের এক দরিদ্র ধর্মপ্রাণ মুসলিম পরিবারে জন্মগ্রহণ করেন। মাত্র দুই বছর বয়সেই তিনি পিতাকে হারান। তার চাচারা তাকে লালনপালন করেন।

মাত্র ৯ বছর বয়সে তিনি কুরআনে হাফেজ হন।এরপর তিনি তান্তা এলাকায় একটি মাদরাসায় ভর্তি হন এবং ৯ বছর অধ্যয়নের পর সেখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করেন। পরে তিনি ধর্মতত্ত্বের ওপর পড়াশোনার জন্য মিসরের বিশ্ববিখ্যাত আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি হন। ১৯৫৩ সালে তিনি এখান থেকে স্নাতক ডিগ্রি লাভ করেন। এরপর অ্যাডভান্সড অ্যারাবিক স্টাডিজ ইনস্টিটিউট থেকে তিনি আরবি ভাষা ও সাহিত্যে ১৯৫৮ সালে ডিপ্লোমা অর্জন করেন। পরে একই প্রতিষ্ঠানের ফ্যাকাল্টি অব রিলিজিয়নস ফান্ডামেন্টাল (উসুল আল দ্বীন) থেকে কুরআন ও সুন্নাহ সায়েন্সে স্নাতক এবং ১৯৬০ সালে কুরআনিক স্টাডিজে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৬২ সালে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে তাকে কাতারের সেকেন্ডারি ইনস্টিটিউট অব রিলিজিয়াস স্টাডিজের প্রধান হিসেবে দায়িত্ব পালনের জন্য পাঠানো হয়। ১৯৭৩ সালে জাকাত ও সামাজিক সমস্যা সমাধানে এর প্রভাব বিষয়ে আজহার বিশ্ববিদ্যালয় থেকে অত্যন্ত কৃতিত্বের সাথে পিএইচডি অর্জন করেন কারজাভি।

১৯৭৭ সালে ড. কারজাভি কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রথম শরিয়াহ ও ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগ প্রতিষ্ঠা করেন এবং এই ফ্যাকাল্টির ডিন হন। একই বছর তিনি সিরাত ও সুন্নাহ সেন্টার প্রতিষ্ঠা করেন। ১৯৭০ সাল পর্যন্ত কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ে দায়িত্ব পালন করেন। এরপর তিনি আলজেরিয়ার ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে সায়েন্টিফিক কাউন্সিল বিভাগে চেয়ারম্যান পদে দায়িত্ব পালন করেন। দুই বছর এই দায়িত্ব পালনের পর আবার তিনি কাতার বিশ্ববিদ্যালয়ের সিরাত ও সুন্নাহ সেন্টারের পরিচালক হিসেবে দায়িত্ব নিয়ে ফিরে আসেন।এখনপর্যন্ত তিনি এই পদেই দায়িত্ব পালন করছেন।

ড. কারজাভি আয়ারল্যান্ডের ইসলামি গবেষণা প্রতিষ্ঠান ইউরোপিয়ান কাউন্সিল ফর ফতোয়া অ্যান্ড রিসার্চের প্রধান হিসেবেও দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি নতুন করে আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে ফতোয়া বিভাগ 'মাজমুয়াল বুউস আল ইসলামীয়া'র

www.pathagar.com

সদস্য পদ লাভ করেন। এ ছাড়া তিনি ইন্টারনাল ইউনিয়ন ফর মুসলিম স্কলার্সের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব পালন করছেন। কাতারে দীর্ঘ দিন অবস্থানকালে তিনি গুরুত্বপূর্ণ অনেক বই লিখেছেন, যা বিশ্বব্যাপী বহুল আলোচিত ও পঠিত হয়েছে। এ ছাড়া তিনি জনপ্রিয় ওয়েবসাইট ইসলাম অনলাইন প্রতিষ্ঠায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন। কাতারভিত্তিক আলোচিত টিভি চ্যানেল আলজাজিরায় তার সাপ্তাহিক প্রোগ্রাম শরিয়াহ ও জীবন সারা বিশ্বের প্রায় চার কোটি মানুষ দেখে থাকেন।

ড. কারজাভি রাজনীতিতেও জড়িত হয়েছিলেন। ইখওয়ান আল মুসলেমিন বা মুসলিম ব্রাদারহুডের সাথে যুক্ত থাকার জন্য মিসরের তৎকালীন বাদশাহ ফারুকের শাসনামলে ১৯৪৯ সালে ও পরবর্তী সময়ে প্রেসিডেন্ট জামাল আবদুন নাসেরের আমলে তিনবার গ্রেফতার হয়ে জেল খাটেন। ১৯৬১ সালে তিনি মিসর ছেড়ে কাতারে চলে যান। দীর্ঘ দিন তিনি সেখানেই কাটিয়েছেন, দেশে ফেরেননি। এ বছর প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলন শুরুর পর তিনি প্রথমবারের মতো মিসরে ফেরেন। মোবারকের পতনের এক সপ্তাহ পর গত ১৮ ফেব্রুয়ারি কায়রোর তাহরির স্কোয়ারে সমবেত প্রায় ২০ লাখ মুসল্লির উপস্থিতিতে একই মঞ্চে তার প্রদত্ত জুমার খুতবা শুনে তার সঙ্গে সালাম বিনিময় হয়। ইতোপূর্বেও তার সাথে আমার কয়েকবার সাক্ষাত হয়েছিল। উল্লেখ্য ২৫ জানুয়ারি আল আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অনুষ্ঠানে তার সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে মেশার সুযোগ হয়। ১৮ ফেব্রুয়ারির সেই ঐতিহাসিক খুতবাটি ছিল খুবই তাৎপর্যপূর্ণ। খুতবাটির গুরুত্ব অনুধাবন করে এখানে তার অনুবাদ প্রকাশ করা হলো। অনুবাদ করেছেন **মোতালেব জামালী**

সব প্রশংসা আল্লাহর। প্রশংসা আল্লাহরই, যিনি আমাদের এই পথ প্রদর্শন করেছেন। আল্লাহ আমাদের পথ না দেখালে আমরা কখনোই এ পথ খুঁজে পেতাম না। (সূরা আরাফ, আয়াত ৪৩)

হে আমাদের প্রভু, সব প্রশংসা তোমারই– প্রাপ্য, সব কিছুতে তোমারই ক্ষমতা ও মাহাত্ম্য প্রকাশিত হয়। সব প্রশংসা তোমারই যে প্রশংসা সীমাহীন, চমৎকার ও মহিমান্বিত। যে প্রশংসায় পরিপূর্ণ হয়েছে বেহেশতগুলো আর এই বিশ্ব ও এই বিশ্বের মাঝখানের সব কিছু। সব প্রশংসাই আল্লাহর, যিনি বিশ্বাসীদের বিজয়ী হতে সাহায্য করেন এবং অবিশ্বাসীদের পর্যুদস্ত ও নিগৃহীত করেন। সব প্রশংসাই আল্লাহর। আমরা তারই প্রশংসা করি এবং তারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি; আমরা তারই নির্দেশনা প্রার্থনা করি এবং তারই কাছে ক্ষমা চাই। আমরা তারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। আমরা আমাদের খারাপ কাজ ও মন্দ মনোবাসনাগুলো থেকে বাঁচার জন্য তারই কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করি। তিনিই উচ্চ মর্যাদাসম্পন্ন। হে মহান আল্লাহ, আমরা তোমারই প্রশংসা করি এবং তোমাকেই ধন্যবাদ দিই। যারা তোমাকে প্রত্যাখ্যান করে তাদের দিক থেকে আমরা মুখ ফিরিয়ে নিই, তাদের আমরা পরিত্যাগ করি। তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই। তিনি তার প্রতিশ্রুতিকে সত্যে পরিণত করেছেন। তিনি তার বান্দাদের বিজয়ী হতে সাহায্য করেছেন। তিনি

www.pathagar.com

তার সৈনিকদের শক্তিশালী করেছেন। অন্যায় ও অসত্যকে তিনি একাই পরাজিত করেছেন। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া আর কোনো উপাস্য নেই, তাঁর কোনো শরিক নেই। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, তুমি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। 'হে সারা জাহানের বাদশাহ, তুমি যাকে ইচ্ছা রাজত্ব দান করো এবং যার থেকে ইচ্ছা রাজত্ব ছিনিয়ে নাও, তুমি যাকে ইচ্ছা শক্তিশালী করো আবার যাকে ইচ্ছা হীন করো। সবই তোমার সদিচ্ছার ওপর নির্ভর করে। তুমিই সব কিছুর ওপর ক্ষমতাবান।' (সূরা আল ইমরান : আয়াত ২৬)

আমি আরো সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আমাদের নেতা, আমাদের আদর্শ ও আমাদের সবচেয়ে প্রিয়জন মোহাম্মদ সা: হচ্ছেন আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসুল। তাঁর ওপর, তাঁর ভাইদের ওপর, নবী ও রাসূলদের ওপর বিশেষ করে হজরত নূহ আ:, ইব্রাহিম আ:, মুসা আ: ও ঈসা আ: এবং তাদের অনুসারীদের ওপর শেষ বিচারের দিন পর্যন্ত আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

এখন আমরা আমাদের মূল আলোচনায় আসতে চাই। হে আমার ভাইয়েরা, হে আমার ছেলে ও মেয়েরা, হে আমার নাতি-নাতনিরা, হে মিসরের সন্তানেরা! খুতবায় ইমাম বা আলেমরা সাধারণত বলে থাকেন, 'হে মুসলমানেরা', কিন্তু আজ তাহরির স্কোয়ারের এই জনসমুদ্রে আমি বলতে চাই, 'হে মুসলিম ও কপটিক খ্রিষ্টান ভাইয়েরা, হে মিসরের সন্তানেরা'। আজকের এই দিনটি মিসরের সব মানুষের জন্য। আজকের এই দিনটি কেবল মুসলমানদের জন্য নয়। আজ আমি তাহরির স্কোয়ারে দাঁড়িয়ে বক্তব্য রাখছি, কিন্তু আমি মনে করি এই স্কোয়ারের নাম হওয়া উচিত '২৫ জানুয়ারি বিপ্লবের শহীদদের চত্বর'। কেননা এই বিপ্লব সারা বিশ্বের মানুষকে শিখিয়ে দিয়েছে বিপ্লব কেমন হওয়া উচিত। এটি কোনো সাধারণ বিপ্লব নয়, 'এটি এমন একটি বিপ্লব, যা থেকে অনেক কিছু শেখার আছে। এই বিপ্লবে যে যুবকরা বিজয় অর্জন করেছে তারা কেবল মোবারকের বিরুদ্ধেই বিজয়ী হয়নি। বরং তারা বিজয়ী হয়েছে অবিচারের বিরুদ্ধে, তারা বিজয়ী হয়েছে মিথ্যাচারের বিরুদ্ধে। তারা বিজয় অর্জন করেছে ডাকাতি ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে। অহংবোধের বিরুদ্ধে লড়াই করে তারা বিজয়ী হয়েছে এবং বিপ্লবে একটি নতুন প্রাণ ও প্রেরণার সঞ্চার করেছে।

এই বিপ্লব সফল করার জন্য প্রথমেই আমি যাদের অভিনন্দন জানাতে চাই তারা হচ্ছে যুব সম্প্রদায়। এই যুবকদের কেউ কেউ হয়তো ভেবেছিল যে, লড়াইয়ে তারা বিজয়ী হতে পারবে না। কিন্তু আমি আমার আগের এক বক্তব্যে আল্লাহর নামে শপথ করে বলেছিলাম যে, এই বিপ্লব অবশ্যই সফল হবে এবং এই যুবকরা কখনোই পরাজিত হতে পারে না। কারণ আমি আল্লাহর ওয়াদায় বিশ্বাস করি, যিনি কখনোই মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেন না বা ওয়াদা করেন না। আল্লাহ বিশ্বাসী বা ঈমানদারদের বিজয়ী হতে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। আল্লাহ মিথ্যার ওপর সত্যকে বিজয়ী হতে সাহায্য করার ওয়াদা করেছেন। 'এবং বলো, সত্য এসেছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা বিলুপ্ত হবেই' (সূরা বনি ইসরাইল, আয়াত ৮১)। সত্যের ওপর মিথ্যা বিজয়ী হবে– এমনটি কখনোই সম্ভব নয়। মিথ্যা হয়তো সাময়িকভাবে টিকে থাকতে পারে কিন্তু সত্যের জয় চিরকালের, শেষ দিন পর্যন্ত সত্য বিজয়ী হয়ে থাকবে। 'যা ময়লা তা মূল্যহীন জিনিস হিসেবে চলে যায়, আর যা মানবজাতির জন্য কল্যাণকর তা এই পৃথিবীতে টিকে

www.pathagar.com

থাকে' (সূরা আর রাদ, আয়াত ১৭)। এই বিপ্লবের বিজয় ছিল অনিবার্য। এই ফেরাউন ও স্বৈরাচারের বিরুদ্ধে মিসরের এই সন্তানদের বিজয় অর্জিত না হয়ে পারে না। সৃষ্টিকর্তার ওপর বিশ্বাসীরা সব হুমকি ও ভয়ভীতি উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত বিজয়ী হয়েছে। ফেরাউনকে মিসরবাসী চূড়ান্ত জবাব দিয়ে দিয়েছে।

ফেরাউন মিসরের জনগণকে বলেছিল, 'আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা মুসাকে বিশ্বাস করলে?' (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ৭১)। ঠিক একইভাবে এই ফেরাউনও বলেছে, 'আমি তোমাদের বিপ্লব করার অনুমতি দেয়ার আগে তোমরা কি বিপ্লব করতে পারবে? ফেরাউনের অনুমতি লাভের আগে হৃদয়ের কোনো কিছু বিশ্বাস করা, মনের কোনো কিছুতে প্রভাবিত হওয়া বা অঙ্গুলির সামান্যতম নড়াচড়া করা যাবে না! আমি তোমাদের অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা তাকে বিশ্বাস করেছ? আমি তোমাদের বিপ্লব করার অনুমতি দেয়ার আগেই তোমরা বিপ্লব করতে চাও? মিসরের সন্তানেরা, যারা একদা বিশ্বাস স্থাপন করেছে, তারা দৃঢ়তার সাথে বলল–'কখনোই তোমাকে গুরুত্ব দেবো না, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট আয়াত এনেছে তার ওপর এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তার ওপর; সুতরাং তোমার যা করার তুমি করতে পারো' (সুরা ত্বা-হা আয়াত ৭২)।

দেখুন, মানুষ সৃষ্টিকর্তায় বিশ্বাস স্থাপনের আগে কেমন থাকে আর বিশ্বাস স্থাপনের পরে কেমন হয়। ফেরাউন যেসব জাদুকরকে মিসরের বিভিন্ন এলাকা থেকে এনে জড়ো করেছিল তারা তাদের দড়ি ও লাঠি ছুড়ে দিয়ে বলল, 'ফেরাউনের ইজ্জতের কসম, আমরাই বিজয়ী হবো।' (সূরা শু'আরা, আয়াত ৪৪)। এবং 'জাদুকররা এসে ফেরাউনকে বলল, আমরা বিজয়ী হলে আমাদের জন্য পুরস্কার থাকবে তো? ফেরাউন বলল, অবশ্যই, তোমরা এখন নৈকট্যদের শামিল হবে (সূরা শু'আরা, আয়াত ৪১ ও ৪২)। সেখানে অর্থ, পদ-পদবি ও নানা রকম সুযোগ-সুবিধা লাভের প্রলোভন ছিল। কিন্তু একবার বিশ্বাস স্থাপনের পর, মিসরের সেই সত্যানুসন্ধানী লোকদের সামনে সত্যের দরজা উন্মুক্ত হয়ে যাওয়ার পর তারা কী করেছিল? 'জাদুকররা বলল, কখনোই তোমাকে গুরুত্ব দেবো না, আমাদের কাছে যে স্পষ্ট আয়াত এনেছে তার ওপর এবং যিনি সৃষ্টি করেছেন তার ওপর; সুতরাং যা করার করতে পারো, তুমি হুকুম চালাতে পারো কেবল এ পার্থিব জীবনের ওপর। আমরা তো আমাদের রবের ওপর ঈমান এনেছি, যাতে আমাদের সব গুনাহ ক্ষমা করেন, তুমি আমাদের যে জাদুতে বাধ্য করেছ তার চেয়ে আল্লাহ উত্তম ও স্থায়ী' (সূরা ত্বা-হা, আয়াত ৭২ ও ৭৩)।

মিসরীয়রা যখন বিশ্বাসী হয় তখন পরিস্থিতি এ রকমই হয়ে ওঠে। এর কারণ হচ্ছে বিশেষ করে মিসরীয় যুবকদের মধ্যে স্বার্থপরতার পরিবর্তে পরহিত বা পরোপকারের ইচ্ছা দিন দিন বাড়ছে। তারা ধনী-দরিদ্র, শিক্ষিত-অশিক্ষিত, শ্রমিক বা সংস্কৃতিমনা-সমাজের যে শ্রেণী পেশার মানুষই হোন না কেন তাতে কিছু যায় আসে না। সমাজের সব শ্রেণীর যুবকদের মধ্যেই মানসিকতায় পরিবর্তন আসছে। এই সমাজের মুসলিম ও কপটিক খ্রিষ্টান, রক্ষণশীল ও উদারপন্থী, ডানপন্থী ও বামপন্থী, নারী ও পুরুষ, বৃদ্ধ ও তরুণ সবাই এক সূত্রে নিজেদের গেঁথে নিয়েছে। মিসরকে অবিচার (জুলুম) ও স্বৈরশাসন থেকে মুক্ত করতে সবাই একসাথে কাজ করেছে। মিসরের মুক্তি অনিবার্য হয়ে উঠেছিল, কেননা যুবকরা এটা চেয়েছিল। আর যখন যুবকরা কোনো কিছু করতে

www.pathagar.com

ইচ্ছা করে তখন আল্লাহর ইচ্ছার ছায়াতলে তা আশ্রয় পায়।

'আল্লাহ্ কোনো জাতির ভাগ্য পরিবর্তন করেন না, যতক্ষণ না তারা নিজেদের ভাগ্য পরিবর্তনে সচেষ্ট হয়' (সূরা রা'আদ, আয়াত ১১)। তোমার মধ্যে যে শক্তি আছে তা দিয়ে তোমার অবস্থার পরিবর্তন করার চেষ্টা করো। আল্লাহ অবশ্যই তখন তোমাকে সাহায্য করবেন। মিসরের জনগণের পরিবর্তন হয়েছে, তারা পরিবর্তন চেয়েছে, তাই আল্লাহ অবস্থার পরিবর্তনে সাহায্য করেছেন। জনগণ একটি চরম পরীক্ষায় অবতীর্ণ হয়েছিল, তারা চরম আত্মত্যাগ করেছে, তারা ছিল অত্যন্ত দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তাদের অন্তর থেকে সব ডর-ভয় দূর হয়ে গিয়েছিল। অতীতের ফেরাউনরা জনগণকে সন্ত্রস্ত করে রাখত, তাদের আতঙ্কজনক পরিস্থিতির মধ্যে রেখে ফেরাউনরা বিজয়ী হতো। তারা জনগণের মনের মধ্যে ভয়ানক ভীতির সৃষ্টি করত। কিন্তু শেষ পর্যন্ত জনগণ ফেরাউনদের ভীতি থেকে মুক্ত হয়েছিল, জনগণ তাদের থোড়াই কেয়ার করেছিল। তারা কোরাহকে (কারুন), হামান, রাষ্ট্রীয় নিরাপত্তা বাহিনী ও তাদের নির্যাতনকে গুপ্ত ঘাতকদের, উট ও ঘোড়ার বাহিনী কোনো কিছুকেই আর ভয় করেনি। জনগণ ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, যুবকরা ছিল দৃঢ়প্রতিজ্ঞ, তারা বিপ্লবের চূড়ান্ত সফলতার দিকে তাকিয়েছিল। আল্লাহ্ তাদের আকাঙ্ক্ষার কথা জানতেন, তাই তিনি তাদের কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দিয়েছেন।

আমি মিসরের জনগণকে অভিনন্দন জানাই। আমার অভিনন্দন এই যুবকদের প্রতি, যারা বিপ্লবকে সফল করেছে। কারণ তারাই আমাদের মাথাকে সমুন্নত করেছে তাদের গৌরবদীপ্ত কাজের মাধ্যমে। এই যুবকরাই বিশ্ববাসীর সামনে তৈরি করেছে একটি অসাধারণ উদাহরণ। আমি এই যুবকদের বিবেচনা করি সহায়তাকারী হিসেবে, যাদের সম্পর্কে আল্লাহ্ পবিত্র গ্রন্থে বলেছেন, 'ওদের দাবিকে অগ্রগণ্য করে নিজেদের ওপর, যদিও নিজেরা উপবাসী'। সূরা হাশর, আয়াত ৯)।

যারা সমাজে সাহায্যকারী হিসেবে আবির্ভূত হয় তারা নানাভাবেই মানুষের কল্যাণে নিজেদের নিয়োজিত করে। এদের কেউ কেউ নিজেরা না খেয়ে তার আরেক ভাইকে খাওয়ার সুযোগ করে দেয়। এদের কেউ কেউ নিজেরা কঠোর পরিশ্রম করে যাতে তাদের আরেক ভাই একটু বিশ্রাম নিতে পারে। এদের কেউ কেউ সারা রাত জেগে থাকে যাতে তার আরেক ভাই একটু ঘুমাতে পারে। মিসরের এবারের এই বিপ্লবে যুবকেরা এ ধরনের দৃষ্টান্ত তৈরি করেছে। এরাই মিসরের সম্পদ, মিসরের গর্ব।

আমি মিসরের এই যুবকদের প্রতি আহ্বান জানাই, তাদের সেই চেতনা ধরে রাখার জন্য। কারণ বিপ্লব এখনো শেষ হয়ে যায়নি। বিপ্লবের সুফল পাওয়া কেবল শুরু হয়েছে। কখনো ভেবো না যে বিপ্লব শেষ হয়েছে। মনে রাখবে বিপ্লব চলছে। কারণ আমরা নতুন এক মিসর বিনির্মাণে অংশগ্রহণ করব, যে মিসর এই বিপ্লবের মাধ্যমে আমাদের অনেক কিছু শিক্ষা দিয়েছে। এই বিপ্লব নিয়ে তোমাদের ধৈর্য ধরতে হবে এবং এটাকে লালন করতে হবে। সতর্ক থাকবে যাতে কেউ এটাকে তোমাদের কাছ থেকে চুরি করে বা ছিনিয়ে নিতে না পারে। এই বিপ্লবকে সতর্ক পাহারায় রাখো। সতর্ক থাকো সেই ভ দের বিরুদ্ধে যারা নতুন মুখোশ পরে, নতুন বুলি নিয়ে প্রতিদিন তোমাদের সামনে হাজির হবে। তোমাদের কাছে নতুন নতুন কথা বলবে। 'ওরা বিশ্বাসীদের কাছে এলে বলে, আমরা ঈমান এনেছি, আর নিভৃতে পাণ্ডা দলে ভিড়লে

www.pathagar.com

বলে, আমরা তোমাদের দলের, ওদের সাথে মজা করি মাত্র' (সূরা আল বাকারা, আয়াত ১৪)। গতকাল তারা ছিল বিপ্লবের বিরুদ্ধে, আজ তারা বিপ্লবের পক্ষে। এই লোকদের ব্যাপারে তোমরা সতর্ক থাকো। যুবকদের আমি বলি– তোমরা তোমাদের বিপ্লবকে সুরক্ষা দাও, এ ব্যাপারে সদা সতর্ক থাকো এবং এই বিপ্লবকে রক্ষা করতে আত্মনিয়োগ করো। আমি আমার সন্তানদের ও এই বিপ্লবী যুবকদের কাছে এটাই দাবি করি। তোমরা তোমাদের ঐক্য ধরে রাখো। তোমাদের মধ্যে এমন কেউ যাতে অনুপ্রবেশ করতে না পারে, যারা এই বিপ্লবকে কলুষিত করবে। তোমাদের ঐক্যের মধ্যে ফাটল সৃষ্টি করবে, তোমাদের চমৎকার সম্পর্ককে বিনষ্ট করবে। তাদের ব্যাপারে সতর্ক থাকো। যে ভ্রাতৃত্ববোধ এই তাহরির স্কোয়ারে তোমাদের এক সুতোয় গেঁথেছে তা যেন কখনো ছিঁড়ে না যায়, তা যেন তোমাদের ঐক্যবদ্ধ রাখে এটাই আমার আহ্বান। বিপ্লবী যুবকদের প্রতি এটাই আমার শেষ কথা।

এখন আমি মিসরের জনগণের কথা সমগ্র মিসরবাসীর উদ্দেশে কিছু বলতে চাই, যে মিসরবাসীর কথা আল্লাহ পবিত্র কুরআনে উল্লেখ করেছেন। আপনাদের মনে রাখতে হবে যে, কুরআনে মাত্র দু'টি দেশ ছাড়া আর কোনো দেশকে নাম ধরে উল্লেখ করা হয়নি। এই দু'টি দেশের একটি হচ্ছে ব্যবিলন ও অন্যটি হচ্ছে মিসর। একটি আয়াতে ব্যাবিলনের কথা উল্লেখ রয়েছে। এ ছাড়া পবিত্র কুরআনে মিসরের নাম পাঁচবার উল্লেখ করেছেন আল্লাহ তায়ালা কুরআনে একটি দেশ ছাড়া আর কোনো দেশের কথাই একবারের বেশি উল্লেখ করা হয়নি। একাধিকবার উল্লেখ করা দেশটি সম্পর্কে বলেছেন, 'আল্লাহর ইচ্ছায় নিরাপদে মিসরে প্রবেশ করুন' (সূরা ইউসুফ, আয়াত ৯৯)। কিন্তু স্বৈরাচারী ও জালেমরা ভয়ভীতি প্রদর্শন ছাড়া কোনো মানুষকে মিসরে প্রবেশ করতে দিতে চায় না। তারা মানুষের অন্তরে ভীতির সঞ্চার করে এবং সমাজকে তার ন্যায্য প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত করে। ক্ষুধা ও আতঙ্ক এই দু'টি জিনিসই তারা মিসরের জনগণের ওপর চাপিয়ে দিয়েছে। অত্যাচার-নির্যাতন চালিয়ে তারা দিন দিন তাদের অবস্থান সংহত করতে চেয়েছে, মিসরের জনগণকে মুক্তির স্বাদ থেকে দূরে রাখতে, বঞ্চিত করতে সচেষ্ট থেকেছে। ওই স্বৈরশাসকেরা মিসরের সম্পদ লুটপাট করেছে, অন্য দিকে জনগণ ন্যায্য প্রাপ্য থেকেও বঞ্চিত থেকেছে। স্বৈরশাসকেরা মিসরের জনগণের সম্পদ লুট করে বিদেশে পাচার করেছে। শোনা যাচ্ছে, এই লুটেরারা দীর্ঘ দিনে মিসরের জনগণের যে সম্পদ বিদেশে পাচার করেছে তার পরিমাণ তিন ট্রিলিয়ন ডলারের বেশি। যদি এই অর্থের পুরোটা বা তার অর্ধেক কিংবা এক-চতুর্থাংশও দেশে ফিরিয়ে আনা যায় তাহলে সেটা দিয়ে মিসরের সব দেনা শোধ হয়ে যাবে এবং আগামীতে দেশের অনেক উন্নয়ন প্রকল্প বাস্তবায়ন করা সম্ভব হবে।

আমি মিসরের জনগণকে বলতে চাই, 'আপনাদের অভিনন্দন' হে জনগণ। এরা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ করেছিল এবং এই ধর্মের জন্য তারা অনেক জীবন দিয়েছে, রক্ত দিয়েছে। এরা বাইজেন্টাইনদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। যদিও বাইজেন্টাইনরাও ছিল খ্রিষ্টান, কিন্তু নীতির প্রশ্নে তারা মিসরীয় খ্রিষ্টানরা ওদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে। পরে তারা যখন ইসলাম গ্রহণ করেছে তখন তারা ইসলামের জন্য লড়াই করেছে, জীবন দিয়েছে। তারা ক্রুসেডারদের বিরুদ্ধে লড়াই করেছে এবং তারা রাজা নবম লুইসকে মানসুরায় ইবনে লোকমানের ঘরে বন্দী করে রেখেছিল। তাতারদের বিরুদ্ধে যুদ্ধেও

www.pathagar.com

মিসরের সেনাবাহিনী বিজয়ী হয়েছে। শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরে মিসর ইসলামি সংস্কৃতি ও সভ্যতা, ইসলামি বিজ্ঞান ও আরবি ভাষার কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে কাজ করেছে।

প্রিয় ভাইয়েরা, এই বিপ্লবে বিজয় হয়েছে মিসরের এবং যাকে বলা হয় গোষ্ঠীবাদ তার ওপরও বিজয় অর্জিত হয়েছে। এই গোষ্ঠীবাদ তারাই তৈরি করেছিল। কিন্তু আজ এই স্কোয়ারে মুসলমান ও খ্রিষ্টানরা পাশাপাশি দাঁড়িয়ে আছেন। আমার মনে পড়ছে, গতকাল যখন আমি কাতার থেকে ফিরছিলাম তখন একজন যুবক আমার কাছে এসে পরিচয় দিয়ে বলল আমি অমুক, আমি ওমুকের ছেলে, আমার বাড়ি মিসরে। আমি একজন খ্রিষ্টান। আমি আলজাজিরায় আপনার 'শরিয়া ও জীবন' অনুষ্ঠানটি নিয়মিত দেখি এবং কাতারে প্রতি শুক্রবার আপনার দেয়া খুতবা শুনি। আপনি মানুষের মধ্যে ঐক্যের আহ্বান জানাচ্ছেন। আপনার জন্য একজন মিসরীয় হিসেবে আমি গর্ব অনুভব করি। আমি তাকে বললাম, 'সব প্রশংসাই আল্লাহর।' তাহরির স্কোয়ারে মুসলমানেরা যখন নামাজ আদায় করেছেন তখন তাদের নিরাপত্তা নিশ্চিত করার জন্য চার পাশে পাহারায় ছিল কপটিক খ্রিষ্টান ভাইয়েরা। আজ আমি তাদের প্রতি আহ্বান জানাব, মুসলমানদের সাথে তারাও যেন সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করেন। এই তাহরির স্কোয়ারে অভিশপ্ত গোষ্ঠীবাদের বা গোষ্ঠীগত সঙ্ঘাতের অবসান ঘটেছে। লেখক আহমেদ রাগাব গতকাল লিখেছেন যে, তিনি তাহরির স্কোয়ারে এসেছিলেন। সেখানে তিনি দেখতে পান একজন মুসলিম তরুণী আরেকজন মুসলমানকে নামাজের সময় অজুর পানি ঢেলে দিচ্ছেন।

রাগাব বলেছেন, 'বিপ্লব সফল হয়েছে।' আমি নিজে দেখেছি আমার নাতনী তাহরির স্কোয়ার পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করার ও বিভিন্ন স্লোগান লেখার কাজে এক দল তরুণ-তরুণীকে নেতৃত্ব দিচ্ছে। তাদের পাশ দিয়ে একজন যাজক হেঁটে যাওয়ার সময় তাদের বলল, 'তোমাদের কি কোনো সাহায্য লাগবে? আমি তোমাদের সাহায্য করতে প্রস্তুত আছি।' তখন তারা বলল, 'হ্যাঁ, দয়া করে আমাদের সাহায্য করুন।' এ সময় তিনি মিসরীয় ১০০ পাউন্ডের একটি নোট বের করে তাদের হাতে দিয়ে বললেন, 'তোমাদের জন্য এটাই হচ্ছে আমার সাহায্য।' তখন ওই তরুণ-তরুণীরা আল্লাহু আকবর ধ্বনি দিয়ে উঠল এবং ওই অর্থ দিয়ে ব্রাশ, রঙতুলি ও অন্যান্য সামগ্রী কিনে আনল। এটাই হচ্ছে মিসরের চেতনা, যে চেতনা সবাইকে ঐক্যবদ্ধ করেছে। আমি মিসরের জনগণের কাছে এটাই আশা করব যে, তারা তাদের এই ঐক্য ধরে রাখবেন। এখানে যেন কোনো বিভাজন, কোনো উগ্রতা স্থান না পায়। আমরা সবাই বিশ্বাসীদের দলে। আল্লাহর প্রতি আমাদের বিশ্বাস রাখতে হবে এবং আমাদের ঈমান আরো মজবুত করতে হবে। আমরা সবাই মিসরীয়। আমরা সবাই বাতিলের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছি। সত্যের পক্ষে আজ আমরা সবাই ক্ষুব্ধ, রাগান্বিত। এই চেতনা অবশ্যই উজ্জীবিত রাখতে হবে।

এখন আমি মিসরের সেনাবাহিনীর সদস্য ভাইদের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই। আমি এই সেনাবাহিনীকে স্যালুট জানাই। কারণ এই সেনাবাহিনী জনগণের হাতিয়ার, জনগণের সমর্থক ও তাদের গর্ব। কোনো কোনো ভাই আমাকে বলেছেন, আমি যেন সেনাবাহিনীর অতিরিক্ত প্রশংসা না করি। কারণ তারা আমাকেও হেনস্তা করতে পারে

www.pathagar.com

এবং বিপ্লব সফল হওয়ার পথে বাধার সৃষ্টি করতে পারে। আমি তাদেরকে বলেছি, আল্লাহর রহমতে তারা আমাকে গ্রেফতার বা হেনস্থা করবে না। সেনাবাহিনীর প্রথম বিবৃতির পর যখন অনেকেই হতাশ হয়েছিল, তখন আমি আমার সর্বশেষ খুতবায় বলেছিলাম, 'আমি বিশ্বাস করি, মিসরের সেনাবাহিনী কোনোভাবেই তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনীর চেয়ে কম দেশপ্রেমিক হবে না। তিউনিসিয়ার সেনাবাহিনী সে দেশে বিপ্লব সফল হতে সহায়তা করেছে। মিসরের সেনাবাহিনী দেশের এবং ফিলিস্তিনিদের জন্য চারটি যুদ্ধে অংশ নিয়েছে, দেশের সাথে বিশ্বাসঘাতকতা করা এই সেনাবাহিনীর পক্ষে সম্ভব নয়। কোনো এক ব্যক্তির স্বার্থের জন্য দেশের তরুণদের আত্মত্যাগকে তারা অবশ্যই ব্যর্থ হতে দেবে না।

মিসরের সেনাবাহিনী মহৎ এবং তারা যুক্তিসঙ্গত আচরণই করবে। আমি শপথ করে বলতে পারি, এই সেনাবাহিনী জনগণের সাথেই থাকবে। গণ-আন্দোলনের শুরু থেকেই তারা এর প্রতি একাত্মতা প্রকাশ করেছে, যার প্রমাণ আমরা দেখেছি। জনগণের শান্তিপূর্ণ আন্দোলনের বিরুদ্ধে তারা কখনো অবস্থান নেয়নি। সেনাবাহিনী তাদের দেয়া বিবৃতিতে বলেছে, তারা জনগণের দাবির বিষয়টি অনুধাবন করত পেরেছে এবং এর বিরুদ্ধে তারা কোনো পদক্ষেপ বা অবস্থান নেবে না। সেনাসদস্যরা আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে কোনো শক্তি প্রয়োগ করবে না এবং করেনি। সেনাবাহিনী জানিয়ে দিয়েছে, তারা জনগণের আকাঙ্ক্ষার বিপরীতে কোনো অবস্থান নেবে না এবং বিকল্প শক্তি হয়েও দাঁড়াবে না। সেনাবাহিনী তাদের বিবৃতিতে এ কথাও জানিয়ে দিয়েছে, তারা স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের সাথেই যুক্ত থাকতে চায়। ১০ দিনের মধ্যে দেশের সংবিধান সংশোধন করার জন্য সেনাবাহিনী যে কমিশন গঠন করেছে, তারা দ্রুততম সময়ের মধ্যে তাদের দায়িত্ব শেষ করবে বলে আমরা আশা করি।

সেনাবাহিনীর কাছে আমাদের দাবি, তারা মোবারকের সময়ে গঠিত সরকারের হাত থেকে আমাদেরকে মুক্ত করবে। কারণ ওই সরকারের সময় শেষ হয়ে গেছে। কারণ জনগণ তাদেরকে ছুড়ে ফেলেছে, প্রত্যাখ্যান করেছে। আমরা এখন একটি নতুন সরকার চাই, যে সরকারে পতিত স্বৈরাচার সরকারের কোনো সদস্য থাকবে না। কেননা জনগণ আর তাদের ভার বহন করতে চায় না। ওই লোকদেরকে দেখলেই জনগণের স্মরণ হয়, অন্যায়, অবিচার, হত্যা, মিথ্যাচার, গুপ্তঘাতক এবং অশ্বারোহী ও হস্তীবাহিনীর অভিযানের কথা। ওই লোকদেরকে দেখলেই জনগণের চোখের সামনে ভেসে ওঠে নিপীড়ক বাহিনীর গাড়িগুলোর কথা, যেগুলো অনেক সময় লোকজনের ওপর উঠিয়ে দেয়া হতো। এভাবে গাড়িচাপা দিয়ে অন্তত ২০ জনকে হত্যা করা হয়েছে। কাজেই মিসরের মানুষ এখন আর ওই হত্যাকারী ও ঘাতকদের সরকারে দেখতে চায় না। আমরা সেনাবাহিনী ও এর কমান্ডের কাছে দাবি জানাই, ওই দুষ্টচক্রের হাত থেকে আমাদেরকে মুক্ত করে একটি নতুন সরকার গঠনের জন্য। আমরা এমন একটি বেসামরিক সরকার গঠনের দাবি জানাই, যে সরকারে থাকবে মিসরের জনগণ, মিসরের সন্তানরা, যারা কোনো অন্যায় ও অপরাধ করেনি। অবিলম্বে সব রাজবন্দী ও রাজনৈতিক কারণে আটক ব্যক্তিদের মুক্তি দেয়ার জন্য আমরা সেনাবাহিনীর কাছে দাবি জানাচ্ছি। কারণ কোনো তথ্য-প্রমাণ ছাড়াই সামরিক ট্রাইব্যুনালে বিচার করে এদেরকে কারাদ দেয়া হয়েছে। এভাবে বিচারের নামে

www.pathagar.com

অনেককে দীর্ঘ দিন ধরে কারা প্রকোষ্ঠে আটকে রাখা হয়েছে। এসব ট্রাইব্যুনাল বিলুপ্ত করতে হবে। আমি চাই না আমাদের সাহসী ও মহান সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কোনো পাপের বা অন্যায়ের সাথে জড়িত থাকার অভিযোগ উত্থাপিত হোক। বিচারের নামে যাদেরকে কারাগারে রাখা হয়েছে, তাদের প্রতিটি ঘণ্টা ও প্রতিটি দিন অতিবাহিত হওয়ার সাথে সাথে তাদেরকে যারা কারাগারে রেখেছে তাদের পাপের মাত্রাও দিন দিন বেড়ে চলেছে। যত দ্রুত তারা ওই বন্দীদেরকে মুক্তি দিয়ে নিজেদের অন্যায় কাজকে সংশোধন না করবে, তত দিন তাদের পাপের বোঝাও বেড়েই চলবে। এ ছাড়া আমাদেরকে দ্রুত অন্যায়-অবিচার সঙ্ঘটনের পথ রুদ্ধ করতে হবে।

আমি আমার বক্তব্য শেষ করার আগে মিসরের জনগণের উদ্দেশে কিছু কথা বলতে চাই। আমি জানি তারা অনেক অন্যায়-অবিচারের শিকার হয়েছেন। শ্রমিক, কৃষক, কর্মচারীসহ সবাই দীর্ঘ দিন ধরে অবিচার সয়ে আসছেন। আল্লাহ এই পৃথিবী এক দিনে বা কয়েক ঘণ্টায় সৃষ্টি করেননি। তিনি পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে, যদিও 'হও' এবং সাথে সাথে 'হয়ে যেত' এভাবে পৃথিবীটা সৃষ্টি করার ক্ষমতা তার ছিল। কিন্তু আমাদেরকে ধৈর্য শিক্ষা দেয়ার জন্য তিনি তা করেননি। আমাদেরকে অবশ্যই ধৈর্যশীল হতে হবে। যারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন, ধর্মঘট করছেন, অবস্থান কর্মসূচি পালন করছেন, তাদের সবার প্রতি আমি আহ্বান জানাব, কাজের মাধ্যমে তাদের এই বিপ্লবে অবদান রাখার জন্য। মিসর আপনাদের কাজ চায়। মিসরের অর্থনীতি খুবই অনুন্নত। আমরা যারা এই বিপ্লবকে সমর্থন করেছি তাদের উচিত নয় দেশের অর্থনীতির উন্নয়নে ও মিসরকে গড়ার পথে বাধার সৃষ্টি করা।

যারা কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন, যারা ধর্মঘট কর্মসূচি পালন করছেন তাদেরকে ধৈর্য ধারণ করার জন্য আমি আহ্বান জানাই। তাদেরকে বোঝানোর জন্য আমাদের সবাইকে এগিয়ে আসতে হবে। ধর্মঘট পালনকারীদের সাথে যোগাযোগ করার জন্য আমি সেনাবাহিনীর প্রতি আহ্বান জানাচ্ছি। আপনারা তাদেরকে আশ্বস্ত করুন যে, তারা যা চাচ্ছেন, আপনারা সে পথেই অগ্রসর হচ্ছেন। মিসর যাতে উন্নয়নের পথে এগিয়ে যেতে পারে সে চেষ্টাই যে সেনাবাহিনী করে যাচ্ছে সেটা আপনারা তাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করুন। মিসরের সব মানুষই এখন দেশ গড়ার কাজে আত্মনিয়োগে আগ্রহী। সবাই এখন দেশকে কিছু দিতে চায়।

আমি দেশবাসীর প্রতি আহ্বান জানাব নতুন মিসর গড়ার কাজে আত্মনিয়োগ করার জন্য। আমরা এখন একটি নতুন পর্যায়ে উপনীত হয়েছি, যে পর্যায়ে সত্যের বিজয় এবং মিথ্যার অবসান ঘটেছে। অবশ্যই এখন মিসরবাসীর সামনে সময় এসেছে প্রত্যেকের ন্যায্য অধিকার লাভের, প্রত্যেকেরই ন্যায্য পাওনা পাওয়ার। প্রতিটি নাগরিককেই সমান মর্যাদা দিতে হবে। অন্য দিকে সেনাবাহিনীতে আমাদের যে ভাইয়েরা রয়েছেন তাদের ব্যাপারেও আমাদেরকে সহনশীল হতে হবে, যাতে আমাদের সব আশা-আকাঙ্ক্ষা একের পর এক পূরণ হতে পারে। 'বল, তোমরা কাজ কর, আল্লাহ তোমাদের কাজ দেখেন এবং তাঁর রাসূল ও মুমিনরা এবং তোমরা সে সত্তার দিকে ফিরবে, যিনি পরিজ্ঞাত দৃশ্য-অদৃশ্য সব কিছু, অতঃপর যা করেছে তা তিনি অবহিত করবেন তোমাদের' (সূরা তাওবাহ, আয়াত ১০৫)। আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করুন এবং তিনি আপনার প্রার্থনা শুনবেন।

www.pathagar.com

সকল প্রশংসাই আল্লাহর, যিনি পাপ ক্ষমা করে থাকেন। যার কোনো অংশীদার নেই। বেহেশত ও এই পৃথিবীর সব কিছুই তাঁরই মহিমার প্রতীক। সব প্রশংসা এবং সার্বভৌমত্ব কেবল তাঁরই এবং সব কিছুর ওপর তিনি ক্ষমতাবান। আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি, আমাদের নেতা, আমাদের আদর্শ ও আমাদের সবচেয়ে প্রিয় মোহাম্মদ আল্লাহর বান্দা ও রাসূল। তিনি আল্লাহর আলোকবর্তিকা বহনকারী, তিনি সতর্ককারী, তাঁর ও তাঁর পরিবার এবং সঙ্গীদের ওপর আল্লাহর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক।

পরম করুণাময় দয়াময়, আল্লাহর নামে। 'বল, এটা আল্লাহর অনুগ্রহ ও রহমত, তাই তারা উৎফুল্ল হোক, ওরা যা পুঁজি করে এটা তদপেক্ষা উত্তম' (সূরা ইউনুস, আয়াত-৫৮)। আমরা সর্বশক্তিমান আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করি, তিনি যেন এই উম্মাহর আজকের দিনটি গতকালের চেয়ে উত্তম করে দেন এবং আগামীকালের দিনটি যেন আজকের চেয়ে ভালো করে দেন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের প্রতি সদয় হোন এবং আমাদেরকে অপরাধী বানাবেন না। আপনি আমাদেরকে দান করুন এবং বঞ্চিত করবেন না। আপনি আমাদেরকে কম নয়, অধিক দান করুন। আমাদেরকে অগ্রাধিকার দিন এবং আমাদের চেয়ে অন্যদেরকে অগ্রাধিকার দিয়েন না। আপনি আমাদের ওপর সন্তুষ্ট থাকুন এবং আমাদেরকেও সন্তুষ্ট রাখুন। হে আল্লাহ, আপনি আমাদের ক্ষমা করুন। এই পৃথিবীতে আমাদেরকে সঠিকভাবে ধর্ম পালনের তওফিক দান করুন। হে আল্লাহ আপনি আমাদের ঘাটতিগুলো পূরণ করে দিন এবং ভয়ভীতি দূর করুন। আমাদের সামনে-পিছনে, ডানে-বায়ে, উপরে-নিচে যা কিছু আছে তা থেকে আমাদেরকে হেফাজত করুন। আমরা আপনারই শক্তির কাছে আশ্রয়প্রার্থী। আপনি আমাদেরকে ধ্বংস হওয়া থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ এই দেশের জন্য আপনি আপনার রহমতের দরজা উন্মুক্ত করে দিন। এ দেশের মানুষকে সঠিক পথে চলার তওফিক দান করুন।

হে আল্লাহ তাদেরকে বিশাল বিজয় অর্জনে সাহায্য করুন। আপনি তাদের ওপর আপনার পরিপূর্ণ দয়া ও রহমত দান করুন। তাদের হৃদয় প্রশান্তিতে ভরে দিন। আপনার দয়া ও ভালোবাসা তাদের ওপর ছড়িয়ে দিন। হে আল্লাহ আমাদের প্রার্থনাগুলোকে পরিশুদ্ধ করুন। আমাদের কাজগুলোকে বোকামি থেকে, আমাদের আত্মাগুলোকে দুর্বলতা থেকে, আমাদের হৃদয়গুলোকে আনুগত্যহীনতা থেকে, আমাদের জিহবাগুলোকে মিথ্যা বলা থেকে, আমাদের চোখগুলোকে বিশ্বাসঘাতকতা থেকে, আমাদের প্রার্থনার কাজগুলোকে ধোঁকাবাজি থেকে ও আমাদের জীবনকে স্ববিরোধিতা থেকে রক্ষা করুন। হে আল্লাহ্ আমাদেরকে এই দুনিয়ার সব কলঙ্ক ও অসম্মান এবং পরকালের কঠিন আজাব থেকে রক্ষা করুন। ভুলভ্রান্তি থেকে শিক্ষা নিয়ে আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তওফিক দান করুন। হে আল্লাহ্ আমরা আপনার দয়ার আশাতেই বসে আছি, আপনি আমাদেরকে নিরাশ করবেন না। আপনি ছাড়া আর কোনো মাবুদ নেই। আমরা আপনারই সাহায্য ও করুণা প্রার্থী।

আমি আমার বক্তব্য ও খুতবা শেষ করার আগে আরব দেশগুলোর শাসকদের উদ্দেশে কয়েকটি কথা বলতে চাই। আমি তাদের উদ্দেশে বলতে চাই 'আপনারা উদ্ধত হবেন না। নিজেদেরকে প্রতারিত করবেন না। ইতিহাসকে থামিয়ে দেবেন না। সৃষ্টিকর্তার নির্দেশের বিরুদ্ধে লড়াই করে কেউ বিজয়ী হতে পারবেন না, নতুন দিনের সূর্যোদয়

www.pathagar.com

কেউ ঠেকিয়ে রাখতে বা বিলম্ব ঘটাতে পারবেন না। এই বিশ্ব বদলে গেছে, বিকশিত হয়েছে। আরববিশ্বও বদলে গেছে ভেতর থেকে। কাজেই জনগণের বিরুদ্ধে দাঁড়াবেন না। তাদের সাথে সমঝোতায় আসুন। তাদের সাথে প্রতারণার চেষ্টা করবেন না। ফাঁকা বুলি দিয়ে তাদেরকে সান্ত্বনা দেয়ার চেষ্টা করবেন না। জনগণ নীরব হয়ে বসে থাকবে- এমনটি এখন আর সম্ভব নয়। তাদের সাথে অর্থবহ সংলাপে বসুন ও গঠনমূলক পদক্ষেপ গ্রহণ করে তাদের সাথে সমঝোতা করুন। জনগণের মানসিকতা ও মতামতের প্রতি শ্রদ্ধা দেখান। আরব শাসকদের প্রতি এটাই আমার বার্তা।

এখন আমি ফিলিস্তিনি ভাইদের উদ্দেশে একটি বার্তা দিতে চাই। আল্লাহপাক মিসরে বিজয় দান করার মাধ্যমে আমার চোখের পাতায় শান্তির পরশ বুলিয়ে দিয়েছেন। আল আকসা মসজিদ খুলে দিয়েও সেখানে আমাকে নামাজ আদায় করার সুযোগ দিয়ে আল্লাহ আমার চোখে শান্তির পরশ বুলিয়ে দেবেন। হে আল্লাহ নিরাপদে ও ভয়ভীতিমুক্ত হয়ে আল আকসা মসজিদে প্রবেশ করার ও সেখানে নামাজ আদায় করার সুযোগ করে দিন। আপনি আমাদের জন্য এটি বাস্তবে পরিণত করুন।

হে ফিলিস্তিনি ভাইয়েরা, এই বিশ্বাস রাখুন যে, বিজয়ী হওয়ার জন্য আপনারা সাহায্য পাবেন। রাফাহ ক্রসিং আপনাদের জন্য খুলে যাবে। মিসরের সেনাবাহিনী, সশস্ত্র বাহিনীর সুপ্রিম কাউন্সিলের কাছে এটাই আমার দাবি। আপনারা রাফাহ ক্রসিং খুলে দিন। আমাদের ও আমাদের ভাইদের মধ্যে যে দেয়াল রয়েছে সেটা উন্মুক্ত করে দিন। গাজা মিসরের অংশ, মিসরও গাজার অংশ। মিসরকে অবশ্যই গাজার ফিলিস্তিনিদের জন্য সমর্থন দিতে হবে। মিসর হবে গাজাবাসীর জন্য একটি শক্তি, একটি দুর্গ। মিসর ফিলিস্তিনিদের জন্য চারটি যুদ্ধ করেছে। কাজেই তাদের রাস্তা বন্ধ করে রাখা যথাযথ কাজ নয়। যে ক্রসিংগুলো আমাদের নিয়ন্ত্রণে আছে, বিশেষ করে রাফাহ ক্রসিং অবশ্যই খুলে দিতে হবে। আমাদের ভাইদের জীবন ধারণের জন্য প্রয়োজনীয় রসদ সামগ্রী নিয়ে গাড়িগুলো যে পথ দিয়ে চলাচল করবে সেগুলো বন্ধ রাখা উচিত নয়। আমাদের প্রিয়, মহৎ ও সাহসী সেনাবাহিনীর কাছে এটাই আমার দাবি।

মহান সৃষ্টিকর্তার কাছে আমার প্রার্থনা, তিনি যেন আমাদেরকে সঠিক পথে চলার ও সঠিক কাজগুলো করার তওফিক দান করেন। হে আল্লাহ আপনি আমাদেরকে ও যারা আমাদের আপনার পথে নিয়ে এসেছে তাদেরকে ক্ষমা করুন। হে আল্লাহ আপনি দয়ালু, আপনি করুণাময়। হে আল্লাহ আপনি আপনার প্রেরিত রাসূল মোহাম্মদ, তাঁর পরিবার, সাহাবিরা এবং কিয়ামত পর্যন্ত যারা তাদেরকে অনুসরণ করবেন তাদের ওপর আপনার রহমত বর্ষণ করুন। আমিন। এখন আপনারা নামাজের জন্য দাঁড়িয়ে যান। নামাজ অবশ্যই মানুষকে মন্দ কাজ থেকে বিরত রাখে এবং মন্দ কাজ তিরস্কারযোগ্য।

www.pathagar.com

হাসনাইন হাইকলের একটি সাক্ষাৎকার

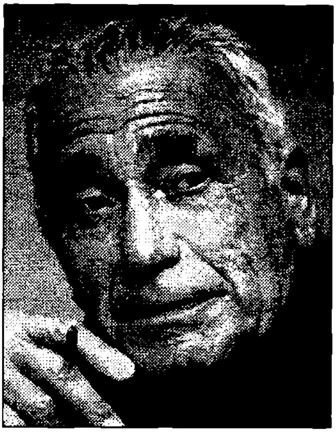

মুহাম্মদ হাসনাইন হাইকল মিসরের একেবারে প্রথম সারির সাংবাদিক। বয়স ৮৮ বছর। কায়রোর বিখ্যাত দৈনিক আল আহরামের প্রধান সম্পাদক ছিলেন ১৭ বছর। অর্ধশতাব্দীরও বেশি সময় ধরে আরববিষয়ক রাজনৈতিক বিশ্লেষণের জন্য তিনি বিপুল খ্যাতি অর্জন করেছেন। তার অনেক গ্রন্থ আরব বিশ্বের প্রাচীন ও আধুনিক রাজনৈতিক ইতিহাসকে আয়নার মতো স্বচ্ছ করেছে। মিসরের বিভিন্ন পটপরিবর্তনের নিবিড় প্রত্যক্ষদর্শী তিনি।

বর্তমানে আলজাজিরায় প্রচারিত তার লেকচার-সিরিজ আরব বিশ্বে তার প্লাটফর্মকে প্রসারিত করেছে। মিসরের সাম্প্রতিক উত্তাল রাজনৈতিক পরিস্থিতিতে এই প্রবীণ সাংবাদিকের সাক্ষাৎকার নিয়েছেন নয়া দিগন্তের মিসর প্রতিনিধি ***আবুল কালাম আজাদ*** *।*

গত শুক্রবার কায়রোর তাহরির স্কোয়ারসহ সারা দেশে লাখ লাখ মানুষের গণ-আন্দোলন ও বিভিন্ন স্লোগানের ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কী?

হাসনাইন : মিসরীয় জনগণ পরিবর্তন চায় বলে এতো মানুষ সরকার পতনের আন্দোলনে শরিক হয়েছে। তাদের এ আন্দোলন থেকে জাতীয় নেতৃবৃন্দের শিক্ষা নেয়া প্রয়োজন। আন্দোলনকারীরা মিসরের প্রকৃত দেশপ্রেমিক বলে আমি মনে করি। তারা যে দাবি আদায়ের জন্য আন্দোলন-সংগ্রাম চালিয়ে যাচ্ছে, সেগুলো সাধারণ মানুষের মনে নাড়া দিয়েছে বলেই ২৮ জানুয়ারি মিসরের শহর-উপশহরে এমনকি গ্রামগঞ্জ পর্যন্ত ৭০ লাখ থেকে এক কোটি মানুষ রাস্তায় নেমে বিক্ষোভ প্রদর্শন করেছে, সে বিক্ষোভ এখনো চলছে। আমাদের নেতৃবৃন্দকে এ আন্দোলনের মর্মবাণী উপলব্ধি করতে হবে।

মোবারক-সমর্থকরা আন্দোলন- কারীদের ওপর যে উট-ঘোড়া-তরবারি ও বিদেশী অস্ত্র নিয়ে আক্রমণ করল এবং অনেক শান্তিপূর্ণ আন্দোলনকারীকে হত্যা ও আহত করল, সে ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

হাসনাইন : জনগণের আন্দোলনটা ছিল সুনামির মতো। সরকার বুঝে উঠতে পারেনি, মিসরে এত সাহসী যুবক রয়েছে। সরকারের প্রতি আইনশৃঙ্খলা বাহিনীর সমর্থন ভেঙে পড়েছে। সরকার তাই দিশেহারা হয়ে নিরপরাধ সাধারণ আন্দোলনকারীদের ওপর এ

www.pathagar.com

রকম জঘন্য ও বর্বর আক্রমণ চালিয়েছে। দৃশ্যত সরকার আন্দোলনের আগুনকে জনগণের রক্ত দিয়ে নেভানোর চেষ্টা করছে।

এ আন্দোলনের পেছনে কারো হাত আছে বলে মনে করেন কি?

হাসনাইন : এ আন্দোলনের পেছনে কারো হাত আছে বলে আমি মনে করি না। এটা মিসরীয় গণমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন, তাদের অধিকার আদায় ও যুবকদের হতাশা থেকে মুক্তির আন্দোলন।

তাহরির স্কোয়ারে লাখ লাখ মানুষ লাগাতার আন্দোলন করছে। অন্য দিকে মাঝে মধ্যে মুহাদিসিন মোস্তফা মাহমুদ সড়কে কিছু মানুষ মোবারকের সমর্থনে জড়ো হচ্ছে। এ ব্যাপারে আপনার মূল্যায়ন কী?

হাসনাইন : দেখুন, আমি মনে করি, যারা তাহরির স্কোয়ারে আন্দোলন করছে, তারাই প্রকৃত আন্দোলনকারী। কারণ আপনারা দেখছেন, তারা একখানা রুটি দুইজনে ভাগ করে খাচ্ছে। এখানে রাতে অবস্থান করছে। সরকারবিরোধী আন্দোলনে গতি বাড়াচ্ছে। এমনকি সর্বশেষ নিজেদের প্রাণ পর্যন্ত বিলিয়ে দিচ্ছে। এটা প্রমাণ করে, তারা দাবি আদায়ের জন্যই আন্দোলন করছে। অন্য দিকে মোহাদিসিন সড়কে যারা জড়ো হচ্ছে তারা মোবারক সরকার আমলের সুবিধাভোগী। চক্ষুলজ্জায় তারা মাঠে নেমেছে। তবে তাদের সংখ্যা একেবারে নগণ্য। তাদের অবস্থানও ক্ষণস্থায়ী। মিডিয়ায় প্রচারের লক্ষ্যে দায়সারা গোছের আন্দোলন করছে তারা।

এখন পর্যন্ত চলতে থাকা যুবকদের আন্দোলনের মূল উদ্দেশ্য ও বাস্তবতা আপনি কিভাবে দেখছেন?

হাসনাইন : আমি আগেই বলেছি, এই আন্দোলন যুবকদের দাবি আদায় ও হতাশা থেকে মুক্তির আন্দোলন। সাথে সাথে বিশ্ববাসীকে জানিয়ে দেয়া যে, তারা আন্দোলন-সংগ্রামসহ যেকোনো বিপ্লব ঘটাতে সক্ষম।

আপনি কি মনে করেন বর্তমান নেতৃবৃন্দ এ আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে তাদের করণীয় উপলব্ধি করতে পেরেছে?

হাসনাইন : অত্যন্ত দুঃখের সাথে বলতে হচ্ছে, আমাদের নেতৃবৃন্দ মিসরের গণমানুষের আন্দোলনের সমাধানমুখী প্রতিক্রিয়া জানাতে সম্পূর্ণ ব্যর্থ হয়েছেন। এ কারণে দেশে আজ এ পরিস্থিতি। আপনারা জানেন এবং সমগ্র দুনিয়ার সব মানুষের কাছে শিরোনাম হয়ে গেছে যে, মিসর মানে গোলযোগপূর্ণ একটি দেশ। এখানে কেউ কাউকে মূল্যায়ন করে না। এমনকি সাধারণ মানুষের মতেরও কোনো মূল্যায়ন নেই।

মোবারক তার ভাষণে ঘোষণা করেছেন, তিনি ও তার পুত্র আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না– এ ব্যাপারে আপনার অভিমত কী?

হাসনাইন : তিনি বলেছেন, আগামী নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন না, কিন্তু সেই সাথে

www.pathagar.com

তিনি পার্লামেন্ট ভেঙে দিতেও অস্বীকার করেছেন। এমনকি নতুন মন্ত্রিপরিষদও গঠন করেছেন। যদি সংসদ ভেঙে দেয়া না হয় তবে বর্তমান এমপিরা সংসদে সংখ্যাগরিষ্ঠ থাকবেন। দেখা গেল, নতুন প্রেসিডেন্ট এলেন এবং সংসদ সদস্যরা তার বিরুদ্ধে অনস্থা দিলেন, তাহলে নতুন প্রেসিডেন্ট আসার মানে কী হলো? তা ছাড়া মন্ত্রিপরিষদও মোবারকের নিয়োগকৃত। দেখা যাবে, নতুন প্রেসিডেন্টের সাথে তাদের ঐকমত্য হবে না। তাই আমি মনে করি, একসাথে সব ভেঙে দিয়ে মোবারক পদত্যাগ করুন এবং কোনো তত্ত্বাবধায়কের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করুন। তারাই ভবিষ্যৎ নিয়ে ভাববেন।

আমেরিকার বর্তমান কঠিন অবস্থা থেকে কী বোঝা যায়? তারা কি ইসরাইল ও মিসরের সাথে একত্রে কাজ করবে নাকি বর্তমান পরিস্থিতির কারণে মিসরের ওপর থেকে আস্থা হারিয়ে ফেলবে?

হাসনাইন : আপনারা জানেন, মিসর মধ্যপ্রাচ্যে অন্যতম বৃহৎ শক্তি। মধ্যপ্রাচ্যের শান্তি বজায় রাখতে হলে আমেরিকার অবশ্যই মিসরকে প্রয়োজন। এ কারণে আমেরিকা মোবারক-পরবর্তী সরকারের সাথেও সম্পর্ক গভীর করার চেষ্টা করবে বলে আমি মনে করি। আর সে ক্ষেত্রে ইসরাইল আমেরিকাকে বেশি উদ্বুদ্ধ করবে। কারণ, মধ্যপ্রাচ্যে মিসর ছাড়া আলোচনারও আর কোনো মাধ্যম নেই। তা ছাড়া সামরিক দিক দিয়ে অন্যদের থেকে মিসরকে ইসরাইল কিছুটা ভয় পায়।

মিসরের বর্তমান পরিস্থিতিতে ইসরাইল উদ্বেগ প্রকাশ করেছে। সেটাকে আপনি কোন দৃষ্টিতে দেখবেন?

হাসনাইন : আমি শুনেছি, ইসরাইলি নেতারা মোবারককে কৌশলের কথা বলে আশান্বিত করেছেন। দেখুন, মোবারক সরকার ক্ষমতা গ্রহণের পর আজ পর্যন্ত তাদের সাথে কোনো ধরনের যুদ্ধে জড়াননি। তারা গাজা ও লেবাননসহ সব বিষয়ে গায়ের জোরে সব কিছু করলেও মোবারককে হাতে রাখতে পেরেছে। কিছু হলেই ইসরাইল আলোচনার মাধ্যম হিসেবে মোবারককে কাছে পেয়েছে এবং কৌশলে কাজ আদায় করে নিয়েছে। কিন্তু তারা এখন ভয় পাচ্ছে, নতুন কেউ এলে তাদের একগুঁয়েমি সহ্য না-ও করতে পারেন। এমনকি তাদের সাথে যুদ্ধেও জড়িয়ে পড়তে পারেন। তখন তাদের মিসর নিয়েও ব্যস্ত থাকতে হবে। ইচ্ছা করলে গায়ের জোরে কিছু করতে পারবে না। তখন মধ্যপ্রাচ্যের রাজনীতি নতুন মোড় নিতে পারে। ফলে ইসরাইলের মুরব্বিয়ানা বন্ধ হয়ে যাওয়ার আশঙ্কায় তারা উদ্বেগ প্রকাশ করেছে।

সর্বোপরি মিসরীয়রা তাদের এ সমস্যা থেকে কিভাবে মুক্তি পেতে পারে?

হাসনাইন : আমি সবাইকে বলব, মিসর সবার সম্পদ। তাই এ দেশ ও জাতির কল্যাণের জন্য প্রত্যেককে তাদের অবস্থান অনুযায়ী দ্রুত সুচিন্তিত ও প্রজ্ঞানুচিত সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। আর তা হওয়া চাই খুব দ্রুত। সাধারণ মানুষের জীবনে শান্তি ফিরে আসুক, এটাই একমাত্র প্রত্যয়।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : তিন

মোহাম্মদ আল বারাদির সাক্ষাৎকার

মিসরের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনের অন্যতম স্থপতি এবং আন্তর্জাতিক আণবিক শক্তি সংস্থার সাবেক প্রধান নোবেল পুরস্কার বিজয়ী মোহাম্মদ আল বারাদি *নয়া দিগন্তকে* দেয়া একান্ত সাক্ষাৎকারে বলেছেন, মিসরে সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে নির্বাচন কমিশন পরিবর্তন করা। নির্বাচন ও নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে সামরিক কাউন্সিলের ক্ষমতা হস্তান্তর করা। মোহাম্মদ আল বারাদি মিসরের আগামী প্রেসিডেন্ট নির্বাচনের সম্ভাব্য প্রার্থী হিসেবে ধরা হয়। তিনি হোসনি মোবারকের বিরুদ্ধে গণ-আন্দোলনে ন্যাশনাল অ্যাসোসিয়েশন ফর চেঞ্জ নামে একটি সংগঠনের নেতৃত্ব দিচ্ছেন। তার এই আন্দোলনে সমর্থন দিয়েছে মিসরের প্রধান বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুড।

মোহাম্মদ আল বারাদি কায়রোর গিজাস্থ বাসভবনে *নয়া দিগন্তের* সাথে মিসরের সাম্প্রতিক পরিস্থিতি নিয়ে কথা বলেন। সাক্ষাৎকারে তিনি বাংলাদেশের তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থার প্রশংসা করেন এবং এ ব্যাপারে তাকে যথেষ্ট আগ্রহী মনে হয়েছে। তিনি বাংলাদেশের রাজনীতিতে তত্ত্বাবধায়ক সরকারব্যবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল বলে জানান। নোবেল বিজয়ী এ রাজনীতিকের সাক্ষাৎকারটি গ্রহণ করেছেন *নয়া দিগন্তের* মিসর প্রতিনিধি **আবুল কালাম আজাদ**।

মোবারকের পতনের পর সামরিক বাহিনী সুপ্রিম কাউন্সিল গঠনের কথা ঘোষণা করেছে। তারা আগামী ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন করে নির্বাচিত সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথাও বলছে। আপনি কি মনে করেন তারা সুষ্ঠু নির্বাচন ও ক্ষমতা হস্তান্তরে সক্ষম হবে?

আল বারাদি : বর্তমান সরকার বলছে, তারা আগামী ছয় মাসের মধ্যে নির্বাচন দেবে কিন্তু লক্ষ করার বিষয়, এখনো প্রশাসনে দায়িত্ব পালনরত বেশির ভাগ কর্মকর্তা মোবারকের আমলে নিয়োগকৃত। তাই জনগণ সামরিক বাহিনীর আয়োজনকৃত নির্বাচন নিয়ে সংশয় বা সন্দেহ প্রকাশ করবে।

সুষ্ঠু নির্বাচনের জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাজ হবে নির্বাচন কমিশন পরিবর্তন করা। নির্বাচন ও নির্বাচনকেন্দ্রিক কার্যাবলি সম্পাদনের জন্য আমি মনে করি, তিন

www.pathagar.com

সদস্যবিশিষ্ট নতুন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করা উচিত। যার মধ্যে থাকবেন সুপ্রিম কোর্টের প্রধান বিচারপতি, সামরিক বাহিনীর একজন আর তৃতীয় ব্যক্তি হতে পারেন আন্তর্জাতিক সম্পর্কবিষয়ক বিশেষজ্ঞ, যার সাথে কোনো রাজনৈতিক দলের গভীর সম্পর্ক নেই। তবে আমি কোনো অবস্থাতেই এই কমিটিতে কাজ করতে আগ্রহী নই।

এ দাবি সত্ত্বেও যদি সামরিক বাহিনী তত্ত্বাবধায়ক সরকার গঠন না করে নিজেদের তত্ত্বাবধানে নির্বাচন করে তাহলে পরে পূর্ণ ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে সন্দেহ থেকেই যাবে। মনে রাখতে হবে স্বাধীন ও নিরপেক্ষ নির্বাচন জনগণের দীর্ঘ দিনের মূল দাবি।

জনগণের একটি অংশ যদি আপনাকে নির্বাচনের জন্য অনুরোধ করে এবং তাদের প্রার্থী হিসেবে দেখতে চায় সে ক্ষেত্রে আপনার ভূমিকা কী হবে?

আল বারাদি : দেখুন, আমি নিজেকে কখনো প্রার্থী হিসেবে ঘোষণা করব না। দীর্ঘ দিন অপেক্ষার পর মিসরীয় জনগণ একটি স্বাধীন ও স্বৈরশাসকমুক্ত দেশের সন্ধান পেয়েছে, এটাই আমার জন্য যথেষ্ট। এর পরও জনগণ যদি আগামী দিনে আমাকে রাজনীতির মাঠে দেখতে চায় এবং তাদের আশা-আকাঙ্ক্ষা পূরণে আমাকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচনে দাঁড়ানোর অনুরোধ জানায়, তাহলে আমি তাদেরকে নিরাশ করব না, বরং তাদের ইচ্ছা পূরণে সব কিছু করতে প্রস্তুত থাকব। তবে আমি নিজ থেকে কখনো মিসরের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে ভাবছি না। তা ছাড়া যদি প্রেসিডেন্ট না-ও হই, তবুও জনগণের জীবনযাত্রার মানোন্নয়ন ও গণতান্ত্রিক রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠায় আগামী সরকারকে সার্বিক সহযোগিতা করে যাবো।

তাহলে মিসরের প্রেসিডেন্ট হওয়ার ব্যাপারে আপনি কাকে উপযুক্ত বলে মনে করছেন?

আল বারাদি : আরব বিশ্বের মাঝে শিক্ষার ক্ষেত্রে মিসর সবচেয়ে এগিয়ে। পররাষ্ট্র ও প্রতিরক্ষাসহ অনেক ক্ষেত্রে মিসর স্বনির্ভর। তা ছাড়া আপনারা দেখেছেন, বিদেশের অনেক প্রতিষ্ঠানে মিসরীয়রা দক্ষতার সাথে তাদের দায়িত্ব পালনে সক্ষম হয়েছে। সার্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে মিসরের প্রেসিডেন্ট পদের জন্য অনেক যোগ্য লোক রয়েছেন, যারা ক্ষমতায় গেলে দেশকে অনেক দূর এগিয়ে নিতে পারবেন। তবে আমি তাদের নাম উল্লেখ করব না। ভৌগোলিক দিক থেকে পৃথিবীর গুরুত্বপূর্ণ স্থান হওয়ায় আমরা বিশেষ মুহূর্ত অতিক্রম করছি। ফলে অনেক ক্ষেত্রে দ্রুত সিদ্ধান্ত নেয়াটাই হবে বুদ্ধিমত্তার পরিচয়। আমার মতে, যোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে যাদের বয়স ৪৫ থেকে ৬০ বছরের মধ্যে, তাদের থেকে প্রেসিডেন্ট নির্বাচন করা যেতে পারে।

২৫ জানুয়ারি থেকে লাগাতার আন্দোলন করে যে যুবকরা হোসনি মোবারককে পদত্যাগে বাধ্য করেছেন; সেই বিপ্লবী যুবকদের উদ্দেশে আপনি কী বলবেন?

আল বারাদি : আমি সত্যের সেনানী যুবকদের বলব তোমরাই জাতির বীরসন্তান। গত ৩০ বছর শত চেষ্টা করেও কেউ যা করতে পারেনি তোমরা তা সাধন করে মিসরীয়

www.pathagar.com

জনগণকে বন্দিশালা থেকে মুক্ত করেছ। তাই তোমরা জাতির কাছে চিরস্মরণীয়। তোমাদের আরেকটা দায়িত্ব হলো– ঐক্যবদ্ধভাবে সরকারকে এমন চাপ দিতে হবে, যাতে তারা তত্ত্বাবধায়ক সরকারের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরে বাধ্য হয়। তা হলে সুষ্ঠু নির্বাচনের মাধ্যমে জনগণের স্বার্থ বাস্তবায়ন হবে।

আন্দোলনের সময় আপনাকে মিডিয়ায় খুব কার্যকর দেখা গেলেও মাঠে তুলনামূলক কিছুটা কম দেখা গেছে। কেউ এ ব্যাপারে প্রশ্ন ওঠালে জবাবে আপনি তাদের উদ্দেশে কী বলবেন?

আল বারাদি : দেখুন, আমি মনে করি আন্দোলনের ময়দানেরই একটা অংশ মিডিয়া। মিসরীয় সরকারি গণমাধ্যম যদি আন্দোলনের আসল চিত্র তুলে ধরত, তাহলে নিহত ও আহতদের সারি এত লম্বা হতো না, অনেক আগেই মোবারকের পতন হতো।

আপনারা দেখেছেন, আমি সর্বপ্রথম যখন গিজা সিটিতে মোবারকের বিরুদ্ধে আন্দোলনে নেমেছি, তখন পুলিশ বাহিনী আমার ওপর আক্রমণ করেছে। আমার পরিচয় জানা সত্ত্বেও আমার ওপর জল কামান নিক্ষেপ করতে দ্বিধাবোধ করেনি। যুবকরা যখন দেখতে পেল যে, মোবারক আমাকে নিঃশেষ করতে টার্গেট নিয়েছে, তখন তাদের পরামর্শ ও অনুরোধে আমি মিডিয়াতে প্রকাশ্যে ও অপ্রকাশ্যে আন্দোলনের জন্য সার্বিক দিকনির্দেশনা দিয়েছিলাম। হিকমত বা কৌশল অবলম্বন করেই আমার প্রতি অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছি। আশা করি জনগণের আর এ বিষয়ে কিছু বলার অবকাশ থাকবে না।

আপনার সাথে আন্দোলনকারী যুবকদের যোগাযোগ ও সম্পর্ক কেমন, কিছু বলবেন কী?

আল বারাদি : আসলে আপনারা জানেন, কয়েক বছর ধরে আমি বলে আসছি, মিসরে যদি স্বচ্ছ নির্বাচন হয় তাহলে কিছু পরিবর্তন ও পরিবর্ধনের জন্য নির্বাচনে অংশগ্রহণ করব। সে লক্ষ্যেই বিভিন্নভাবে প্রচারণা চালিয়ে যাই, কিন্তু কোনোভাবেই সফল হচ্ছিলাম না। ঠিক এ মুহূর্তেই যুবকদের পক্ষ থেকে আন্দোলনের ডাক এলে তাদের পাশে গিয়ে দাঁড়ানো আমার দায়িত্বে পরিণত হয়। তারই পরিপ্রেক্ষিতে আমি মাঠে ফোন করে অনেক উৎসাহমূলক কথা বলেছি। পরে তারা আমার বাসায় এসেছে অনেকবার। পথে বাধাগ্রস্ত হয়েছে বারবার। এমনকি এক দিন ২০ যুবক আমার বাসা থেকে বের হওয়ার সময় নয়জনকে গ্রেফতার করে চরম নির্যাতন করা হয়। আন্দোলনে নেতৃত্ব দেয়া যুবকদের সবার সাথে আমার সুসম্পর্ক ছিল, আছে এবং ভবিষ্যতেও থাকবে বলে আমি আশা করছি।

কেউ কেউ বলছে অনেক দিন দেশের বাইরে থাকায় আপনার সাথে বিদেশী শক্তির যোগাযোগ আছে। তা ছাড়া আপনি হঠাৎ দেশে এসেছেন। এ ধরনের বক্তব্যের ব্যাপারে আপনার বক্তব্য কী হবে?

আল বারাদি : দেখুন, আমার চাকরি ছিল বিদেশে এবং গুরুত্বপূর্ণ একটি পদে, যে

www.pathagar.com

কারণে বাধ্য হয়েই বেশির ভাগ সময় আমাকে বিদেশে অবস্থান করতে হয়েছে। যেমন দেখুন, আপনি যদি দুবাইয়ে চাকরি করেন, তা হলে প্রতি সপ্তাহ বা মাসে বাড়িতে যাওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া আমার আমলে ইরাকের মতো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় অতিক্রম করেছে, যে কারণে খুব ব্যস্ত সময় কাটিয়েছি। সর্বদা আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতাম, আমার কোনো ভুলে যাতে লাখ লাখ ইরাকির জীবনে দুর্দশা নেমে না আসে। এ ক্ষেত্রে আমার সাথে সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ বুশের বিশাল বিরোধ সৃষ্টি হয়। পরে জাতিসঙ্ঘকে পাশ কাটিয়ে ইরাকে হামলা করা হয়, যা আপনাদের সবার কাছে স্পষ্ট।

এসব কথা বলার মানে হলো, আমি কখনো অন্যায়ের সাথে আপস করিনি। আর আমি হঠাৎ এসেছি এ কথাও ঠিক নয়। কারণ আমি বিদেশে কাজ করার ফাঁকে প্রায়ই দেশে আসতাম, সুধীসমাজের সাথে গোপনে মতবিনিময় করতাম। দেশে লাগাতার জরুরি অবস্থা থাকায় চাইলেও বড় ধরনের সভা-সমাবেশ করতে পারতাম না। আর মিডিয়া ছিল সরকারের কঠিন নিয়ন্ত্রণে, যার দরুন সাধারণ মানুষের কাছে আমার আহ্বানগুলো পৌঁছতে পারেনি। এ কারণে হয়তো মানুষ আমাকে গভীরভাবে জানতে বা উপলব্ধি আগে করতে পারেনি।

৩০ বছর পর হঠাৎ এত বিশাল লোকের আন্দোলনে নামা আপনাকে কি বিস্মিত করেনি?

আল বারাদি : আসলে এ রকম একটা কিছু ঘটার স্বপ্ন আমি অনেক আগ থেকে দেখতাম, কিন্তু এত দ্রুত ঘটবে তা বিশ্বাস করতে পারিনি। পরে ভাবলাম, মিসরীয়দের এই বীরত্ব নতুন কিছু নয়, বরং তাদের গৌরবময় উজ্জ্বল বিপ্লবের ইতিহাস আদিকাল থেকে বহমান। কিছু দিন আগেও তারা ফ্রান্সের মতো পরাশক্তির বিরুদ্ধে বিপ্লব ঘটিয়েছে। তাদের বীরত্ব প্রমাণ করেছে। মোবারকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে এ বিপ্লব ছাড়া মানুষের আর কোনো রাস্তা খোলা ছিল না। কারণ দেখুন, এখনো মিসরে ৩০ শতাংশ লোক শিক্ষার আলো থেকে বঞ্চিত। শিক্ষিত যুবকরা বেশির ভাগই বেকার– চাকরি পেলেও বেতন কম অথচ দেশে তেল, গ্যাস, স্বর্ণ, বিদ্যুৎ, সুয়েজখাল, পর্যটন কেন্দ্রসহ পৃথিবীর বেশির ভাগ ব্যবসা-বাণিজ্যের কেন্দ্রস্থল মিসর। তার পরও ৪০ শতাংশ মানুষ দারিদ্র্যসীমার নিচে বসবাস করছে।

সবচেয়ে ঝুঁকিপূর্ণ ও গোলযোগপূর্ণ অঞ্চল মধ্যপ্রাচ্য। যেখানে ইসরাইলের সাথে হামাস, হিজবুল্লাহ, সিরিয়া, ইরান, এরদোগানদের সব সময় বাদানুবাদ লেগেই থাকে। যেকোনো সময় অস্বাভাবিক কিছু ঘটে যাওয়া স্বাভাবিক। মিসর এসব থেকে মুক্ত। তাই উচিত ছিল, শক্তিশালী অর্থনীতির সাথে সামরিক বাহিনীর আধুনিকায়ন। কিন্তু মোবারক তার পরিবারের অর্থনীতিকে সমৃদ্ধশালী করলেও দেশের ব্যাপারে ছিল একেবারে উদাসীন। এমনকি জনগণের মতকে উপেক্ষা করে ইসরাইলের সাথে বিতর্কিত চুক্তি করেছিল দয়াশীল।

আর এসব কারণে জনগণ মোবারকের প্রতি ভীতশ্রদ্ধ হয়ে বিপ্লব ঘটাতে বাধ্য হয়েছে। অতএব, এতে বিস্মিত হওয়ার কিছু নেই, বরং এত মানুষের অংশগ্রহণ আমার কাছে স্বাভাবিকই মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

হোসনি মোবারকের পতনের ফলে ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের মাঝে সম্পর্কের বিরাজমান অবস্থার কোনো পরিবর্তন হবে বলে আপনি মনে করেন কি?

আল বারাদি : আমি মনে করি, অনেক ক্ষেত্রে কৌশলগত পরিবর্তন হবে। প্রথমত, ইসরাইলের ওপর চাপ বাড়বে, আর তা হবে মিসরীয় জনগণের মতামত মূল্যায়ন করতে গিয়ে। কারণ মিসরীয় জনগণ কখনোই তাদের ভাই ফিলিস্তিনি মুসলমানদের দুর্দশা দেখতে চায় না। কিন্তু মোবারক সরকার ইসরাইলের মাধ্যমে পশ্চিমা বিশ্বের সমর্থন আদায়ে দেশটির জন্য সব কিছু করেছে। হোক তা ফিলিস্তিনের পক্ষে বা বিপক্ষে। দেখুন আনোয়ার সা'দতের যুগে ইসরাইলকে স্বীকৃতি দেয়া হলো ফিলিস্তিনিদের স্বায়ত্তশাসনের পক্ষে মিসরীয় জনগণের মতকে উপেক্ষা করে। আবার মোবারক ইসরাইলকে গ্যাস দিলো কোনো প্রকার জাতীয় স্বার্থ বিবেচনা ছাড়াই। কেমন দুর্ভাগ্যের বিষয়– ইসরাইল ফিলিস্তিন অবরোধ করল। মিসর খাবার ও পানি সরবরাহ বন্ধ করে দিলো। চার দিকে হাহাকার, বাঁচার জন্য চিৎকার অথচ হোসনি মোবারক নীরব ভূমিকা পালন করলেন।

ইরাক যুদ্ধে আপনি সাবেক মার্কিন প্রেসিডেন্ট জর্জ ডব্লিউ বুশের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়ায় সারা পৃথিবীতে যে আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল, সে বিষয়কে একটু ব্যাখ্যা করবেন কি?

আল বারাদি : আপনারা জানেন, আজ থেকে আট বছর আগে ইন্টারনেট ব্যবহারকারীর সংখ্যা ছিল বর্তমানের চেয়ে অনেক কম। সেই সময়ই ৩০ লাখ মানুষ আমাকে ধন্যবাদ জানিয়েছিলেন। তখন তারা আমাকে আরববীর হিসেবে আখ্যায়িত করেছিলেন। আমেরিকার সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে আমি অবস্থান নিয়েছি বলে অনেকে ধারণা করেছেন। আমি ইরাকে গিয়ে অনুসন্ধান চালিয়ে কোথাও মারণাস্ত্র না পেয়ে যুদ্ধের বিরুদ্ধে অবস্থান নিই। আর সেটিই ছিল আইএইএ'র একজন কর্মকর্তা হিসেবে আমার দায়িত্ব। ইরাককেন্দ্রিক লেখা বই প্রকাশের পর *আলজাজিরা* আমার সাক্ষাৎকার নিতে চাইলে তা দেয়া হয়নি এবং আমার মুখ বন্ধ করার অনেক কৌশল অবলম্বন করা হয়েছে।

মোবারক সরকার আরব বিশ্বের ইমেজকে আলোকিত করার স্থপতিস্বরূপ (নীলের হার) আমাকে পুরস্কার প্রদান করে। কিন্তু যখন আমি মোবারকের স্বৈরশাসনের বিরুদ্ধে কথা বলতে শুরু করলাম, তখনই আমি ইরান ও মুসলিম ব্রাদারহুডের (ইখওয়ানুল মুসলিমিন) দালাল হয়ে গেলাম। জনগণ মোবারকের এ অপপ্রচারের দাঁতভাঙা জবাব দিয়েছে। মোবারক যদি গণতান্ত্রিকভাবে নির্বাচিত হতেন এবং দেশের মানুষের সমর্থন থাকত, তাহলে তিনি কোনো প্রকার সংঘর্ষ ছাড়াই ইসরাইলের ওপর চাপ দিতে পারতেন। কারণ ইসরাইল তেল, গ্যাসসহ অনেক ক্ষেত্রে মিসরের ওপর নির্ভরশীল (যদিও কৌশলগত কারণে তা উল্লেখ করতে পারছি না)।

মোবারক জানতেন, যদি তিনি মিসরীয় জনগণের সমর্থনকে উপেক্ষা করে ইসরাইলের মনমতো না চলেন, তাহলে ইসরাইল পশ্চিমাদের দিয়ে তার ওপর চাপ সৃষ্টি করতে পারে। তখন তিনি উভয় সঙ্কটে পড়ে ক্ষমতা হারাতে পারেন। তাই ক্ষমতা ধরে রাখতে ইসরাইলের আনুগত্য করে গাজায় সব কিছু তিনি বন্ধ করে দেন। যার বর্ণনা

www.pathagar.com

দিতে গিয়ে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ডেভিড ক্যামেরন বলেছেন, গাজা যেন এক ছাদহীন জেলখানা, যা মোবারক ছাড়া ইসরাইলের পক্ষে কখনো সম্ভব হতো না। এসবের মানে এই নয় যে, আমরা ইসরাইলের অস্তিত্বকে অস্বীকার করছি, বরং আমরা ইসরাইলের গঠনমূলক সমালোচনা করছি। আর তা হলো আমাদের দায়িত্ব এবং জনগণের আশার প্রতিফলন।

আপনি ফিলিস্তিন সমস্যার কী ধরনের সমাধান চান?

আল বারাদি : আমরা চাই আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের মতানুযায়ী 'দ্বিরাষ্ট্র সমাধান'– ইসরাইল ও ফিলিস্তিনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান। আমি এ-ও আশা করি যে, আগামী সরকার ইসরাইলের সাথে শান্তি বজায় রেখে ফিলিস্তিনিদের অধিকারের প্রতি খেয়াল রাখবে, যাদের কাছে ফিলিস্তিনিরা তাদের দুর্দশার কথা বলার সুযোগ পাবেন এবং ইসরাইলের অন্যায় আচরণ কিছুটা হলেও কমবে।

সাম্প্রতিক আন্দোলনের আগে সরকার কিংবা সরকারি কোনো প্রতিনিধির সাথে আপনার কোনো প্রকার সংলাপ হয়েছিল বা আপনি কি তাদের কোনো ধরনের পরামর্শ দিয়েছিলেন?

আল বারাদি : আমি অনেক আগে থেকেই সরকারের সাথে আলোচনা করেছি। এমনকি মোবারকের সাথে যখনই আলোচনার সুযোগ পেয়েছি, তখনই স্বাধীন স্বচ্ছ নির্বাচনের কথা বলেছি। কিন্তু এতে কোনো ফায়দা হয়নি। তার সামনে সংবিধান সংশোধনের কথা অনেকবার তুলেছি কিন্তু তা কোনো কাজে আসেনি। পৃথিবীর কোনো দেশে পত্রিকা অফিসে নিরাপত্তা বাহিনী পাবেন না, যারা সংবাদপত্র নিয়ন্ত্রণ করে। অথচ আমাদের দেশে নিরাপত্তা বাহিনীর অনুমতি না পাওয়া পর্যন্ত মিডিয়ায় সংবাদ প্রচার হয় না।

আমি সংশোধন আর উন্নয়নের কথা বললে মোবারকের মিডিয়া সেটিকে বিশৃঙ্খলা ও গোলযোগ সৃষ্টিকারী হিসেবে আখ্যায়িত করত। কাজেই বারবার চেষ্টা করে দেখেছি, যদি আইনকানুন পরিবর্তনের মাধ্যমে কিছু হয়। কিন্তু না, কোনো সুফল আসেনি। ফলে বাধ্য হয়ে আন্দোলনে নেমেছি।

মোবারক সরকার প্রধান বিরোধী দল মুসলিম ব্রাদারহুডকে একবার নিষিদ্ধ করল, আবার আন্দোলনের সময় সংলাপের জন্য ডেকে আনল– এটিকে আপনি কিভাবে দেখবেন?

আল বারাদি : আমি মনে করি, ইখওয়ানুল মুসলিমিনকে (মুসলিম ব্রাদারহুড) নিষিদ্ধ করা ছিল তাদের প্রতি প্রতিহিংসার বহিঃপ্রকাশ। তারা এ দেশের নাগরিক, তাদেরও রাজনীতি করার অধিকার আছে। আন্দোলনের চাপে সরকার দিশেহারা হয়ে তাদেরকে সংলাপে ডেকে প্রমাণ করেছে আইনকানুন তাদের ক্ষমতা টিকিয়ে রাখার একমাত্র কৌশল। তাই যখন যেখানে ইচ্ছা তা ব্যবহার করত।

www.pathagar.com

পরিশিষ্ট : চার

ওয়াইল গানিমের সাক্ষাৎকার

দুবাইভিত্তিক তথ্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান গুগল-এর নির্বাহী ওয়াইল গানিমকে (৩০) মনে করা হয় মিসরের বর্তমান আন্দোলনের সূচনাকারী। তিনি মধ্যপ্রাচ্যে গুগল-এর মার্কেটিং ম্যানেজারের দায়িত্ব পালন করছেন। ২৫ জানুয়ারি শুরু হওয়া ওই আন্দোলনে তরুণদের সম্পৃক্ত করতে তিনি ইন্টারনেটে ব্যাপক তৎপরতা চালান। সরকারবিরোধী আন্দোলনে মদদ দেয়ার অভিযোগে তাকে ২৭ জানুয়ারি আটক করা হয়। ১২ দিন পর তিনি ছাড়া পান।

সামাজিক যোগাযোগমাধ্যম ফেইসবুকের মাধ্যমে এক লাখ ২০ হাজার মিসরীয় তরুণ-তরুণী ওয়াইল গানিমকে বর্তমান আন্দোলন সম্পর্কে কথা বলার অনুরোধ জানালে তিনি গতকাল বিভিন্ন প্রশ্নের উত্তর দেন।

অনুষ্ঠানে অন্য সাংবাদিকের সাথে উপস্থিত ছিলেন *নয়া দিগন্তের* মিসর প্রতিনিধি **আবুল কালাম আজাদ।**

মিসরের যুবসমাজ ও সাধারণ মানুষ যখন তাহরির স্কোয়ারসহ দেশব্যাপী বর্তমান প্রেসিডেন্টের পদত্যাগের দাবিতে আন্দোলন করছে ঠিক সেই মুহূর্তে কিছু রাজনীতিবিদ গিয়ে সরকারের সাথে আলোচনা শুরু করেছেন। এই বাস্তবতায় আপনার মূল্যায়ন কী?

ওয়াইল গানিম : আসল বাস্তবতা হচ্ছে আমি মাত্র প্রশাসনের হাত থেকে ছাড়া পেয়েছি। যে সময় আমি বন্দী ছিলাম সেই দিনগুলোতে দেশে কী হয়েছে, কী চলেছে তা জানা তো দূরের কথা আমি কোথায় ছিলাম, তা-ও জানতাম না। বিশেষ বিশেষ মুহূর্ত ছাড়া আমার চোখ ছিল বাঁধা। এ ছাড়া কারো সাথে কোনো যোগাযোগও করতে পারিনি। এখন ছাড়া পেয়েছি কিন্তু এখনো আন্দোলনের মাঠে যাইনি। যে কারণে এ ব্যাপারে গভীর কিছু জানি না। এমনিতে পত্রপত্রিকা, বন্ধুবান্ধব, বিভিন্ন চ্যানেল ও নেটের মাধ্যমে যা জানতে পেরেছি, এখানে রাজনৈতিক নেতারা এক একজন এক এক ধরনের মত প্রকাশ করছেন। হ্যাঁ, এটা আগেও ছিল এখনো তারা তা করতে পারেন। কিন্তু আমি মনে করি, তারা আন্দোলনকারীদের কোনো প্রতিনিধি নন বরং আন্দোলনকারীদের সাথে তারা এসে একাত্মতা প্রকাশ করেছেন। অন্য সাধারণ মানুষের মতো মত প্রকাশ করছেন। আপনারাও শুনেছেন এবং দেখেছেন কিছু

www.pathagar.com

রাজনীতিবিদ আলোচনাকে সমাধানের মাধ্যম বলে আন্দোলন বন্ধের ঘোষণা দিয়েছিলেন। কিন্তু আন্দোলন বন্ধ হয়নি বরং আরো চাঙ্গা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, এই আন্দোলন মিসরের যুবসমাজ ও সাধারণ মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলন। আর তা তাদের দাবি আদায় না হওয়া পর্যন্ত অব্যাহত থাকবে বলে আমি আশা করি।

আপনাকে আন্দোলনকারীরা তাদের মধ্যে সশরীরে দেখতে চাচ্ছে বলে শোনা যাচ্ছে– আপনার এ রকম কোনো পরিকল্পনা আছে কি?

ওয়াইল গানিম : দেখেন, মিসর আমার প্রিয় মাতৃভূমি। এ দেশের মানুষের সুখ-শান্তি আমার কামনা। তাদের সত্য সঠিক সব দাবির ব্যাপারে একাত্মতা প্রকাশ এবং সেই দাবি আদায়ে আমার সামর্থ্য অনুযায়ী সব কিছু করা আমার একান্ত দায়িত্ব। তাই আমি তাদের সাথে মাঠে যোগ দেয়ার ব্যাপারে চিন্তাভাবনা করছি। তবে তার আগে আমি রাজনৈতিক বুদ্ধিজীবী এবং মিডিয়ার কর্মকর্তাদের সাথে বৈঠক করব যাতে আমরা সবাই আমাদের বর্তমান দাবির ব্যাপারে একমত হতে পারি। এ কোনো খেলার মাঠ নয় যে, একেক জন একেক পজিশনে খেলবে– এটা আন্দোলনের মাঠ। এখানে সবাইকে এক কাতারে এসে এক স্লোগানে দুর্বার আন্দোলনের মাধ্যমে সামনে এগিয়ে যেতে হবে। তবেই আসবে সফলতা ও বিজয়, যে বিজয় হবে আমার দেশ ও দেশের মানুষের।

এবার আপনার কারাবাসের ব্যাপারে কিছু অভিজ্ঞতা জানাবেন কি?

ওয়াইল গানিম : আমি আগেই বলেছি যে, কিছু কিছু সময় ছাড়া বাকি সব সময় আমার চোখ বাঁধা ছিল যার কারণে আমি কিছু দেখতে পাইনি। আর যখনই চোখ খুলেছি আমি বাইরের কোনো আলো দেখতে পাইনি। এমনকি কোনো জানালাও ছিল না। তখন আমি বুঝতে পেরেছি আমাকে মাটির নিচের জেলখানায় রাখা হয়েছে। ওই রুমে একটা চেয়ার ছিল। মাঝে মধ্যে হাতে খুঁজে খুঁজে চেয়ারটাকে বের করে তার ওপর বসতাম। আসলে শুনেছি সেই ফেরাউনের জামানায় মাটির নিচে জেলখানা ছিল আর আমার কাছে মনে হয় বর্তমান সরকারের মধ্যে এখনো ফেরাউনি চরিত্র কাজ করছে বিধায় এমনটা করেছে।

আপনাকে কোনো প্রকার নির্যাতন টর্চারিং বা জিজ্ঞাসাবাদ করেছে কি?

ওয়াইল গানিম : প্রথম কথা হলো আমাকে কোনো প্রকার টর্চারিং করা হয়নি আর আমাকে শাস্তি দেয়া যায় সংবিধানের এমন কোনো ধারাও আমি লঙ্ঘন করিনি। সুতরাং শাস্তি দেয়ার কোনো প্রশ্নই আসে না। দ্বিতীয়ত, হ্যাঁ– তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে। তারা সর্বপ্রথম মনে করেছিল আমার সাথে ইন্টারনেটে সবাইকে আন্দোলন করার জন্য আহ্বান ও বাস্তব আন্দোলনসহ মোবারক-পরবর্তী সরকারব্যবস্থা নিয়ে আমার বিশাল পরিকল্পনা আছে এবং এ জন্য আমার সাথে বিদেশীদের যোগসূত্র আছে। সেই পরিপ্রেক্ষিতে তারা আমাকে জিজ্ঞাসাবাদ করেছে এবং আমার ব্যবহৃত সব সিমকার্ড, ডাটা ও সব ধরনের ডকুমেন্টস চেক করেছে।

www.pathagar.com

কিন্তু কোথাও কিছু পায়নি, আর আমি যা করেছি তা মিসরীয় আইন অনুযায়ী করেছি, যা আগে সরকারের দমন-পীড়নের কারণে প্রকাশ করতে না পারলেও বর্তমানে তা বাস্তবতা হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে।

এখানে কেউ কেউ ধারণা করে যে, আপনার এই আন্দোলনের ডাক দেয়ার পেছনে মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামার হাত রয়েছে। আপনি এটাকে কিভাবে দেখবেন?

ওয়াইল গানিম : আমি মনে করি এটা সরকারের অপপ্রচারমাত্র। এখানে ওবামা কি গ্রামের প্রত্যন্ত অঞ্চলের ঘরে ঘরে গিয়ে বলেছেন আন্দোলন করার জন্য? বরং এটা মানুষের চাপা ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ। আর বিদেশী টার্গেট করে রাজনীতিবিদদের আমার মতো সাধারণ পোস্টের একজন অখ্যাত মানুষকে তারা চেনারও কোনো রাস্তা নেই। সর্বোপরি আমি আমার অবস্থান থেকে বলছি আমার সাথে কোনো বিদেশীর হাত নেই। আমি যা করেছি নিজ উদ্যোগে করেছি– দেশ ও দেশের মানুষের ভাগ্য পরিবর্তনের জন্য করেছি।

কিভাবে এবং কোথা থেকে আপনাকে গ্রেফতার করা হয়?

ওয়াইল গানিজ : আন্দোলন শুরু হওয়ার পর এক দিন আমি একটি রেস্টুরেন্ট থেকে বের হচ্ছিলাম। হঠাৎ চারজন লোক এসে আমার নাম জিজ্ঞেস করে; দেখলাম তাদের হাতে আমার ছবি, আমি আমার নাম বললাম, সাথে সাথে তারা আমাকে ভদ্রতার সাথে বলল– স্যার, আপনাকে একটু আমাদের সাথে যেতে হবে। অনুগ্রহ করে আপনার মোবাইল ফোন বন্ধ করে দেন। আমি তাই করলাম। তারা আমাকে কার্ড দেখাল যে তারা সেনাবাহিনীর গোয়েন্দা সংস্থার লোক। কিছুক্ষণ পর আমাকে তারা আর একটি গ্রুপের কাছে হস্তান্তর করলে আমার চোখ বেঁধে ফেলা হয়, তার পর আর কিছুই দেখতে পাইনি।

সরকার নিয়ন্ত্রিত টিভি চ্যানেল, রেডিও ও পত্রিকাগুলো বলছে, আন্দোলনকারীরা ও তাদের বিদেশী দোসররা দেশের মধ্যে চুরি-ডাকাতি ও ভাঙচুর চালাচ্ছে আপনি কি এই কথাগুলো সত্য বলে মনে করেন?

ওয়াইল গানিম : আমি মনে করি এবং বিশ্বাস করি প্রকৃত আন্দোলনকারীরা কখনো এ কাজগুলো করতে পারে না বরং সরকারই তার পার্টির লোক দিয়ে এসব করিয়েছে, যাতে দেশের মানুষ গণ-আন্দোলন থেকে অন্য দিকে ফিরে যায়। এটা সরকারের চক্রান্তের একটা অংশ।

আপনিসহ আন্দোলনকারীদের বর্তমান দাবিগুলো কী?

ওয়াইল গানিম : দেখেন সর্বপ্রথম আমাদের দাবি ছিল সংবিধান সংশোধন, জরুরি অবস্থা প্রত্যাহার, স্বরাষ্ট্রমন্ত্রীর পদত্যাগ, সর্বোপরি মোবারক যাতে আগামী নির্বাচনে আর না দাঁড়ায়। কিন্তু যখন দেখলাম যে, মোবারক একনায়কতন্ত্রের গডফাদার আর তাকে নামানো ছাড়া আমাদের দাবিগুলো আদায় করা সম্ভব নয়, তাই আমরা এক দফা

www.pathagar.com

দাবি আদায়ে আন্দোলন শুরু করি।

আমাদের দাবিগুলো যেহেতু দেশের সর্বস্তরের মানুষের হৃদয়ের কথার সাথে মিলে গেছে তাই সবাই আমাদের সাথে যুক্ত হয়ে আন্দোলনে দুর্বার গতিসঞ্চার করেছে। মুসলিম, খ্রিষ্টান ভেদাভেদ ভুলে আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। আশা করি আল্লাহর অপার মহিমায় ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই আমরা আমাদের লক্ষ্যে পৌঁছতে পারব।

বর্তমানে দেশ ও বিদেশের মানুষ আপনাকে আন্দোলনে তাদের আইডল মানছে, এ ব্যাপারে আপনার অনুভূতি কী?

গানিম : সত্যিকথা বলতে কী, এই আন্দোলনে মূল আইডল হলো ওই বীর যুবকরা, যারা দেশ ও জনগণের অধিকার আদায়ের লক্ষ্যে শাহাদত বরণ করেছেন এবং যারা আহত অবস্থায় মৃত্যুযন্ত্রণায় হাসপাতালে ছটফট করছেন।

আমি শহীদ পরিবারের প্রতি সমবেদনা জ্ঞাপন করছি এবং আহতদের দ্রুত সুস্থতার জন্য আল্লাহর কাছে দোয়া করছি। আর যারা এখনো আন্দোলন অব্যাহত রেখেছেন তাদেরকে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার আহ্বান করছি।

পরিশিষ্ট : পাঁচ

[মোবারক পতনের উত্তাল দিনে মিসরে অবস্থানরত বাংলাদেশি মিডিয়ার একমাত্র সাংবাদিক হিসেবে রেডিও তেহরান পরপর আমার দুটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করে। হয়তো পাঠক সাক্ষাৎকার দুটিতে অনেক অজানা বিষয় জানতে পারবেন। তাই তাদের জ্ঞাতার্থে সাক্ষাৎকার দুটি হুবহু উল্লেখ করছি।]

প্রথম সাক্ষাৎকার : ১০ ফেব্রুয়ারি ২০১১ বৃহস্পতিবার

মিশরের চলমান গণআন্দোলনের কারণ, আন্দোলনে মুসলিম ব্রাদারহুড ও আল আজহারকেন্দ্রিক আলেমদের ভূমিকা এবং সেখানকার সামগ্রিক পরিস্থিতি নিয়ে আমরা কথা বলেছি, মিশর প্রবাসী বাংলাদেশী সাংবাদিক আবুল কালাম আজাদের সাথে। তাঁর পূর্ণাঙ্গ সাক্ষাৎকারটি এখানে উপস্থাপন করা হলো-

রেডিও তেহরান : *জনাব আবুল কালাম আজাদ, মিশরে গণআন্দোলন থামানোর জন্য প্রেসিডেন্ট মুবারকের নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্ট ওমর সোলায়মান বিরোধী দলগুলোর সাথে আলোচনা করেছেন। সরকার এরই মধ্যে বেতন বাড়ানোরও ঘোষণা দিয়েছে। তারপরও আমরা দেখছি আন্দোলন বিক্ষোভ থামছে না। এর কারণ কি?*

আবুল কালাম আজাদ : দেখুন, এখানে দুটি বিষয় একটি হচ্ছে গণআন্দোলন আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে বেতন ভাতা বাড়ানো। বিষয় দুটি এক নয়। গণআন্দোলনের বিষয়টি

www.pathagar.com

সম্পূর্ণভাবে মুবারকের পদত্যাগের দাবিকে সামনে রেখে করা হচ্ছে। আর সরকার, আন্দোলনের মুখে ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য আলাপ আলোচনার পর কিছু সুযোগ সুবিধা দেয়ার ঘোষণা দিয়েছে। জনগণের কাছে এই মুহূর্তে এসব সুযোগ সুবিধার কোনো মূল্য নেই। সরকারের পক্ষ থেকে এসব সুযোগ সুবিধা ঘোষণা দেয়ার পরও জনগণ এর বিপরীতে একমাত্র প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের পদত্যাগ চাচ্ছে। আর দ্বিতীয় কোন কথা মিশরের জনগণ শুনতে চায় না। প্রেসিডেন্ট হোসনি মুবারকের ত্রিশ বছরের অপশাসনের হাত থেকে মিশরের জনগণ মুক্তি চায়, আর সে কারণেই সরকারের কোনো প্রলোভন, আশ্বাস বা ঘোষণা জনগণ মানতে চায় না। মোবারক পদত্যাগ না করা পর্যন্ত মিশরের জনগণ ঘরে ফিরে যাবে না।

মিশরের আজকের গণআন্দোলন বিশেষত কোনো রাজনৈতিক দলের, বা সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীর না। এই আন্দোলন মূলত মিশরের যুবক শ্রেণীসহ আপামর মানুষের আন্দোলন বা গণবিপ-ব। আর হোসনি মোবারক পদত্যাগ না করা পর্যন্ত যে কোন মূল্যে তারা এ আন্দোলন চালিয়ে যাবে সেখানকার জনগণের সাথে কথা বলে বা বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণ করে আমার কাছে এমনটিই মনে হয়েছে।

রেডিও তেহরান : *পশ্চিমারা অভাব-অনটন এবং বেকারত্বকেই এই গণবিক্ষোভের কারণ বলে প্রচার করছে। কিন্তু বিশে-ষকরা বলছেন, এর চেয়ে বড় কারণ হচ্ছে, মুবারকের স্বৈরাচারী আচরণ, ইহুদীবাদী ইসরাইলের সাথে অনায্য চুক্তি, বেশি দহরম-মহরম এবং ইসলাম এবং ইসলামপন্থী দলগুলোর সাথে সরকারের শক্রতার কারণে মানুষ এখন ফুঁসে উঠেছে। জনগণের সাথে যেহেতু আপনার কথাবার্তা হয়। তো আপনার কাছে কি মনে হয় ?*

আবুল কালাম আজাদ : দেখুন, জনগণ আন্দোলন করছে মূলত তাদের দাবি আদায়ের জন্য। আর সে দাবি হচ্ছে, প্রেসিডেন্ট মোবারকের স্বৈরশাসনের অবসান ঘটানো এবং গণতন্ত্রের প্রতিষ্ঠা। তবে আন্দোলন যতই দিন গড়াচ্ছে ততই এর সাথে আরো নানাকিছু যুক্ত হচ্ছে। এ মুহূর্তে বলা যায়, কেঁচো খুঁড়তে সাপ বেরিয়ে আসার মতো পরিস্থিতি। আজকে মিশরের গণ আন্দোলনের যিনি মহানায়ক অয়েল ক্রুনাইন তিনি এক লাখ বিশ হাজার জনতা নিয়ে প্রথম দিনে যে সরকার পতনের আন্দোলন শুরু করেন, তার লক্ষ্য ছিল প্রেসিডেন্টের পদত্যাগ। সেখানে দেশের মানুষের অভাব অনটন, দুর্ভিক্ষ বা অর্থনৈতিক সংকট বা অন্য কিছু প্রাধান্য পায়নি।

তাদের মূল লক্ষ্য ছিল, প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের ৩০ বছরের যে ফেরাউনি শাসন বা স্বৈরশাসন তার অবসান ঘটানো এবং সেই অপশাসন ব্যবস্থার বিরুদ্ধেই জনগণের অটুট অবস্থান। জনগণ চায় সেখানে গণতান্ত্রিক শাসন ব্যবস্থা চালু হোক। আর এখানকার রাজনৈতিক বিশে-ষকগণ মনে করেন, ইসরাইলসহ অন্যান্য ইহুদী-খৃষ্টানরা চাচ্ছে না যে প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতন ঘটুক বা সে ক্ষমতা থেকে সরে যাক। কারণ মোবারক হচ্ছে তাদের স্বার্থ আদায়ের জন্য সবচেয়ে বড় হাতিয়ার। মিশরে অন্য যে কোনো দল ক্ষমতায় আসলে বিশেষ করে ইসলামপন্থী দল ক্ষমতায় এলে পশ্চিমারা তাদের স্বার্থ আদায় করতে পারবে না। তাছাড়া মিশরের যুবক শ্রেণীসহ আপামর মানুষ বিশেষ করে মিশরের যে ইসলামী দল রয়েছে যেমন মুসলিম

www.pathagar.com

ব্রাদারহুড তারা যদি এই আন্দোলনে সফল হয়ে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করতে পারে তাহলে পার্শ্ববর্তী দেশগুলোতে এর ব্যাপক প্রভাব পড়বে এবং সেসব দেশেও আন্দোলন দানা বেধে উঠতে পারে এমন আশঙ্কায় অনেকে মিশরের পরিস্থিতিকে সংকটাপন্ন ও ভিন্নখাতে প্রবাহিত করার চেষ্টা করছে।

রেডিও তেহরান : *আচ্ছা, এই গণবিক্ষোভের পেছনে মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আল আজহারকেন্দ্রীক আলেমদের ভূমিকা কতখানি ?*

আবুল কালাম আজাদ : দেখুন, মুসলিম ব্রাদারহুড হচ্ছে, মিশরের একটি ধর্মীয় এবং রাজনৈতিক সংগঠন। আর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয় হচ্ছে পৃথিবীর ইতিহাসে প্রায় এগারোশ' বছর আগের একটি সুপ্রাচীন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়। আর মিশরের এই বর্তমান গণআন্দোলনে আমরা প্রকাশ্যে মুসলিম ব্রাদারহুডকে দেখতে পাচ্ছি না। তারা তাদের দলীয় ব্যানারে এই আন্দোলনে আসছে না। তারা গণআন্দোলনের নেপথ্যে থেকে সবরকম সহযোগিতা করছে এবং তাদের আন্দোলন অব্যাহত থাকবে বলেও ঘোষণা দিয়েছে। তবে অত্যন্ত সতর্কভাবে মুসলিম ব্রাদারহুডের অবস্থান থাকলেও তাদেরও একটিই দাবি, আর তা হচ্ছে, হোসনি মোবারক সরকারকে পদত্যাগ করতে হবে। সরকারের সাথে তারা প্রথম অবস্থায় কোনোরকম সংলাপে যোগ দেবে না বলে-ও পরে জনগণ তাদেরকে যোগ দেয়ার পরামর্শ দেয় কিন্তু ঐ সংলাপ সরকারের সাজানো একটি বিষয় থাকায় তারা ঐ সংলাপ বর্জন করে। মুসলিম ব্রাদারহুড বুঝতে পারে যে, ঐ সংলাপ সরকারের ক্ষমতায় থাকার একটি কূটকৌশল। ফলে তারা সংলাপকে প্রত্যাখ্যান করেছে। ফলে প্রকাশ্যে না হলেও একথা বলা যায় আন্দোলনরত অধিকাংশই মুসলিম ব্রাদারহুডের কর্মী ও সমর্থক। বিশেষ করে ইয়ং মুসলিম ব্রাদারহুডের ভূমিকা চোখে পড়ার মতো। আর আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কলারদেরকে আমরা দেখতে পাচ্ছি তাদের যে আল আজহারী ঐতিহ্যগত পোষাক রয়েছে তা পরে গণমানুষের আন্দোলনের সাথে যোগ দিয়েছেন। আপনারা টিভিতে তাকালে হয়তো দেখতে পাবেন, আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের শত শত আলেম মোবারক সরকারের পতনের জন্য আন্দোলনে অংশ নিয়েছে। তবে আল আজহার বিশ্ববিদ্যালয়ের যিনি প্রধান বা শায়খুল আজহার তিনি মূলত এই সরকারেরই নিয়োগকৃত, ফলে তিনি অনেকটা নিরব রয়েছেন। অর্থাৎ সরাসরি আন্দোলনেও যাচ্ছেন না, আবার সরকারের পক্ষেও কথা বলছেন না। তবে শায়খুল আজহারের প্রধান মুখপাত্র পদত্যাগ করে মিশরের আপামর জনতার সাথে মাঠে রয়েছেন। তিনি ঘোষণা দিয়েছেন, প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তিনি জনতার কাতারে থাকবেন। ফলে সবশেষে এ কথা বলা যায় যে, মুসলিম ব্রাদারহুড এবং আল আজহার তারা একইপথে এগোচ্ছেন এবং তাদের একই দাবি আর তা হচ্ছে মোবারকের পতন।

রেডিও তেহরান : *ইসরাইল এবং যুক্তরাষ্ট্রের ঘনিষ্ট মিত্র হচ্ছে মোবারক, এখনও এই দু'টি দেশ চায় মোবারককে ক্ষমতায় রেখে কিছু সংস্কারের মাধ্যমে জনগণের ক্ষোভ কমিয়ে আনা। যুক্তরাষ্ট্র এবং ইসরাইলের এই মনোভাবের ব্যাপারে বিক্ষোভকারী*

www.pathagar.com

জনগণ কি মনে করছে ?

আবুল কালাম আজাদ : দেখুন, আমি এখানকার জনগণের পাশে থেকে বা তাদের সাথে কথা বলে যা জেনেছি তাতে বিক্ষোভাকারী জনগণের কাছে এখন মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র, ইসরাইল বা তাদের সংস্কার বা অন্যকিছুর কোন মূল্য নেই, প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারক পদত্যাগ না করা পর্যন্ত তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবে। জনগণের ভাষা এবং দাবি একটিই আর তা হচ্ছে মুবরাক সরকারের পতন, মুবারকের পদত্যাগ। তাছাড়া জনগণ সরকারের সংলাপের বিষয়ে নব নিযুক্ত ভাইস প্রেসিডেন্টকে বলেছেন, আপনারা যখন সংলাপে এতই আগ্রহী এবং সংলাপ যদি করতেই হয়, সেক্ষেত্রে আপনারা তাহরির স্কয়ারে এসে জনগণের সাথে সংলাপে বসুন। কারণ এই আন্দোলন হচ্ছে জনগণের আন্দোলন। জনগণ একথা খুব সুস্পষ্টভাবে এবং দৃঢ়তার সাথে বলছে, প্রেসিডেন্ট হোসনি মোবারকের পতন না হওয়া পর্যন্ত আন্দোলন শেষ হবে না।

দ্বিতীয় সাক্ষাৎকার : ১১ ফেব্রুয়ারি ১০১১ শুক্রবার

মিশরে হোসনি মোবারক সরকারের পতনের দাবীতে গণবিক্ষোভের সর্বশেষ পরিস্থিতি সম্পর্কে আমরা কথা বলেছি মিশর প্রবাসী বাংলাদেশের সাংবাদিক আবুল কালাম আযাদের সংগে। পূর্ণাঙ্গটি সাক্ষাৎকারটি এখানে উপস্থাপন করা হল।

রেডিও তেহরান : *জনাব আবুল কালাম আযাদ, আমরা মিডিয়ায় যেটা দেখছি যে, আজও তাহরির স্কয়ারে লাখ লাখ মানুষ জমায়েত হয়েছে। প্রেসিডেন্ট প্রাসাদের সামনে বিক্ষোভ হচ্ছে। আপনি তো তাহরীর স্কয়ারে আছেন। তো এখন সেখানে সর্বশেষ পরিস্থিতি কি?*

আবুল কালাম আজাদ : দেখুন, আজ মিশরের তাহরির স্কয়ারসহ প্রতিটি জেলায় জনগণ মুবারকের পতনের দাবীতে বিক্ষোভে ফেটে পড়েছে। আজ মিশরের সর্বত্র প্রায় ২ কোটির মতো বিক্ষুব্ধ জনতা সরকার বিরোধী আন্দোলনে যোগ দিয়েছে। সেখানে আজ যে জনতার উত্তাল সাগর সৃষ্টি হয়েছে এটি মিশরের ইতিহাসে আর কখনও হয়নি বলে সেখানকার প্রবীণ প্রত্যক্ষদর্শীরা জানিয়েছেন। আজকের ব্যাপক গণবিক্ষোভে নবীন, প্রবীণ, শিশু কিশোর,নারী পুরুষ সকলের উপস্থিতি দেখা গেছে। বিক্ষুব্ধ জনতা প্রেসিডেন্ট মুবারকের বাসভবন, টেলিভিশন ভবন ঘেরাও করে রেখেছে। ব্যাপক পরিমাণে সেনা সদস্য তাহরির স্কয়ার, প্রেসিডেন্টভবনসহ গুরুত্বপূর্ণ ভবনগুলোতে অবস্থান নিয়েছে।

রেডিও তেহরান : *প্রেসিডেন্ট মোবারক এখনো কি প্রসাদেই আছেন নাকি প্রাসাদ ত্যাগ করেছেন? এ বিষয়ে কি কোনো কিছু জানা গেছে?*

www.pathagar.com

আবুল কালাম আজাদ : আসলে প্রেসিডেন্ট মোবারক এখন ঠিক কোথায় আছে তা বলাটা খুবই ডিফিকাল্ট। কারণ মুবারকের চরিত্রটাই খুব বিচিত্র। প্রেসিডেন্ট মোবারক মিশরের অধিকাংশ জায়গা স্বৈরাচারী কায়দায় দখলে নিয়ে আলিশান সব বাংলো তৈরী করেছে। আসলে তার প্রাসাদ কয়টি তা বলা খুব কষ্টকর। তবে ধারণা করা হচ্ছে - গতকালের ভাষণ তিনি কায়রো থেকে দিয়েছেন - ফলে হতে পারে তিনি কায়রোস্থ রক্সির ফালাহ সালেম এলাকার প্রেসিডেন্ট বাসভবনে আছেন। অনেকে মনে করছেন তিনি তার বাসভবনে নয় ৬ ই অক্টোবরে ফিল্ম ইন্ডাস্ট্রিজে নির্মীত বাড়ীতে আছেন। অবার অনেকে মনে করছেন মিশরের পর্যটন নগরী শারমুশ শেইখের বাড়ীতে আছেন। তবে আজকের আন্দোলনের মূল কেন্দ্র যেহেতু প্রেসিডেন্ট ভবন সেহেতু সেখানে তার না থাকার সম্ভাবনা বেশী বলে অনেকে মনে করছেন।

***রেডিও তেহরান :** আচ্ছা, সেনবাহিনী কি বলছে?*

আবুল কালাম আজাদ : দেশ ও জাতি রক্ষায় মিশরের সেনাবাহিনী অতন্দ্র প্রহরীর ভূমিকা পালন করে আসছে। তো আজকের যে সংকট সেটি দেশের অভ্যন্তরীণ, একদিকে স্বৈরাচারী শাসক হোসনি মোবারক অন্যদিকে তার বিরুদ্ধে অবস্থান নিয়েছে দেশের আট কোটি জনতা। যেহেতু সেনা সদস্যারা এ দেশের নাগরিক তাই তারা বর্তমানের নাজুক পরিস্থিতিতে অনেকটাই দ্বিধার মধ্যে রয়েছেন ।এ অবস্থায় সামরিক বাহিনী কার পক্ষ নেবেন সে বিষয়ে দ্বিধা লক্ষ্য করা যাচ্ছে। তবে এটাও লক্ষ্য করা গেছে যে উর্ধ্বতন সেনা কর্মকর্তারা মুবারকের আনুগত্য প্রদর্শন করলেও যারা মাঠে রয়েছেন তারা জনগণের পক্ষ নিয়ে নিরব ভূমিকা পালন করছেন। শুধু তাই নয় আমরা লক্ষ্য করছি মাঠ পর্যায়ের সেনাসদস্যরা খাদ্য পানীয়সহ নানাভাবে বিক্ষোভরত জনতাকে সহেযোগীতা করছেন।

***রেডিও তেহরান :** আচ্ছা, ক্যু বা সামরিক অভ্যুত্থানের কি কোনো সম্ভাবনা দেখছেন ?*

আবুল কালাম আজাদ : দেখুন, মিশরের জনগণ সেনা সদস্যদের ভালোবাসেন এবং সেনাবাহিনীও জনগণকে ভালবাসেন। আর সেজন্য এর আগের শাসক আনোয়ার সাদাত ও হোসনি মোবারক সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করেছেন। তো হতে পারে আগামীতেও ওমর সোলায়মানের নেতৃত্বেও সেনাবাহিনীকে ব্যবহার করা হতে পারে। তবে ঠিক ক্যু হবে বলে মনে হচ্ছে না।

***রেডিও তেহরান :** গতরাতে প্রেসিডেন্ট মোবারকের ভাষণের পর বিক্ষোভকারীরা কি নতুন কোনো কর্মসূচী দিয়েছে? জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া ভাষণের পর মিশরের জনগণের প্রতিক্রিয়া কি ?*

আবুল কালাম আজাদ : আজকের বিক্ষোভটাই ছিল মূলতঃ আসল। মোবারকের ভাষণ সম্পর্কে জনগণ আগে থেকে তেমন কিছু জানত না। হঠাৎ করে মোবারকের ভাষণের প্রতিক্রিয়া বা কর্মসূচীর ব্যাপারে জনগণ সেইভাবে প্রস্তুত ছিল না। ফলে নতুন কোনো কর্মসূচীর বিষয়ে এখনও তেমন কিছু জানা যায়নি।

www.pathagar.com

তবে প্রেসিডেন্ট মোবারকের দীর্ঘ ৬২ বছরের কর্মজীবনে মিশরের জনগণকে চরমভাবে ধোকা দিয়েছে। মোবারক অনেকটা রিমাণ্ডে রাখার মতো করে ভিন্ন ভিন্ন ধারায় মানুষের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে ও প্রতারণা করেছে এবং মানুষকে পুতুলের মতো ব্যবহার করেছে। আর সে কারণে মুবারকের ভাষণ তার প্রতারণা ও ছলনায় মানুষ আর কোনোভাবেই বিশ্বাস করতে চায় না। মোবারকের পহেলা ফেব্রুয়ারির ভাষণের পর থেকেই জনগণের মধ্যে আন্দোলনের স্পিড বেড়ে যায়। আর গতকালের ভাষণে মানুষের দাবী প্রত্যাশ্যার প্রতি সে বৃদ্ধাঙ্গুলি প্রদর্শন করায় জনগণ আরো বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছে। জনগণ এরপর তাদের দাবী আদায়ে আগুনের মত জ্বলে উঠেছে। এই পরিস্থিতিতে সম্মানের সাথে মোবারক বিদায় না নিলে হয়তো তাকে চরম অপমান মাথায় নিয়ে দেশ ত্যাগ করতে হতে পারে। আপনারা টিভিতে দেখবেন তিন হাজারের বেশী লেখক, কবি, সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী জনতার সাথে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছে। দেশের সব সাংবাদিক এই আন্দোলনের সাথে একাত্ম হয়ে মিছিল করে জনতার কাতারে দাড়িয়েছেন। আমি আবারও বলবো পৃথিবীর ইতিহাসে মিশরের এই গণবিস্ফোরণ একটি ভিন্ন মাত্রা জন্ম দিয়েছে।

গতকাল মুবারকের ভাষণের পর কায়রোসহ বিভিন্ন স্থানে তার সরকারের বর্তমান ও সাবেক মন্ত্রীসহ শীর্ষস্থানীয়দের কুশপুত্তলিকা দাহ করেছে ক্ষুব্ধ আন্দোলনকারীরা।

মিশরের ধর্ম মন্ত্রণালয়, পেট্রোলিয়াম মন্ত্রণালয়, ডাক বিভাগ, যোগাযোগ মন্ত্রণালয়, বিদ্যুৎ মন্ত্রণালয়, ব্যাঙ্ক বীমা, শিক্ষাসহ সরকারী প্রায় সব বিভাগের কর্মচারীরা জনতার সংগে যোগ দিয়ে বিক্ষোভ করছে। ফলে এটি খুব সুস্পষ্টভাবে মনে হচ্ছে যে জনগণ তাদের দাবী আদায় ছাড়া ঘরে ফিরে যাবে না।

রেডিও তেহরান* : *১৮ দিন পার হয়ে গেল আন্দোলনের, তো বিক্ষোভকারীদের মনোবল কেমন দেখছেন?

আবুল কালাম আজাদ : আমি মানুষের মধ্যে আন্দোলনের যে তীব্রতা দেখছি তাতে মনে হয় শুরুর দিক অপেক্ষা উত্তরোত্তর তা বৃদ্ধি পাচ্ছে। জনগণ মোবারকের পতনের দাবী আদায়ের ক্ষেত্রে অনড় ও অটুট অবস্থায় আছে বলে আমার মনে হয়েছে। মানুষের যখন দেয়ালে পিঠ ঠেকে যায় তখন আর পেছনে যাওয়ার পথ থাকে না। আর সে কারণেই মানুষ এখন যে কোনো মূল্যে তাদের আন্দোলনে সফলতা চায়।

আপনাদের হয়তো বিশ্বাস হবে না যে মানুষের মধ্যে আন্দোলনের ব্যাপারে কতোটা তীব্রতা কাজ করছে। আমি দেখেছি দীর্ঘ সতের আঠার দিন ধরে মানুষ তাহরীর চত্তরসহ নানা জায়গায়- কখনও কখনও একটা রুটি তিনজনে ভাগ করে খেয়ে মাঠে রয়েছে। কেউ কেউ রোজা রেখে মিছিল করছে বিক্ষোভ করছে। খেয়ে না খেয়ে , সব কিছু ত্যাগ করে লক্ষ লক্ষ মানুষ যেভাবে আন্দোলনের মাঠে রয়েছে- তা সত্যিই বিস্ময়ের। মিশরের সর্বস্তরের মানুষ ঐক্যবদ্ধভাবে অনমনীয় দৃঢ়তার সাথে আন্দোলন করছে। তাদের মনোবলের কোনো কমতি নেই এবং হোসনি মোবারকের পতন ছাড়া জনগণ আন্দোলন থেকে সরে যাবে না বলেই মনে হচ্ছে।

www.pathagar.com

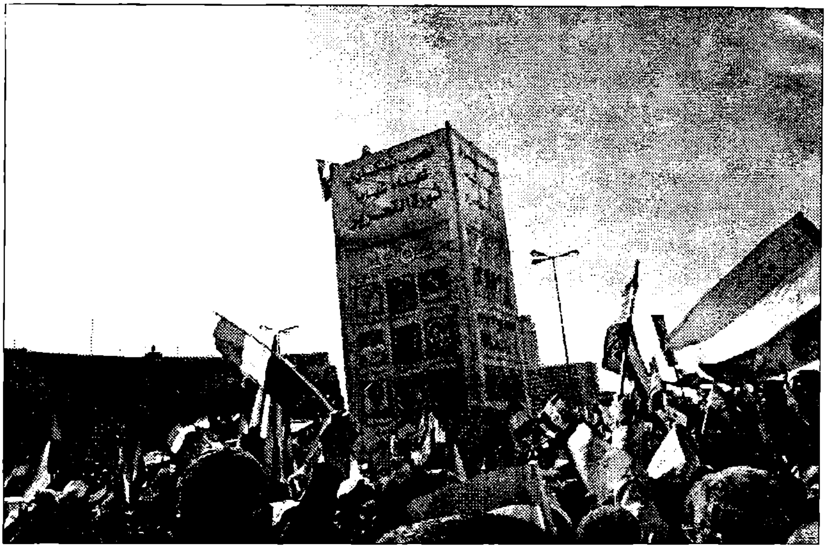

যুববিপ্লবে নিহত শহীদদের স্মরণে তাহরির স্কয়ারে নির্মিত স্মৃতিফলক

শতাধিক দেশের ছাত্র-ছাত্রীদের প্রাচীন বিদ্যাপিঠ আল-আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাস প্রাঙ্গণের প্রধান গেটে সহপাঠির মাঝে লেখক

www.pathagar.com

www.pathagar.com